৫ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন ঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدنی علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد: ٥ عدد: ١، رجب و شعبان ١٤٢٢هـ/أكتوبر ٢٠٠١م
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত টুকনগর মাদরাসা মসজিদ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজি ঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্‌ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ **মাসিক আত-তাহরীক** এস, এন, ডি-১১৫, **আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক**, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Editor: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post : Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P. O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525. Ph : (0721) 761378, 761741

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজে ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	১ম সংখ্যা
রজব ও শা'বান	১৪২২ হিঃ
আশ্বিন ও কার্তিক	১৪০৮ বাং
অক্টোবর	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - জিনের নামে বিপথগামী ইনসান ১১ — *এমদাদুল হক*
  - টুইন টাওয়ার ট্রাজেডি ১৪ — *আত-তাহরীক ডেস্ক*
  - জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ ১৮ — *আব্দুছ ছামাদ সালাফী*
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১৯ — *আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*
- ছাহাবা চরিতঃ ২০
  - আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) — *আব্দুল আলীম*
- অর্থনীতির পাতাঃ ২৩
  - পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয় — শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ২৮
  - সেনাবাহিনী ও মাদরাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার দাবী (?) — ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
- নবীনদের পাতাঃ ৩০
  - পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী — *মুযাফ্ফর বিন মুহসিন*
- হাদীছের গল্পঃ ৩২
  - রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জেযা — *মুহাম্মাদ ইলিয়াস শাহ*
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩৩
  - গুপ্তধন — *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩৪
  - উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনী রোগ — *ডাঃ হারুনুর রশীদ*
- কবিতা ৩৫
- সোনামণিদের পাতা ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- পাঠকের মতামত ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৫০

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

Contents

সম্পাদকীয়

শেষ হ'ল পালাবদলঃ

পত্রিকান্তরের হিসাব মতে সরকারীভাবে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের বাইরে সাড়ে উনিশ শত প্রার্থীর অন্যূন দশ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্য দিয়ে দেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পালাবদল শেষ হ'ল গত পহেলা অক্টোবর ২০০১ সোমবারে। সরকারী দল আওয়ামী লীগের বদলে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে এখন বি,এন,পি-র নেতৃত্বাধীন চার দলীয় ঐক্যজোট। ইতিমধ্যেই দু'দল থেকে ৬০ সদস্যের বিশাল এক মন্ত্রী বহর শপথ গ্রহণ করেছেন। আরও ডজন দুয়েক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম অপেক্ষমানদের তালিকায় রয়েছে, যা সত্বর ঘোষণা করা হবে। গড়ে সরকারী জোটের প্রতি তিন জন সংসদ সদস্যের বিপরীতে একজন মন্ত্রী হচ্ছেন। ফলে পুরা প্রশাসনকেই প্রায় ব্যস্ত থাকতে হবে মন্ত্রীদের প্রটোকল বজায় রাখতে ও তাদের সেবাযত্ন করতে। ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২১৫টি আসনে জোটের অকল্পনীয় বিজয়কে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ বলেছেন, বিগত সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ গণরায়। কেউ বলেছেন এটা জোটগতভাবে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের সুফল। কেননা সীট কম পেলেও আওয়ামী লীগের ভোটার সংখ্যা গতবারের শতকরা ৩৭.৪৪ থেকে বেড়ে এবারে ৪১% হয়েছে। যদিও এর মধ্যে ৫০ লাখ ভুয়া ভোট যোগ আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আরও রয়েছে ভারত থেকে আগত মৌসুমী ভোটারদের বিরাট একটি সংখ্যা। দেশী-বিদেশী সকল মহলই এবারের নির্বাচনকে সর্বাধিক সুষ্ঠু, সুন্দর ও অবাধ নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। এরপরেও বিজয়ী জোট, পরাজিত দল ও স্বতন্ত্রদের পক্ষ থেকে রয়েছে নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট ছিনতাইয়ের অভিযোগ। আওয়ামী নেত্রী মনের দুঃখে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ৩০০ আসনেই পুনঃ নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন। গতবারে আওয়ামী লীগ এরশাদ ও জামায়াতের সমর্থন পেয়েছিল। এবার না পাওয়াতেই তারা হেরেছে বলে নেত্রী মনে করেন। বিশ্লেষকগণ আওয়ামী সরকারের ভরাডুবির জন্য প্রধানতঃ পাঁচটি কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন- (১) ব্যাপক সন্ত্রাস (২) লাগামহীন দুর্নীতি (৩) নির্লজ্জ পরিবারতন্ত্র (৪) ইসলাম ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের উপরে হস্তক্ষেপ ও ইসলাম পন্থীদেরকে ঢালাও ভাবে মৌলবাদী ও তালেবান বলে চিহ্নিত করণ (৫) উৎকট ভারতপ্রীতি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোট সরকার এগুলির কোন একটির প্রতি ঝুঁকে পড়লে তাদের পরিণতিও বিগত সরকারের মত হবে, একথা মনে রেখেই সম্মুখে এগোতে হবে।

উভয় দলের নেত্রী ৫ বছর করে দেশ শাসন করেছেন। 'শীষ'নেত্রী তাঁর শাসনামলে দেশকে বিশ্বের ৪নং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরিণত করেছিলেন। 'নৌকা'নেত্রী ক্ষমতায় এসে দেশকে ১নং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে উন্নীত করলেন। মানুষ এক নম্বরের হাত থেকে বাঁচার জন্য চার নম্বরকে বেছে নিয়েছে মন্দের ভাল হিসাবে। দু'দলই ইতিপূর্বে নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি করেছেন। কেউ কালাকানূন বাতিল করেননি। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা ও স্বাধীন করেননি। দেশের শিক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাননি। ইসলামের পক্ষে কোন কাজ করেননি।

বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা যে এক বিশাল ব্যয়বহুল প্রহসন এবং হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির সূতিকাগার, তা বুঝতে কারু বাকী নেই। কিন্তু এটা ছাড়া নেতৃত্ব নির্বাচনের বিকল্প কোন সুন্দর পথ জনগণের সামনে এখন খোলা নেই। তাই তারা লাচার। অথচ পথ রয়েছে কেবল মুসলমানেরই কাছে। তাদের ঘরের তাকে- কুরআনে হাকীমে। আমাদের তা পড়ার ও গবেষণার সময় কোথায়? আমরা সবাই পাশ্চাত্যের চালু করা দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথাকেই আধুনিক ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে ধারণা করেছি। অথচ এটা কখনোই চূড়ান্ত নয়। চূড়ান্ত সত্য লুকিয়ে আছে কুরআন ও হাদীছের পৃষ্ঠায়। আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রদর্শিত পথে ইমারত ও শূরাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলেছি আমরা ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের আবিষ্কৃত ও গৃহীত প্রচলিত শেরেকী গণতন্ত্রের পিচ্ছিল পথে। যেখানে সার্বভৌমত্বের মালিকানা আল্লাহ্র হাতে নয়, বরং জনগণের হাতে। যেখানে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। তাই সেখানে মৌলিক-অমৌলিক সবধরনের আইন রচিত হয় এবং হারাম-হালাল সবকিছু নির্ণীত হয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতি-মর্যির উপরে। আল্লাহ্র আইনকে এখানে বান্দার ইচ্ছার গোলামে পরিণত করা হয়। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবশ্যই মুমিনদের দা'ওয়াত ও জিহাদ-এর কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। =দ্রঃ দরসে কুরআন মার্চ ও মে' ২০০০ এবং সম্পাদকীয় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২০০১।

জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশে কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন করা হবে না বলে ওয়াদা করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যেসব ইসলাম বিরোধী আইন চালু রয়েছে, সেগুলো বাতিল করবেন কি-না, সেকথা তারা বলেননি। তাহ'লে কি ধরে নেব যে, দেশে সূদভিত্তিক অর্থনীতি বহাল থাকবে? পুঁজিবাদের এই প্রধান হাতিয়ারকে উৎখাত করতে না পারলে দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কখনোই দূর হবে না, একথা ডান-বাম সকল দল স্বীকার করলেও বাস্তবে কেউ এটার উৎখাত চান না কেবল স্ব স্ব ব্যক্তিস্বার্থে। যেকারণে দেশের সকল পুঁজি পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবারের বদলে আজকে ১৫৬ পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। জোট সরকারকে অবশ্যই এই পুঁজি দানবদের বিরুদ্ধে আপোষহীন হতে হবে। নইলে দুর্নীতি ও দারিদ্র্য বিমোচনের দাবী ফাঁকা বুলিতে পরিণত হবে। অতএব সূদী ব্যবস্থাকে অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে ও সেই সাথে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দিতে হবে। সেখানে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সংস্কার নয়, বরং ইসলামী পদ্ধতির সংস্কার আনতে হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই তাওহীদ ও আখেরাত ভিত্তিক করে ঢেলে সাজাতে হবে। যে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কেবল অর্থ উপার্জনের মেশিনে পরিণত করে, যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন না ঘটিয়ে কেবল বস্তুগত উন্নয়নের পথ দেখায়, সে শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল মানুষরূপী শয়তানে পৃথিবী ভরে যাবে।

কলিকাতার আনন্দবাজারী গ্রুপ নছীহত খয়রাত করেছেন যেন দেশে 'শরীয়তী শাসন' কায়েম করা না হয়। অথচ এটাই বাস্তব যে, মানব রচিত কোন বিধান নয়, বরং আল্লাহ প্রেরিত ইসলামের শরী'আতী শাসনই কেবল মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মানবতার সর্বাধিক কল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা। আমরা মনে করি স্বাধীন বাংলাদেশে এবারই প্রথম সুযোগ এসেছে সংবিধান সংশোধনের। অতএব এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রটিকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করুন। দেশের সকল আইনকে ইসলামী বিধানের অনুকূলে সংশোধন করুন। ইতিহাস চিরকাল আপনাদের মনে রাখবে। পরকালে আপনারা ভাল থাকবেন। ইহকালে দেশের সকল নেককার মানুষের দো'আ পাবেন, পাবেন সকলের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আমরা জোট সরকারের নতুন যাত্রাকে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাদেরকে সত্যিকারের স্থায়ী জনকল্যাণের স্বার্থে কাজ করার তাওফীক দান করুন - আমীন!! (স.স.)।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

খ্রীষ্টান-মুসলিম সম্পর্ক

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ - وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ-

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না *(মায়েদাহ ৫১)*। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশংকা করি, পাছে না আমরা কোন বিপদে পতিত হই। অতএব সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন। ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে (৫২)। মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেইসব লোক? যারা আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি। তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে' (৫৩)।

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, মুসলমানদের সাথে নয়।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী বা খ্রীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শানে নুযূলঃ (১) সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে কিছু নওমুসলিম ভীত হয়ে ইহুদী-নাছারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। তার জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (২) অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, অর্থ, অস্ত্র ও জনবলে বলিয়ান ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা না করার ব্যাপারে হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন যে, আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। পক্ষান্তরে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বলল যে, এটা আমার জন্য বিপজ্জনক'। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১] (৩) আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে কিছু লোক নবুঅতের যথার্থতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ইহুদী নেতা কা'ব ইবনুল আশরাফ ৪০ জন ঘোড় সওয়ার নিয়ে গোপনে মক্কায় চলে যায় এবং আবু সুফিয়ানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাদের সাথে কা'বা গৃহে গিয়ে গেলাফ ধরে আল্লাহ্র নামে শপথ করে। এ খবর রাসূলের কানে পৌঁছলে তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে পাঠিয়ে কা'বকে ভোর রাতে তার বাড়ীতে হত্যা করেন।[২] অতঃপর সেদিনই সকালে বনু নাযীর গোত্রকে অবরোধ করেন।[৩] অতঃপর মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ط

'অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগলঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে' *(মায়েদাহ ৫২)*। আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেনঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْاَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآاَسَرُّوْافِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ -

'অতএব সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন- ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫২ বাকী অংশ)*।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবেঃ এরাই কি আমাদের

১. *কুরতুবী ৬/২১৬; ইবনু কাছীর ২/৭১; ইবনু জারীর ৬/১৭৮-১৭৯।*
২. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪০৩৯।*
৩. *কুরতুবী ১৮/৪।*

সাথে আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পরে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু নয়ঃ

আল্লাহ বলেন, وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصرى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللّه هُوَ الْهُدَى، وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّه مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ-

'(হে নবী) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করবেন। আপনি তাদের বলে দিন যে, আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সত্যিকারের হেদায়াতের পথ। অতএব আপনার নিকটে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ্‌র কবল থেকে বাঁচাবার জন্য আপনার কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী জুটবেনা' *(বাক্বারাহ ১২০)*।

আয়াতে উল্লেখিত 'মিল্লাত' অর্থ দ্বীন ও শরী'আত[৪] এবং 'ইল্‌ম' অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ।[৫] অত্র আয়াতের উপরে ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ, দাঊদ ইবনে আলী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, الكفر كله ملة واحدة 'কাফেরগণ সকলেই এক মিল্লাত ভুক্ত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 'মুসলিম কোন কাফিরকে ওয়ারিছ বানায় না বা কোন কাফির কোন মুসলিমকে ওয়ারিছ বানায় না'।[৬] তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিল কেবলমাত্র 'ইসলাম' -এর কারণে। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা কখনোই তার উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তিনি তাদের মিল্লাতভুক্ত হবেন। অতঃপর তিনি রাসূলকে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন'।[৭]

কুরআন অবতরণের পরে তাওরাত-ইঞ্জীল মানসূখ হয়ে গেছে। এসবের কোন হুকুম এখন আর কারু জন্য পালনযোগ্য নয়। মূল তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পুরাতন ও নতুন সমাচার (Old & New Testament) বলে প্রচলিত বই সমূহ তাদের নিজেদের রচিত। বিশ্ব মানবতাকে তাই এখন কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলতে হবে। ইমাম শাওকানী বলেন, 'ইহুদী-নাছারাদের শরী'আত এখন মানসূখ বা হুকুমরহিত। তাদের কিতাব সমূহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে'। এখন তাদের কিতাবের অনুসরণ করা অর্থ তাদের খোশখেয়াল সমূহের অনুসরণ করা'। তিনি বলেন, 'এই আয়াতগুলির মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য হুঁশিয়ারী ও সাবধানবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী-নাছারা বা কোন মুশরিক ও বিদ'আতী দলসমূহের পাতা ফাঁদে পা না দেয় বা তাদের সন্তুষ্টি ও সমর্থন কামনা না করে। তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট বিধানসমূহ ছেড়ে এইসব দলের চোখ ধাঁধানো ও দুষ্ট মতবাদ সমূহের পিছনে না ছোটে'।[৮]

সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, অত্র আয়াতে 'আহলুল কিতাব' না বলে 'ইয়াহূদ' ও 'নাছারা' বলার তাৎপর্য এই যে, রাসূল (ছাঃ) ও মুমিন সম্প্রদায়ের সাথে তাদের শত্রুতা মূলতঃ কিতাবের কারণে ছিল না। কেননা তাদের কিতাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে বলেনি। বরং তাদের এই দুশমনী ছিল স্রেফ রাজনৈতিক ও দলীয় হিংসার কারণে। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে ইহুদী-নাছারাকে তাদের আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এটা করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের দলের বাইরে চলে যাবে। আল্লাহ ও রাসূল তাদের থেকে মুক্ত'।[৯]

শুধু ইহুদী-খ্রীষ্টান নয়, বরং কোন কাফেরের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করে বলা হচ্ছে لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً 'কোন মুমিন যেন মুমিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফিরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর (তবে সাবধানতার সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব রাখতে পার)' *(আলে ইমরান ২৮)*। দুনিয়াবী সম্মান লাভের জন্য যাতে এটা না করা হয়, সেজন্য বলা হয়েছে, اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّه جَمِيْعًا 'যারা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান কামনা করে? জেনে রেখো সর্বপ্রকার ইযযতের মালিকানা স্রেফ আল্লাহ্‌র' *(নিসা ১৩৯)*। এমনকি নিজের বাপ-ভাই যদি ঈমানের উপরে কুফরীকে

৪. তাফসীরে কুরতুবী ২/৯৪।
৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১৬৮।
৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ফারায়েয' অধ্যায় হা/৩০৪৩।
৭. কুরতুবী ২/৯৪।
৮. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৩৫।
৯. মুখতাছার তাফসীরুল মানার ২/৩৪৮।

ভালবাসে, তবে তাদেরকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না *(তওবাহ ২৩)*। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে কোন মুসলিম দেশের জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্র আয়াতগুলি স্থায়ী মূলনীতি স্বরূপ।

ইহুদী-খৃষ্টানদের ইতিহাস চির কপটতার ইতিহাসঃ

(১) রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রঃ হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বনু নাযীর, বনু কুরায়যা প্রমুখ ইহুদী-নাছারা গোত্রসমূহের সাথে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কেউ কারু বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। বরং পরস্পরে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনায় ও কাফিরদের আহবানে তাদের গোত্রে দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৭০ জনের একটি প্রচারকদল পাঠালে তারা সকলেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ইতিহাসে যা বি'রে মা'উনার ঘটনা বলে প্রসিদ্ধ। উক্ত হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া মাত্র একজন ছাহাবী আমর বিন উমাইয়া যামীরী মদীনায় ফেরার পথে শত্রুপক্ষীয় দু'জন কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে ফেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দু'জন ছিল বনু আমের গোত্রের লোক, যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু সেকথা উক্ত ছাহাবী জানতেন না। তাদের সাথে বনু নাযীরেরও শান্তিচুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ দুই নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায়ের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার পরে মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে বনু নাযীর ইহুদী গোত্রে গমন করেন। হযরত আবুবকর, ওমর, আলী প্রমুখ ছাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। বনু নাযীর গোত্র তাঁদেরকে সসম্মানে একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসতে দিল এবং গোত্রের লোকদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে এনে তাঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল এবং এই সুযোগে রাসূলকে হত্যা করার ফন্দি আঁটলো এবং বললঃ কে আছ এই লোকটিকে হত্যা করে এর হাত থেকে আমাদের শান্তি দিতে পার? তখন আমর বিন জাহহাশ বিন কা'ব নামক জনৈক ইহুদী সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে গেল এবং বড় একটি পাথর তাঁদের উপরে ফেলে মারার জন্য প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। অহি-র মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশ্য তিনি তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত কেবল এক উট বোঝাই মাল-সামান নিয়ে তাদের ইচ্ছামত স্থানে চলে যাবার জন্য ১০ দিনের সুযোগ দিলেন। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের প্ররোচনায় তারা তাদের মযবূত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। কিন্তু পরিশেষে মুনাফিকদের নিকট থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তারা ২১ দিন পরে দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে এবং রাসূলের নির্দেশ মতে তারা ارض المحشر অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের জমা হওয়ার স্থান শাম দেশ (সিরিয়া) অভিমুখে চলে যায়। হুয়াই বিন আখত্বাব, আব্দুল্লাহ বিন আবিল হুক্বাইক্ব, কিনানা বিন রাবী' প্রমুখ ইহুদী নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাথীরা খায়বারে বসতি স্থাপন করেন। কেউ কেউ শামের অন্যস্থানে চলে যায়। ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন যে, এই ঘটনা ওহোদ যুদ্ধের পরে ৪র্থ হিজরীতে এবং বি'রে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়। কুরতুবী এ মত সমর্থন করেন। তবে বুখারী যুহরীর মাধ্যমে ওরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনা ২য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে এবং ওহোদে পূর্বে সংঘটিত হয়'।[১০] মদীনা তথা আরব উপদ্বীপ থেকে তাদের এই উচ্ছেদ ঘটনাকে কুরআনে اول الحشر বা 'প্রথম একত্রিত উচ্ছেদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১১]

তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে খায়বরে এটা ছিল প্রথম উচ্ছেদ। দ্বিতীয় উচ্ছেদ ঘটে ওমর ফারূকের সময়ে তাদের কুফরী ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে খায়বর থেকে নাজদ ও আযরি'আতে। কেউ কেউ বলেন, যেরুযালেমের আরীহা ও তাইমাতে'।[১২] মুলতঃ হারূণ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত এই গোত্র সিরিয়া থেকে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল শেষনবীর আগমনের আশায়। কিন্তু শেষনবী বনু ইসরাঈল না হয়ে বনু ইসমাঈল হওয়ায় তারা তাঁকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করে স্রেফ বংশীয় অহংকারের যিদে পড়ে (ঐ)।

(২) চুক্তি ভঙ্গঃ মদীনার বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা প্রভৃতি ইহুদী-নাছারা গোত্রগুলি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত চুক্তির প্রতি অনুগত ছিল। বরং বদর যুদ্ধে অভাবিত বিজয় লাভের ফলে তাদের মধ্যে রাসূলের প্রতি আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে ও মুশরিকদের অব্যাহত প্ররোচনার ফলে তাদের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গের প্রবণতা দানা বেঁধে ওঠে এবং তাদের অন্যতম নেতা কা'ব বিন আশরাফ ৪০ জন ইহুদীকে সাথে নিয়ে গোপনে মক্কায় চলে যায় ও সেখানে কুরায়েশ নেতাদের নিয়ে কা'বা গৃহের গেলাফ স্পর্শ করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।[১৩]

(৩) শত্রুর সহযোগিতাঃ ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা গোত্র মদীনা আক্রমণকারী কাফের দলসমূহের সাথে সহযোগিতা করে। ফলে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় ও বাকীদের বন্দী করা হয় ও মাল-সম্পদ সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়।[১৪]

---

১০. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৩৫৪-৩৫৮; তাফসীরে কুরতুবী ১৮/৪-৮; ফাৎহুল বারী 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬৪; ৭/৩৮৪।
১১. সূরা হাশর ২য় আয়াত; বুখারী ২/৫৭৪।
১২. তাফসীরে কুরতুবী ১৮/২।
১৩. কুরতুবী ১৮/৪; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪০৩৯।
১৪. ফাৎহুল বারী ৭/৪৫২-৫৩ 'মাগাযী' অধ্যায় হা/৪০৯৭-৪১০০।

ইহুদী-খৃষ্টানদের এই মুসলিম বিদ্বেষের ইতিহাস রাসূলের যুগ থেকে এ যাবত জারি আছে। যদিও সে যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মত সরলপ্রাণ খৃষ্টান নরপতি ছিলেন। যিনি শুধু মুসলমানদের সাহায্য করেননি; বরং গোপনে ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অমনিভাবে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও বহু ইহুদী-খৃষ্টান রয়েছেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিশীল সে যুগেও ছিলেন, এ যুগেও আছেন। বনু নাযীরকে যখন মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তখনও তাদের মধ্যকার দু'জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপদে মদীনায় থেকে যান। আজও যখন ফিলিস্তীনের অসহায় মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের উপরে আমেরিকা ও বৃটেনের সহায়তায় বর্বর ইহুদী শাসকরা নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তখনও সেখানে বহু শান্তিপ্রিয় ইহুদী আরব এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মিছিল করে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে ও পেন্টাগনে আত্মঘাতি বিমান হামলা চালানোর প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধবাজ বুশ প্রশাসন যখন ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ করে ভূখা-নাঙ্গা আফগান জনগণের উপর ভয়ংকর হামলা পরিচালনার হুমকি দিচ্ছে এবং আমেরিকার সরকারী ও বিরোধীদল সর্বসম্মতিক্রমে এই হামলা পরিকল্পনা অনুমোদন করছে, তখনও দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটিতে হাযার হাযার খৃষ্টান ছাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে প্লাকার্ড বহন করে মিছিল করছে। এধরনের ব্যতিক্রম চিরকাল ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সাধারণভাবে সকল ইহুদী-খৃষ্টান মুসলিম উম্মাহ্র শত্রু। বিশেষ করে ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় শত্রু। ইবনু কাছীর বলেন, এর কারণ হ'ল এই যে, এদের ইসলাম বিদ্বেষ হ'ল হঠকারিতাসূলভ। এরা ইসলাম ও শেষ নবীকে হক জেনেই অস্বীকার করে কেবল বংশীয় অহংকার বশে। তারা বনী ইসরাঈলের বহু নবীকে হত্যা করেছে। অবশেষে আখেরী নবীকে কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছে ও জাদু করেছে'। ইহুদীদের চাইতে নাছারাগণ মুসলমানদের কিছুটা নিকটবর্তী হবার কারণ এই যে, তারা নিজেদেরকে ঈসা (আঃ)-এর আনীত ইঞ্জীল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে। তাছাড়া নাছারাদের মধ্যে বহু দুনিয়াত্যাগী সরলপ্রাণ ধর্মযাজক আছেন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে'।[১৫]

(৪) খাদ্যে বিষপ্রয়োগঃ খায়বরের ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মেহমান হিসাবে দা'ওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে।[১৬]

(৫) চুলে জাদুঃ মুনাফিক লাবীদ বিন আ'ছাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুলে জাদু করে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করে।[১৭]

১৫. *মায়েদাহ ৮২-৮৫; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৮৮।*
১৬. *তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৮৮; বুখারী ১/৪৪৯, ২/৬২০/৮৬০।*
১৭. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৬১৪।

(৬) ক্রুসেড ঘোষণাঃ ১০৯৮-১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে খৃষ্টান-মুসলিম সদ্ভাব দূর হয়ে যায়। অবশেষে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে গোটা ইউরোপীয় খ্রীষ্টান শক্তি চরমভাবে মার খায়। এই পরাজয়ের গ্লানি তারা কখনো ভুলেনি। তাই ১ম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যখন যেরুযালেম মুসলমানদের হাত থেকে বৃটিশ খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, সেদিন যেরুযালেমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বৃটিশ জেনারেল এলেনবাই বলেছিল "Today ends the crusade" 'আজকে ক্রুসেড শেষ হ'ল'। ১৯২০ সালে ফরাসী জেনারেল গুরিয়ান একইভাবে সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কবরে পা রেখে বলে ওঠেন, "We have come back Saladin" 'ছালাহুদ্দীন আমরা আবার ফিরে এসেছি'।

(৭) অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্টাঃ রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদেরকে খৃষ্টানরাই ফিলিস্তীনে জোরপূর্বক বসতি স্থাপনে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তারিখে অবৈধ 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে এ যাবত তাদেরকে দিয়েই দৈনিক মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

(৮) চির অভিশপ্তঃ সূরায়ে ফাতিহাতে বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যা-ল্লীল' (পথভ্রষ্ট)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করেন যে, إن المغضوب عليهم اليهود و إن الضالين النصارى 'অভিশপ্ত হ'ল ইহুদীরা এবং পথভ্রষ্ট হ'ল নাছারাগণ'। মুসলিম মুফাসসিরগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, উভয় দলই আল্লাহ্র গযব ও লা'নতপ্রাপ্ত। তবে উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এই যে, ইহুদীরা ইসলাম-এর সত্যতা উপলব্ধি করেও তা যিদ ও অহংকারবশে প্রত্যাখ্যান করে (কারণ শেষ নবী (ছাঃ) তাদের বংশে জন্মগ্রহণ না করে ইসমাঈলের বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন)। পক্ষান্তরে নাছারাগণের নিকটে ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা ভ্রষ্টতার অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে ফিরছে। আল্লাহ নিজেই তাদের এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ 'তারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সঠিক রাস্তা হ'তে পথভ্রষ্ট হয়েছে' *(মায়েদাহ ৭৭)*।

নবী হত্যাকারী ও কিতাব পরিবর্তনকারীঃ

ইহুদীদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ 'এবং তাদের উপরে আরোপ করা হ'ল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্র গযবে পতিত হ'ল। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করেছিল। কারণ তারা ছিল না-ফরমান ও সীমালংঘনকারী' *(বাক্বারাহ ৬১)*। ইবনু আব্বাস বলেন, ১০জন ব্যতীত বাকী সকল নবী ছিলেন বনী ইসরাঈলের।[১৮] কিন্তু তারা কোন নবীকেই মানতে চায়নি। বরং একইদিনে ৩০০ নবীকে এরা হত্যা করেছে বলে ইবনু মাসঊদের একটি বর্ণনায় জানা যায়।[১৯]

ইহুদী-নাছারাদের অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার যে চারটি কারণ পবিত্র কুরআনে *(মায়েদাহ ৪১-৪২)* বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হ'লঃ আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করা। তাওরাত-ইঞ্জীল বিকৃত হওয়ার কারণ হ'ল এই যে, এর হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ ইহুদী-নাছারাদের উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন *(মায়েদাহ ৪৪)*। কিন্তু যথাযথ হেফাযত না করে তারা ইচ্ছামত সেখানে শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটায় *(বাক্বারাহ ৭৫, নিসা ৪৬, মায়েদাহ ১৩-১৪)*। পক্ষান্তরে কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন *(হিজর ৯)*। ফলে বিগত ১৪০০ বছরেও তার একটি নুকতা-হরফ পরিবর্তন হয়নি। যদিও ইসলামের শত্রুরা এ যাবত বহু অপতৎপরতা চালিয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ 'তারা পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই তাদের উপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত' *(আলে ইমরান ১১২)*। আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম অর্থ যাদেরকে আল্লাহ পাক নিজ বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন নারী-শিশু, সাধক-উপাসকগণ, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। তারা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ হ'লঃ মুসলমান বা অমুসলিম কোন শক্তির সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হ'য়ে সাময়িক নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। ১৯৪৮ সালে 'ইসরাঈল' নামে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ রাষ্ট্রটি মূলতঃ আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া তথা খৃষ্টান ও অমুসলিম অক্ষশক্তির সৃষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক ঘাঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাহায্যমুক্ত হ'য়ে স্বাধীনভাবে তথাকথিত এ রাষ্ট্রটি একমাসও টিকতে পারবে কি-না সন্দেহ। এরপরেও বিগত ৫২ বছর তাদেরকে সর্বদা যুদ্ধাবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছে এবং থাকতে হয়েছে এক প্রকার বিশ্বপরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অতএব বাহ্যিক নিরাপত্তা লাভ করলেও মানসিক শান্তিতে তারা একটি রাতও কাটাতে পারেনি। এসবই আল্লাহ্র গযবের ফল। একই অবস্থা এখন বৃটেন-আমেরিকান-ইউরোপিয়ান খৃষ্টান অক্ষশক্তির। সর্বত্র তারা এখন 'বিশ্ব সন্ত্রাসী' নামে অভিহিত। সর্বত্র আজ আমেরিকা নিন্দিত ও ধিকৃত। বস্তুগত শক্তিতে বলিয়ান হ'লেও তাদের মানসিক জগত ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ফলে খোদ আমেরিকায় এখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। মুসলমান এখন সেদেশের দ্বিতীয় প্রধান সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

ইহুদী-খৃষ্টান পরিচিতিঃ

হযরত ইবরাহীমের প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক্ব-এর জন্ম হয়। তাঁর বংশধরগণ 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত। এই বংশে হাযার হাযার নবীর জন্ম হয়। এদের ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস। আহলে কিতাবদের মধ্যে এই দলই বড়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নবী হ'লেন মূসা (আঃ)। তাঁর নিকটে 'তাওরাত' নাযিল হয়। যা ছিল মূলতঃ হালাল-হারাম ইত্যাদি ব্যবহারিক বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থ। তাঁর অনুসারীগণ 'ইয়াহূদ' নামে পরিচিত। তারপরে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। ইনি হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর নিকটে 'ইঞ্জীল' নাযিল হয়। এটি ছিল মূলতঃ পরকালীন মুক্তির সুসংবাদবাহী ও উপদেশ মূলক গ্রন্থ। তাঁর অনুসারীগণ 'নাছারা' নামে খ্যাত। এঁদের ক্বিবলা ছিল কা'বাগৃহ। ইহুদীদের প্রতিপক্ষ ছিল ফেরাঊন, হামান প্রমুখ কাফের নেতাগণ এবং নাছারাদের প্রতিপক্ষ ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিকগণ। ইঞ্জীলে যেহেতু তাওরাতের বিধি-বিধানের তেমন কোন পরিবর্তন ছিল না, সেকারণ তারা ঈসা (আঃ)-কে মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হিসাবে গণ্য করত। যদিও তারা নিজেরা তাওরাতের বিধি-বিধান সমূহকে পরিবর্তন করেছে। যেমন শনিবারের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনকে রবিবার করা, শূকরের গোশতকে হালাল করা ইত্যাদি। তবে একটি বিষয়ে উভয় দল একমত ছিল যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ সত্ত্বর আগমন করবেন এবং তাঁর নাম, চেহারা, জন্মস্থান সবই তারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে জানত। সেকারণ তাদের পূর্ব পুরুষগণ শেষনবীকে সাহায্য করার জন্য সিরিয়া থেকে হিজরত করে মদীনার নিকটবর্তী এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন ও বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু যখন শেষ নবীর আবির্ভাব হ'ল এবং তিনি হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারলেও বংশীয় অহমিকা মাথাচাড়া দেওয়ায় তাঁকে সহযোগিতা দূরে থাক, বরং সবরকমের শত্রুতায় লিপ্ত হ'ল। উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদ-নাছারাগণ পরস্পরের শত্রু ছিল এবং প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষ দলকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবী করত *(বাক্বারাহ ১১৩)*। শেষ নবী এসে তাদেরকে বললেন, لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ 'তোমরা কিছুর উপরে নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে প্রতিষ্ঠিত করবে' (মায়েদাহ

১৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১৯৩।*
১৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১০৬।*

৬৮)। যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জীল মানতে গেলে কুরআনকে মানতে বাধ্য হ'তে হয়, তাই তারা সবকিছুকে অস্বীকার করল ও শেষ নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হ'ল।[২০]

বিভিন্ন ফিরকা সমূহঃ

ইয়াহূদ-নাছারাগণ অসংখ্য দলে বিভক্ত। হাদীছে ৭২ ফেরকা বলা হ'লেও তার অর্থ হ'ল অসংখ্য। যদিও মুসলমানদের সাথে শত্রুতার বেলায় তারা সবাই এক। আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়ে বনু ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় দল ইহুদীরা এখন বিশ্বের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে এবং অপরের দয়ার ভিখারী হ'য়ে আমেরিকা ও ইসরাঈলে কোন রকমে টিকে আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী খৃষ্টানরা অহংকারে বুঁদ হ'য়ে আসন্ন ধ্বংসের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

আধুনিককালের খৃষ্টানরা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্তঃ ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্ট। এরা সবাই যীশু খৃষ্টের অনুসারী হওয়ার দাবীদার। খ্রীষ্টান ধর্ম কোন বিশ্বধর্ম ছিল না। কেননা শেষনবী ব্যতীত সকল নবীই ছিলেন গোত্রীয় নবী'।[২১] ঈসা (আঃ) কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের আত্মশুদ্ধি ও পাপমুক্তির জন্য দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। এই ধর্মের কোন রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক রূপ ছিলনা। ৩০৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনষ্টান্টাইন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নিকিয়া' (Nicaea) অধিবেশনে রোমানদের মূর্তিপূজা ত্রিত্ববাদের আকারে এ ধর্মে ঢুকে পড়ে ও ত্রিত্ববাদের বুনিয়াদ স্বীকৃত হয়। ৫২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোটা ইউরোপ এই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। যদিও বহু খ্রীষ্টান এতে বিশ্বাসী নয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যের অরচেষ্টার হলিক্রস কলেজের ধর্ম বিষয়ক বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ জন, এল, ইসপোসিটো বলেন, ...একমাত্র কুরআনই আসমানী কেতাব সমূহের মধ্যে অবিকৃত রয়েছে। ...বহু খ্রীষ্টানই আল্লাহ্র ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে না'।[২২] সম্রাট কনষ্টান্টাইনের আমলেই ইউরোপকে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ করা হয়। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল বা আজকের ইস্তাম্বুল। এ অঞ্চলের ধর্মীয় প্রধানকে বলা হয়, 'পেত্রিয়ার্ক'। ইউরোপের বলকান রাজ্যগুলি, গ্রীস, মধ্য এশিয়া, মিসর ও আবিসিনিয়া হয় পশ্চিমাঞ্চল। যার রাজধানী হয় রোম এবং ধর্মীয় প্রধানকে বলা হয় 'পোপ'। শুরু হয় দু'অংশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিবাদ। চলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শত শত বছর ধরে। বর্তমানে বিশ্ব ক্যাথলিকদের প্রধান গুরু হলেন 'পোপ'। ভ্যাটিকান সিটি বা রোম হ'ল এর প্রধান কেন্দ্র। পোপের কর্তৃত্ব ও মতবাদ অস্বীকার করেন পেত্রিয়ার্ক। তাই পোপ-পেত্রিয়ার্ক দ্বন্দ্ব খৃষ্টধর্মের আদিকাল থেকেই চলে আসছে।

১২৫৪ খৃষ্টাব্দে পেত্রিয়ার্ক মিখাইল কারোনারিউস-এর আমলে জন্ম নেয় গ্রীক 'অর্থোডক্স চার্চ'। যার প্রধান কেন্দ্র হয় কনস্টান্টিনোপল। সংস্কারক মার্টিন লুথার প্রথমে ছিলেন ক্যাথলিক ও স্বধর্মে সুপণ্ডিত। পরে রোমান চার্চ ও পোপ-পাদ্রীদের অপকর্ম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি যখন সংগ্রাম শুরু করেন, তখন পোপ জার্মান সম্রাটের সাহায্যে তার নাগরিকত্ব হরণের ব্যবস্থা করেন। লুথারের অনুসারীরা এই আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তীব্র প্রতিবাদ (Protest) জানায়। ফলে ১৫২৯ সালে জন্ম হয় 'প্রটেষ্ট্যান্ট' সম্প্রদায়ের। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ও চতুর্থ এডওয়ার্ডের এই ধর্মমত গ্রহণ করায় প্রটেষ্ট্যান্ট মতবাদ ক্যাথলিক মতবাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে খৃষ্টানরা আরো বহু দলে বিভক্ত হয়। তাদের এক দল অন্য দলকে যথার্থ খৃষ্টান বলে বিশ্বাস করে না। ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসীর জন্য অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্টদের সাথে বিয়ে-শাদী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু মজার কথা হ'ল এই যে, দুনিয়ার সব জায়গায় অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে মুসলমানদের মুকাবিলায় এরা পরস্পরের সহযোগী।

উপমহাদেশে আগমনঃ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর সেখানে সৃষ্টি হয় বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল। পর্তুগালের খৃষ্টান মিশনারীরাই প্রথম পর্তুগীজ বণিকের বেশে এদেশে আসে এবং ১৫১৭ সালে মোগল সম্রাটের কাছ থেকে চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ সালে ভাগীরথীর তীরে হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি পায় এবং এটিই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ঢাকার অদূরে কালীগঞ্জে প্রথম গীর্জা নির্মাণ করে ও ঢাকায় খৃষ্টের বাণী প্রচার শুরু করে। পরে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। এভাবে তাদের বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার সমান ভাবে চলতে থাকে। এরা ছিল 'ক্যাথলিক'। ১৬৭৭ সালে তারা ঢাকার ফার্মগেটের নিকটে 'চার্চ অব হোলি রোজারিও' প্রতিষ্ঠা করে। তেজগাঁর এই চার্চই বাংলাদেশের প্রাচীনতম চার্চ।

পরে বণিকের বেশে আসে ইংরেজ খৃষ্টানরা। এরা বাংলার নবাবের কাছ থেকে এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি পায় ১৬৫০ সালে। প্রথমে কুঠি নির্মাণ করে হুগলীতে। পরে ১৬৯৬ সালে কলিকাতায় দুর্গ গড়ে তোলে ও ইংল্যাণ্ডের রাজার নামে নাম রাখে 'ফোর্ট উইলিয়াম'। ফলে শত বর্ষ পরে এদেরই ষড়যন্ত্রে ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। ইংরেজরা রাতারাতি হয়ে বসে বাংলাদেশের মালিক-মুখতার। পরবর্তীতে দখল করে গোটা উপমহাদেশ। ১৯৪৭ সালের মধ্য আগষ্টে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এদেশে খৃষ্টান ইংরেজদের ১৯০ বছরের শাসনের যবনিকাপাত ঘটে।

---

২০. শহরস্তানী, আল-মিলাল ১/২০৯-১৪।
২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৭-৪৮; 'শেষনবীর মর্যাদা' অধ্যায়।
২২. সাইফুল্লাহ, প্রচলিত খৃষ্টবাদের স্বরূপ পৃঃ ৯।

খৃষ্টানী তৎপরতাঃ

এ দেশে ইংরেজ আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টানী তৎপরতা সর্বাধিক জোরেসোরে চলে। তবুও ১৮৮১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, গোটা ভারতবর্ষে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাযার। এর মধ্যে কোন মুসলমানের খৃষ্টান হওয়ার রেকর্ড নেই। বরং এদের অধিকাংশ ছিল নিম্ন বর্ণের অস্পৃশ্য হিন্দু। ১৯৪১ সালে গোটা অবিভক্ত বাংলায় মোট দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল ১,১১,৪২৬ জন। দেশ বিভাগকালে পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের ভাগে এসেছে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ হাযারেরও কম। অথচ তখন সমস্ত উপমহাদেশে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা , অভাব ও দারিদ্র্য ছিল চরমে। তারা ছিল অশিক্ষিত, শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত। তবুও দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের লোভে তারা বিভ্রান্ত হয়নি। ইসলাম খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কল্পনাও করেনি। বরং বলা চলে যে, দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনামলে কোন মুসলমানের খৃষ্টান হওয়াটা ছিল দুর্ঘটনার মত। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্বাধীন মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অলস মস্তিষ্ক দুনিয়াদার শাসকদের কারণে খৃষ্টান জনসংখ্যার হার হু হু করে বেড়ে যায়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ৪০টি সংস্থা কর্মতৎপর ছিল। পাকিস্তান সরকার বাধা না দিয়ে বরং তাদেরকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দান করে। ফলে ১৯৪১ সালে যেখানে বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ১৫ বা ২০ হাযার। সেখানে ১৯৬১ সালে হয় ৮০,০০০ এবং ১৯৭০ সালে হয় ১,২০,০০০। অপরদিকে ১৯৪১ সালে প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০; যা ১৯৭১ সালে হয় ৮০,০০০। অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রাক্কালে এদেশে মোট খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ২ লাখের মত।[২৩]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাহায্যের নামে পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশে আসতে থাকে খৃষ্টান মিশনারী ও সাহায্য সংস্থাগুলো। তারা ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র। ফলে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাত্র ১০ বছর পরে ১৯৮২ সালে খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৯০,০০০। এই সময় দেশের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৯০%। অথচ খৃষ্টান বৃদ্ধির হার ছিল ৩.২৫%।

'বাংলাদেশে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশী। তারপরেই প্রটেষ্ট্যান্টদের সংখ্যা। ক্যাথলিকরা দুনিয়ার সর্বত্র পোপের একক নেতৃত্বের অধীন। তাই তারা ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত। তাদের মিশনারী তৎপরতা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। সেকারণ সর্বত্র তাদের সংখ্যা অধিক। পক্ষান্তরে এর অভাবে প্রটেষ্ট্যান্টদের তৎপরতা কম কার্যকর। তাই তাদের সংখ্যাও কম'।[২৪]

২৩. রূহুল আমীন, বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা পৃঃ ২২।
২৪. ঐ পৃঃ ২৯।

তৎপরতার ধরণঃ

এদেশে খৃষ্টানদের যাবতীয় তৎপরতা প্রধানতঃ দু'ধরনেরঃ ১- চার্চ সংস্থা ২-স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। 'চার্চ সংস্থা'গুলো নিজস্ব মিশনারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্কুল-কলেজ, প্রচারক দল, পুস্তক ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সরাসরি ধর্ম প্রচার করে থাকে। এসব বহুমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমে তারা ধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষকে চাকুরী দেয়া, অর্থ দেয়, সমর্থক বানায় ও ভক্তকুলের সৃষ্টি করে। পরে লোকেরা আপনা-আপনি খৃষ্ট ধর্মের ফাঁদে পা দেয়। পক্ষান্তরে 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা'গুলি বাহ্যতঃ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার ভাব দেখায়। প্রকাশ্যে এরা মানবদরদী সেজে জনসেবা করে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থাকে সেবার মাধ্যমে 'চার্চ সংস্থা'গুলোর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এরা 'চার্চ সংস্থা'গুলোর সহায়ক শক্তি হিসাবে ছদ্মবেশী মিশনারী।

বর্তমানে দেশী-বিদেশী মিলিয়ে ১৭০০০ এনজিও এদেশে কর্মরত। যার অধিকাংশ আমেরিকা, বৃটেন, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি খৃষ্টান রাষ্ট্র ও সেসব দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও চার্চ সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত। বাংলাদেশে 'এডাব' হ'ল এইসব খৃষ্টান সংস্থাগুলির সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় সংস্থা। সবার মূল লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য সামনে রেখে ভিন্ন ভিন্ন মত ধর্মমত পোষণকারী এতগুলো সংস্থার ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সেই লক্ষ্যটা কি? সচেতন মহলের অবশ্যই ভাববার অবকাশ রয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। তা হ'লঃ খৃষ্টান পাদ্রীদের মূল প্রচারণা হ'ল পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ তাদের কথিত ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করা। অথচ সবাই জানেন যে, পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত জীবনে তাদের এই কথিত ধর্ম মতের কোন আবেদন নেই। গীর্জাগুলো সেখানে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ধর্মের কোন কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করে না। এমনকি এদেশে কর্মরত মিশনারী সংস্থাগুলোর অনেক বিদেশী খৃষ্টান কর্মকর্তা ব্যক্তিজীবনে তাদের ধর্মকে স্বীকারও করেন না, মানেনও না। তাহ'লে এদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য তাদের কোটি কোটি ডলার ব্যয়ের পিছনে কারণ কি? এটা কি স্রেফ মানব দরদ? তাই যদি হবে, তাহ'লে খোদ আমেরিকাতেই বর্তমানে ১৩% লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। তাদেরকে তারা কেন সাহায্য করছে না। কেন মার্কিন সরকার সেদেশের কৃষকদের অধিক গম উৎপাদনে বাধা দিচ্ছে? আসলে ধর্মপ্রচারের মুখোশে তারা চায় এদেশে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করতে। বাংলাদেশকে পুনরায় তাদের করতলগত করতে।

বাংলাদেশে কর্মরত ব্র্যাক, কারিতাস, কেয়ার, আশা, প্রশিকা,হীড, এম, সি, সি, অক্সফাম, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রভৃতি

প্রায় দু'শতাধিক খৃষ্টান ও মিশনারী সংস্থার মাধ্যমে গত ১৯৮১ সালের মধ্যেই প্রায় ৫ লাখ লোক খৃষ্টান হয়ে গেছে। লক্ষ্য তাদের ৫০ লাখ। তারপর তাদেরকে দেশের এক স্থানে জড়ো করে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে সরকারের উপরে চাপ দিয়ে। তারপরে সেটা হবে আরেক লেবানন কিংবা ইসরাঈল। মুসলিম স্পেনের করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। এর প্রারম্ভিক আলামত ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেখা গিয়েছে।

এরা এখন এদেশের রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। এদেরকে বহিষ্কার করার কিংবা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন দেশপ্রেমিক শক্তিশালী সরকার এযাবত বাংলাদেশে আসেনি। মোগল আমলে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট আকবরন এবং বাংলার নবাব খৃষ্টানদেরকে এ দেশে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে যে ভুল করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তাদের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আজকের সরকারগুলি যদি তা থেকে শিক্ষা না নেয়, তাহ'লে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বর্তমান বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়ে লেবানন ও পূর্ব-তিমূরের মত পরাশ্রিত আধা-খৃষ্টান বা পূর্ণ খৃষ্টান রাজ্যে পরিণত হবে।

অতএব এই সংকটময় মুহূর্তে এদেশের আলেম, খত্বীব, ইমাম, বক্তা, লেখক, শিক্ষক, ছাত্র, সংগঠক, রাজনীতিক, সমাজনেতা সবাইকে সচেতন হ'তে হবে। ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সেখানে সবরকম মিশনারী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মিসর, তুরস্ক ও সুদানের মত দেশ এ ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা নিয়েছে। তাহ'লে আমাদের বাধা কোথায়? লেবাননের অর্ধেক লোককে খৃষ্টান করে তাকে আধা-খৃষ্টান রাষ্ট্র বানিয়ে এবং অতি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূর প্রদেশকে আগে খৃষ্টান করে নিয়ে পরে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকা সহ খৃষ্টান রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও কি আমাদের চোখ খুলবে না?

আজকের আমেরিকা-বৃটেন ও ন্যাটো জোটভুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক খৃষ্টান রাষ্ট্র সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। ইসরাঈলকে তারা বানিয়ে রেখেছে বারুদের গোলা হিসাবে। সুযোগ মত তাকে মধ্যপ্রাচ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং পরিশেষে মক্কা-মদীনা দখল করবে। যেখান থেকে একদিন তারা সমূলে উচ্ছেদ হয়েছিল রাসূল (ছাঃ) -এর হুকুমে। যদিও সে আশা তাদের কখনোই পূরণ হবেনা। তবুও উক্ত লক্ষ্য হাছিলের জন্য তারা বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের উপরে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে যুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তীনী মুসলমানেরা তাদের সরাসরি যুলমের শিকার হচ্ছে।

উপসংহারে তাই বলব, আমাদেরকে যেকোন মূল্যে কুরআনী শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে হবে এবং সে হেদায়াত অনুযায়ী আমাদের জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে অবশ্যই কুরআনী নির্দেশের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।

বিসমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান আলোচনার অডিও ক্যাসেট বের হয়েছে।

আপনার কপি আজই সংগ্রহ করুন!

তিলাওয়াত ও আলোচনায়ঃ হুসাইন বিন সোহরাব

(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সঊদী আরব)

তিলাওয়াত সিরিজঃ

১। তিলাওয়াত সিরিজ ----------১
সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাক্বারা
২। তিলাওয়াত সিরিজ ----------২
সূরা ইয়াসীন, সূরা আর-রাহমান ও ২৯ পারা
৩। তিলাওয়াত সিরিজ ----------৩
৩০ পারা (আম্মা পারা) ও সূরা ইয়াসীন

আলোচনা সিরিজঃ

১। আঊযুবিল্লাহ্‌র গুরুত্ব ও তাৎপর্য----------১
২। বিসমিল্লাহ'র ফাযীলাত ও গুরুত্ব----------২
৩। সূরা আল-ফাতিহার ফাযীলাত ও গুরুত্ব----------৩
৪। জামা'আতে নামাযের গুরুত্ব----------৪
৫। জুম'আর দিনের করণীয় ও বর্জনীয়----------৫
৬। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীল-াত----------৬
৭। কবরের শাস্তি যেভাবে হবে ----------৭
৮। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি----------৮
৯। ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ) -কে যেভাবে কুরবানী করলেন----------৯
১০। ভিক্ষুক ও ভিক্ষা----------১০

বিসমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহ করুন!! সংগ্রহ করুন!!!

(সহীহ হাদীসের আলোকে তাফসীর)

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব কর্তৃক প্রণীত "তাফসীর আল-মাদানী" এখন পাওয়া যাচ্ছে। আপনি বিশেষ কমিশনে তাফসীর সেটটি সংগ্রহ করুন!

প্রাপ্তিস্থানঃ

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১)
৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা
ফোনঃ ৭১১৪২৩৮, ৯৫৬৩১৫৫

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২)
২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
কাঁটাবন মসজিদের পশ্চিমে

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (৩)
৪৫, বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
২য় তলা ২০৭ বাংলা বাজার, ঢাকা
ফোনঃ ৭১২১৮৯৩

জিনের নামে বিপথগামী ইনসান

-এমদাদুল হক*

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানুষ ও জিন জাতি সম্বন্ধে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এই আয়াতগুলির মধ্যে আদম তথা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' *(ত্বীন ৪)*। তাই ইনসান বা মানুষ আশরাফুল মাখলূক্বাত তথা সমগ্র সৃষ্টির সেরা। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে এই মানবকে 'খলীফাহ' বা প্রতিনিধি উপাধি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে গিয়ে তিনি আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত বা অন্য কোন জীবের প্রতি নাযিল না করে মানুষের প্রতিই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। আর একমাত্র মানবজাতিই পারে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। কেননা আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পর তার মধ্যে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাকুলকে আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

'সবার উপরে মানব সত্য তাহার উপরে নাই' এ কথা সর্বজনবিদিত থাকলেও এই মানুষই স্বীয় কৃতকর্মের দরুন সৃষ্টির সবচাইতে নিম্নস্তরের জীবের ন্যায় হয়ে যায় একথাও আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'অবশেষে তারই কৃতকর্মের দরুন নিম্নতর স্তরে নামিয়ে দেই' *(ত্বীন ৫)*। শুধু মানুষ নয় জিন জাতির উদ্দেশ্যেও এ সকল বাণী ঘোষিত হয়েছে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সৃষ্টির আদিতে আল্লাহ তা'আলা বারবার ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষ ও জিনকে আমি এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(জারিয়াত ৫৬)*। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। জিন ও ইনসানের তৈরি কাঠামোও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি মানুষকে পচা কাদার তৈরি শুকনা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং তার পূর্বে জ্বলন্ত আগুনের বাতাস দিয়ে জিনকে সৃষ্টি করেছি' *(হিজর ২৬-২৭)*। এ আয়াতে আল্লাহপাক জিন ও মানুষ সৃষ্টির উপাদান বর্ণনার পাশাপাশি আর একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা হ'ল মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যারা জ্বলন্ত আগুনের বাতাস দ্বারা সৃষ্ট। এরপর আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে আদম বা মানব সৃষ্টি করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ফেরেশতা ও জিন জাতির উর্ধ্বে মানবের স্থান দিয়েছেন। অতঃপর তিনি ফেরেশতাদেরকে আদম (আঃ)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু' *(কাহ্ফ ৫০)*।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানবকে সিজদা না করার অপরাধে আযাযীলকে ইবলীস শয়তান করেছেন। আর সেই ইবলীস জিনের বংশ হওয়ার কারণে মাটির তৈরি আদমকে সিজদা করেনি। এখানে বিষয়টি এরূপ যে, আগুনের তৈরি আযাযীল আদমকে সিজদা না করে হয়েছে অবাধ্য ইবলীস। জিন হ'ল আগুনের তৈরি আর আদম হ'ল কাদামাটির তৈরি। তাইতো ইবলীসের যুক্তি ছিল, মাটির তৈরি আদমকে সে সিজদা করবে না। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- 'ইবলীস বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে (আদম) সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা' *(ছোয়াদ ৭৬)*। অতএব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আগুনের তৈরি জিন মাটির তৈরি আদম হ'তে কত নিকৃষ্ট ও নীচু। সরাসরি আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন আর সে সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করল!

অথচ বর্তমানে তথাকথিত সেই জিনের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে এক শ্রেণীর বিপথগামী ইনসান। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর আলেমও ইসলামী লেবাস পরিহিত অবস্থায় ঐ সমস্ত জিন সেবকের ভাওতাবাজীর কাছে কিছু পাওয়ার আশায় ধরনা দিয়ে থাকে। হায়রে মুসলমান! সুন্নাতী লেবাস পরিধান করে ঘুরে বেড়ায় জিন সেবকের শিরকী পাপের ছায়াতলে।

জিন-এর দাসত্ব করতে আর তার নাম ভাঙ্গিয়ে বিভিন্নভাবে ফায়দা লুটতে ঐ সমস্ত জিনবাবার দলেরা ব্যস্ত। তারা সর্ববিষয়ে গায়েব জান্তা বলে নিজেদেরকে সমাজে পরিচিত করে থাকে। কেননা তাদের দাবী তারা জিনের সাথে ওঠা-বসা করে। তাদের সাথে বহু পুরাতন জিন আছে। ইসলাম বহির্ভূত এমন মনগড়া মতবাদ দিয়ে জিনের নামে যারা এমনটি করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সাথে শিরকের কাজে ব্যস্ত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে যে কথা উচ্চারিত হয়নি, তারা তার চাইতেও বেশী কিছু বলে থাকে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সর্ববিষয়ে গায়েবজান্তা না মেনে, তারা নিজেদেরকে জিনের সেবক হিসাবে গায়েবের খবর ও মানুষের অন্তর্যামী বলে দাবী করে থাকে। আর তাদের অনুসরণ করে, কুরআন-হাদীছ ও ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ কিছু মূর্খের দল। আল্লাহ্র নিকট হ'তে কিছু না চেয়ে তারা ঐ সমস্ত ভণ্ডদের কাছে অদৃশ্যের কিছু জানার ও কিছু পাবার আশায় ভিড় জমায়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে, অথচ জিনরা অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তবে যারা আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দা তারা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমরা এবং

* গ্রামঃ ডাঁশমারী, বিনোদপুর, মতিহার, রাজশাহী।

তোমরা যাকে পূজা করছ, তাদের কাওকেও আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। কেবলমাত্র তারা ব্যতীত যারা নিজেরাই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' (ছাফফাত ১৫৮-১৬৩)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টতঃ ঐ সমস্ত ভণ্ড ও তাদের অনুসারীদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা জিনকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে এবং আল্লাহ ও জিনের মধ্যে একটা বংশগত সম্পর্ক দেখানোর অপচেষ্টা করে। কিন্তু তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা জিনদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরও বিচার হবে। আর আগুনের তৈরি এই জিন সৃষ্টির আদিতেই তো অহংকারবশে আদম তথা মানবকে সিজদা করেনি। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, জিন কখনো আদমের কোন উপকারে আসবে না; বরং ক্ষতিতে আসবে। আর এটাই স্বাভাবিক। যারা নিজেরা নিজ খাহেশে আগুনের তৈরি জিনের সাহায্য চাইবে এবং জিনবাবার পূজা করবে, তারাই আগুনে প্রবেশ করবে। জিনবাবা ছেলে দিবে, টাকা দিবে, ধন-সম্পদ ও অসুখ ভাল করবে, চোখের পলকে মক্কা যাবে, গায়েব বলবে ইত্যাদি শিরকে বিশ্বাসী পাপীর দল নিজেরাই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে চায়।

যারা নিজেরা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে চায়, সর্ববিষয়ে বাবাদের আশ্রয় নিতে চায় এবং জিন ও তার ভণ্ড সেবককে গায়েবজান্তা মনে করে, তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হ'তে রাসূলগণ আসেননি, যাঁরা তোমাদের নিকটে আমার আয়াতগুলি বর্ণনা করতেন আর তোমাদেরকে সতর্ক করতেন এই দিনের (ক্বিয়ামত) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে? তারা বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছে এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফের ছিল' *(আন'আম ১৩০)*।

মহান আল্লাহ জিন ও মানব সম্প্রদায়কে সর্তক করার সাথে সাথে সেদিনের কথা উল্লেখ করেছেন, যেদিন সকলকে একত্রিত করা হবে ও হিসাব নেওয়া হবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-

'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব' *(আর-রহমান ৩১)*। আল্লাহপাকের ঘোষিত এই হিসাবের দিনে ঐ সমস্ত অবাধ্য, সীমালংঘনকারী ও শিরকে নিমজ্জিত মানুষ ও জিন নিজেরাই নিজেদেরকে কাফের সাব্যস্ত করবে। কারণ ঐ জিনে বিশ্বাসী মানুষগণ শিরকের পাপে নিমজ্জিত। তারা তথাকথিত জিনের দায় দিয়ে জিনবাবা হয়ে সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান সেজে, আমি অমুক জিন, আমি তমুক জিন বলে ঘোষণা দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- 'যেদিন তিনি সকলকে একত্রিত করে বলবেন, হে জিন জাতি! নিশ্চয়ই তোমরা বহু মানুষকে অনুগত করেছিলে। তখন তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আল্লাহ! আমরা একে অন্যের দ্বারা লাভবান হয়েছি। আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের বাসস্থান জাহান্নাম, উহাতে চিরদিন থাকবে। অবশ্য যদি আল্লাহ অন্যরূপ ইচ্ছা না করেন' *(আন'আম ১২৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, জিন ও তার অনুসারী মানুষ উভয়ের বিচার করা হবে এবং তাদের স্বীকারোক্তি পূর্বক তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা জিনদের মুখে উচ্চারিত বাণী তুলে ধরেছেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, জিন বা জিনের ভণ্ড সেবক বিন্দুমাত্রও গায়েব জানেনা বা অজানা খবর বলতে পারে না। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

'(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন! আমার প্রতি 'অহি' করা হয়েছে যে, একদল জিন কুরআন শুনেছিল, পরে তারা বলল যে, নিশ্চয়ই বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সৎ পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরাও তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর আমরা আল্লাহ্র সাথে কখনো কাউকেও শরীক করব না' *(জিন ১-২)*। 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জিনদের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত' (জিন ৬)।

উল্লেখিত আয়াতে জিন ও তাদের অনুসারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর একই সূরার অন্য আয়াতে জিনদের উক্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

'আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ' (জিন ৮)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জিনজাতি কোন গায়েবের খবর জানে না বা তাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়।

এতদ্ব্যতীত সূরা জিনের ৯, ১০ ও ১২ নং আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জিন জাতি কোন গায়েব জানে না এবং মানুষের কোন মঙ্গল অথবা অমঙ্গল করে আল্লাহ্র নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে পারে না। যেমন- এরশাদ হচ্ছে, 'আমরা তো পূর্বে চুপি চুপি আসমানী খবর শুনবার জন্য বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসে থাকতাম। কিন্তু যে কেহ এখন শুনতে চেষ্টা করবে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখতে পাবে। আমরা জানিনা পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভিষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন' *(জিন ৯-১০)*। 'আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে অপারগ করতে পারব না' *(জিন ১২)*।

অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, জিনরা কুরআন শুনেছিল এবং তাকে সুপথ নির্দেশক মেনে নিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছিল। আর তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল।

অথচ হাল যামানায় তথাকথিত জিনের সেবকরা আল্লাহ্র ক্ষমতা দাবী করছে। এ কথা শুধু এখন নয়; বরং পূর্বের জাতি-গোত্রের মধ্যেও এমন আল্লাহদ্রোহী ভণ্ড ছিল। যে যুগে কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ ছিল, যারা জিনের ভণ্ড সেবকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল এবং ঐ সমস্ত ভণ্ডের দাসত্ব স্বীকার করেছিল। বর্তমানেও ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী বিপথগামী ভণ্ড সেবকের কথা বিশ্বাস করে অজ্ঞ মানুষেরা ভুয়া সেবকের অহংকার বৃদ্ধি করছে এবং ফায়দা হাছিল করতে সহায়তা করছে। মানুষের মৃত্যুর তারিখ ঘোষণা করার মত দুঃসাহসিক স্পর্ধাও তারা করে থাকে। কিন্তু পরক্ষণে ঐ সব ভণ্ডের কথা মিথ্যায় পর্যবসিত হ'লেও কিছু অজ্ঞ বিপথগামী লোভী মানুষ তাদের গায়েবী কথায় বিশ্বাস করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-এর উপর সূরা জিন নাযিল করে তাকে জিনের গায়েব নাজানার কথা এবং সর্ববিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই যে গায়েব জানেন, সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। উক্ত সূরার ৮ নং আয়াতে জিনেরাই গায়েব না জানার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর ১০ নং আয়াতে জিনরা আরও স্পষ্টভাবে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। তারা দুনিয়ার মানুষের মঙ্গল অমঙ্গলের খবর রাখতে পারে না। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, গায়েবের খবর, দুনিয়ার মানুষের ভালো-মন্দের, বিপদ-আপদের কোন খোঁজ-খবর জিন বা জিন নামের কোন ভণ্ড সেবক দিতে পারে না। তাই মানুষ কখনো জিনের দাস হ'তে পারে না। একথা কুরআনেরই ঘোষণা।

অথচ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন মজীদে জিনরা গায়েব জানেনা মর্মে বহু আয়াত থাকলেও এবং নবী-রাসূলগণের জীবনী থেকে একথা প্রমাণিত হ'লেও বর্তমান সময়ে কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ আল্লাহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিন ও জিন নামের ভণ্ডের উপর নির্ভর করছে। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদের ইবাদত করত? ফেরেশতারা বলবে, সব মহিমা আপনার। আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং এরা তো জিনদের পূজা করত। এরা অধিকাংশই তাদের প্রতি (জিনদের) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল' *(সাবা ৪০-৪১)*।

অতএব সেদিন ঐ জিন ও তার বিশ্বাসী বিপথগামী সমর্থক কেউ কারু উপকারে আসবে না। ফেরেশতাদের সাক্ষাতে এই বিপথগামী জিন ও মানবগণ দোষী সাব্যস্ত হবে। অথচ তারা বুঝতে চায় না যে, জিন বা শয়তান কেউই আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত নির্ধারিত সীমারেখার বাইরে কিছুই করতে ও বলতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

'এরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তান রূপী মানুষ ও জিনকে শত্রু করেছি। তাদের কেউ কেউ প্রতারিত করার জন্য কারো কারো অন্তরে লোভ-লালসার কথা নিক্ষেপ করে' *(আন'আম ১১২)*।

বর্তমানেও অনুরূপ জিনরূপী ভণ্ডরা সহজ-সরল মানুষকে সর্বজান্তার প্রলোভন দেখিয়ে জিনের নামে ফায়দা হাছিল করছে। যা প্রত্যেক নবীর আমলে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা বুঝতে চায় না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনতে চায় না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধম। তারাই গাফেল থাকে' *(আ'রাফ ১৭৯)*।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনা সকলেরই জানার কথা। যাতে একেবারে স্পষ্ট যে, জিনরা গায়েব জানে না। সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র একজন পয়গম্বর ছিলেন। দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে তার অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বাতাসও তাঁর অধীনস্ত ছিল। সেই সোলায়মান (আঃ)-এর জীবদ্দশা থেকেও জিনের অনেক ঘটনা আমরা জানতে পারি। আল-কুরআনে যার স্পষ্ট বর্ণনা আছে। জিন ও মানুষকে একত্রিত করে আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাস তৈরির সময় হযরত সোলায়মান (আঃ) মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় লাঠিতে ভর করে তিনি ঠিক যিন্দা সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের কাজ যথারীতি চলতে থাকে। সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষ ও জিন কেউ বুঝতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, 'অতঃপর যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। পোকাতে সোলায়মানের লাঠি খেয়ে ফেলেছিল। যখন (তিনি) মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ১৪)*।

উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা যদি গায়েব জানত, তাহ'লে তারা সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকার কথা জানতে পারত এবং কষ্টসাধ্য কাজ না করে চলে যেত।

উপসংহারে বলা যায় যে, গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ। জিন নামীয় ভণ্ডরা যতই গায়েবজান্তা বলে নিজেদেরকে দাবী করুক না কেন সবই তাদের ফায়দা লুটার মহড়া মাত্র। এই প্রলোভনে তারা আমাদের দেশের সরলমনা মা-বোনদের বিভ্রান্তিতে ফেলছে। তাদের কাছে গেলে জিন দেখা যায় না। দেখা যায় তাদের ভণ্ডামীর অভিনব কৌশল।

অতএব আসুন! এ সমস্ত বিপথগামী পীর-ফকীর ও জিন নামীয় ভণ্ডদের থেকে সীমাহীন দূরে অবস্থান করতঃ শিরক ও বিদ'আত সম্পন্ন আক্বীদা পরিহার করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!!

টুইন টাওয়ার ট্রাজেডি

-আত-তাহরীক ডেস্ক

গত ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত বিশাল অভ্রভেদী যুগল টাওয়ার (Twin Tower) এবং রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর 'পেন্টাগন ভবন' বিমান ক্রাশের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। প্রথম বিমানটি স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে এবং দ্বিতীয় বিমানটি ৯টা ৫ মিনিটে ১১০ তলা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে'র (WTC) সুউচ্চ ভবন দু'টির উপরের তলাগুলিতে আঘাত হানে। তৃতীয় বিমানটি ৯টা ৪০ মিনিটে পেন্টাগনে আঘাত হানে এবং চতুর্থ বিমানটি ১০টা ১০ মিনিটে পেনসিলভেনিয়ায় বিধ্বস্ত হয়। বিমান দু'টি নীচু দিয়ে উড়ে এসে সামান্য কৌনিকভাবে ভবনটিতে আঘাত হানার ফলে ভবনে বিরাট ছিদ্র হয়ে যায়। ট্রেড সেন্টারের উপরের তলাগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিবিসি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে জানায়, একটি টাওয়ারে প্রথম ধাক্কার পর আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটে। মনে হয় যেন দ্বিতীয় টাওয়ারে অপর একটি বিমান আঘাত হেনেছে এবং সেখানেও আগুন ধরে যায়। ভবনের ধূলোবালি ও ছাইয়ে ছেয়ে যায় ম্যানহাটনের অধিকাংশ এলাকা। সেই সাথে আকাশের গা থেকে হারিয়ে যায় সেই চিরচেনা সুউচ্চ টুইন টাওয়ারের ছবি।

অবিশ্বাস্য এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রুটের ৪টি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করা হয়। প্রথম বিমান দু'টি বোস্টন, তৃতীয়টি ওয়াশিংটন এবং চতুর্থটি নিউইয়র্ক থেকে ছিনতাই করা হয়। মোট ১৯ জন ছিনতাইকারী বিমান ৪টি ছিনতাই করে। প্রথমে আধ ঘন্টার কম সময়ের ব্যবধানে দু'টি বিমান নিউইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু ভবন 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে' আঘাত করে এবং ভবন দু'টি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। তৃতীয় বিমানটি ওয়াশিংটনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর পেন্টাগনের প্রধান ভবনে গিয়ে পড়লে ভবনটির একাংশ ধ্বসে যায় এবং আগুন ধরে যায়। চতুর্থ বিমানটি পেনসিলভেনিয়ার একটি বিমান বন্দরের কাছে বিধ্বস্ত হয়। জানা যায়, এ বিমানটির লক্ষ্য ছিল হোয়াইট হাউস ধ্বংস করা।

বিশেষজ্ঞরা জানান, হাইজ্যাকারদের বিমানের ছড়িয়ে পড়া জ্বালানিতে আগুন লেগে 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে'র স্টিল কাঠামো গলে ভবনের টাওয়ার দু'টি বিধ্বস্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, জেট ফুয়েলের প্রচণ্ড তাপে টাওয়ারের স্টিল গলে গিয়ে উপরের অংশ যখন ভেঙ্গে পড়ে, তার চাপে গোটা ভবনটিই বিধ্বস্ত হয়। ভবনের দু'টি টাওয়ার একটি আরেকটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে আতংকের দৃশ্যটির জন্ম দেয়।

ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন, আগুন থেকে দেড় হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়, যা ভবনের স্টিল কাঠামোকে রাবারের মত নরম করে দেয়। তাদের মতে এই পতন ঠেকানোর উপায় ছিল না। কারণ সাধারণ আগুন পানিতে নেভে কিন্তু জেট ফুয়েলের আগুন নেভাতে বিশেষ ধরনের গ্যাস ব্যবহার করতে হয়।

ভবন দু'টিতে সাধারণতঃ ৫০ হাযার লোক কাজ করলেও ঘটনার সময় অন্ততঃ ২৫ হাযার লোক ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাযার মৃত্যুবরণ করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ছিনতাই কারীগণ সহ ৪টি বিমানের ২ শ' ৭০ জন যাত্রী মারা গেছে।

মার্কিন প্রতিক্রিয়াঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এই হামলার সময় ফ্লোরিডায় ছিলেন। খবরে প্রকাশ, বোমা হামলার ভয়ে এই সময় তাঁকে ৪০ হাযার ফুট নিরাপদ উঁচুতে উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়। অন্য খবরে প্রকাশ, তাঁকে ফ্লোরিডার বিমান বন্দরের এক নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ফেলা হয়। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে হামলার ভয়ে সেখান থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তড়িঘড়ি পালিয়ে যান। পরের দিন ওয়াশিংটনে ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট বুশ এ হামলাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করেন এবং এ হামলার প্রতিশোধ নিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী 'ক্রুসেডে'র ডাক দেন।* সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বে অভিযান চালানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ধর্মযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদের মদদ দাতাদের বিচার করবে। এ হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে ৪০৮-০ ভোটে এবং সিনেটে ১০০-০ ভোটে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। তাছাড়া হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যদানের লক্ষ্যে ২ হাযার কোটি ডলারের বাজেট বরাদ্দের জন্য বুশ কংগ্রেসকে অনুরোধ করলে কংগ্রেস ৪ হাযার কোটি ডলারের বাজেট বরাদ্দ করে। এর অর্ধেক ব্যয় হবে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য এবং বাকী অর্ধেক সন্ত্রাস দমনের জন্য সামরিক খাতে। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রেসিডেন্টকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছে কংগ্রেস।

এদিকে হামলার মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট বুশ কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই সঊদী বংশোদ্ভূত আফগানিস্তানের রাজকীয় মেহমান ওসামা বিন লাদেনকে দোষারোপ করেন এবং পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে আফগানিস্তানে অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের দাবীতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। প্রয়োজনবোধে তারা জীবানু, রাসায়নিক ও পারমানবিক অস্ত্রও ব্যবহার করবেন বলে জানান। বুশ ৫০ হাযার রিজার্ভ সৈন্য তলব করেন। ইতিমধ্যে সাড়ে ৩ শ'রও বেশী জঙ্গী বিমান আফগানিস্তানে আঘাত হানার মত দূরত্বে মোতায়েন করা হয়েছে। পেন্টাগন কর্মকর্তারা জানান, জঙ্গী বিমানের পাশাপাশি পুনঃজ্বালানি ভর্তিকরণ বিমানসহ আরও বহুসংখ্যক বিমান

** 'ক্রুসেড' হ'ল খ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান বিশ্ব প্রায় দু'শ' বছর ধরে এ যুদ্ধ চালিয়েছিল। পোপ দ্বিতীয় আরবান মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১০৯৬ থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল। দু'শ' বছর ধারে চলমান এই ক্রুসেড গুলিকে ঐতিহাসিকগণ প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় ১০৯৬ সাল থেকে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেড। দ্বিতীয় পর্যায়টি ১১৪৪ সাল থেকে ১১৯৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বাদবাকী ক্রুসেডগুলিকে নিয়ে তৃতীয় পর্যায়টির বিস্তৃতিকাল হচ্ছে ১১৯৩ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত। তিন পর্যায়ে বিভক্ত এ ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে খ্রীষ্টানরা বিজয়ী হ'লেও পরবর্তী দু'পর্যায়ে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানরাই বিজয়ী হয়েছিল। এ বিজয়ের নায়ক ছিলেন গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী। 'পবিত্র ভূমি' (জেরুযালেম) উদ্ধারের নামে খ্রীষ্টানরা ক্রুসেড শুরু করলেও তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের ভূমি ও সম্পদ দখল করতঃ ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে দেওয়া। এ দীর্ঘ যুদ্ধ খ্রীষ্টানদের নিকট ছিল ক্রুসেড এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে ছিল তা প্রতিহত করার জিহাদ। -আশকার ইবনে শাইখ, ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪ ইং), পৃঃ৩১-৪৬।*

পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। বি-১, বি-৫২ বিমানের মত ভারী বোমারু বিমান এবং এলিট ট্রুপস পাঠানো হয়েছে সে অঞ্চলের দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের রণসজ্জার মধ্যে রয়েছে ৩টি বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ, টোমা হক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রাবাহী ডেষ্ট্রয়ার ও অগণিত জঙ্গী বিমান। তবে মনে করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র হেলিকপ্টারবাহী স্পেশাল ফোর্স নামিয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালাবে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকেও সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। যাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দ্রুত অস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। আফগানিস্তানের আশেপাশের দেশগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই শক্তির সমাবেশ ঘটাচ্ছে। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত মার্কিন বাহিনীর সাথে যোগ দিতে বৃটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানী, রাশিয়া সহ কয়েকটি মিত্র দেশের সৈন্যবাহিনীও এগিয়ে এসেছে।

আফগানিস্তানের প্রতিক্রিয়াঃ তালিবান সরকারের শীর্ষ নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর আফগানিস্তানে সম্ভাব্য মার্কিন হামলার প্রেক্ষিতে বিশ্ব মুসলিমকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আফগানিস্তান একটি সত্যিকার ইসলামী দেশ। তাই যুক্তরাষ্ট্র নানা ছল-ছুঁতায় ওসামা বিন লাদেনের অজুহাত দিয়ে আফগানিস্তান তথা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। তিনি মার্কিন হামলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আফগানরা সেই জাতির উত্তরসুরি যে জাতি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বিংশ শতাব্দীতে রুশ সাম্রাজ্যবাদের সার্থক মুকাবিলা করে আজো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ একবিংশ শতকের উষালগ্নে আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের শিকার হ'তে চলেছি। আমাদেরকে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, এর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে ৪০ হাযার যুবক আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার জন্য তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৩ লাখ তালেবান যোদ্ধাকে সম্ভাব্য মার্কিন হামলা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তালেবান সেনাপ্রধান মোল্লা আখতার ওসমানী বিবিসিকে বলেন, আফগানিস্তানের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়াঃ এই লোমহর্ষক ঘটনায় আরব দেশগুলিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ইরাক বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে যে মানবতাবিরোধী কাজ করেছে, নিরীহ ও অসহায় মানুষ খুন করেছে, এটা তারই প্রতিফল। জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান হ'লে যুক্তরাষ্ট্রে হয়ত এ ধরনের হামলা হত না।

সঊদী বাদশাহ ফাহদ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে সঊদী আরব তাতে সমর্থন দেবে। ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব আমীরাত ও সঊদী আরব আফগানিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তবে পাকিস্তান আফগানিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে না বলে জানিয়েছে। মিসর এ হামলাকে মধ্যপ্রাচ্যে রক্তপাতের পরিণতি বলে উল্লেখ করেছে।

আফগানিস্তানে হামলার জন্য বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্ক আমেরিকাকে আকাশ, বিমানঘাঁটি ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। তবে পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে এই সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও নিন্দাবাদ অব্যাহত রয়েছে। ভারতেও মুসলিম সম্প্রদায় বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সঊদী আরব সেদেশের একটি সামরিক ঘাঁটিতে অবস্থিত নতুন একটি কম্যাণ্ড কেন্দ্র ব্যবহারের মার্কিন অনুরোধ নাকচ করে দিয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানে সম্ভাব্য মার্কিন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রকে মদদ যোগানোর পুরস্কার হিসাবে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ভারত ও পাকিস্তানের ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর প্রেক্ষিতে মার্কিন কংগ্রেস দেশ দু'টির উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। ইন্দোনেশিয়া মার্কিন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেও সেদেশের সাধারণ মানুষ আমেরিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। মালয়েশিয়া কেবল সন্দেহ বশে কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই আফগানিস্তানে প্রতিশোধমূলক হামলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

অন্যদের প্রতিক্রিয়াঃ এ ঘটনায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেছেন, ঠাণ্ডা মাথায় এবং দৃঢ়ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, এই ভয়ংকর ঘটনায় আমরা সবাই ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। ফ্রান্সও এই ঘটনার নিন্দা করেছে। ন্যাটোর মহাসচিব জর্জ রবার্টসন হামলার ঘটনাকে অবর্ণনীয় বলে অভিহিত করেছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টও অনুরূপ বলেছেন। চীন, জাপান ও কিউবা এই ঘটনার নিন্দা করেছে। তবে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে হুঁশিয়ার করে দেন যে, পৃথিবীর সামনে এখন বিপজ্জনক দিনগুলি এগিয়ে আসছে। তিনি ধৈর্যধারণ করা ও তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য মার্কিন নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান। চীন জাতিসংঘের সমর্থন নিয়ে হামলা করার পরামর্শ দিয়েছে। কানাডা, লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, স্পেন, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, ইসরাঈল প্রভৃতি দেশও এর নিন্দা করেছে।

চাঞ্চল্যকর তথ্যঃ

(১) নিউইয়র্কের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ও 'পেন্টাগনে' আত্মঘাতী বিমান হামলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের 'মানার' টিভি এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা 'আইএনআইএন' এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে ৪ হাযার ইসরাঈলী ইহুদী কর্মরত ছিল। কিন্তু এসব ইসরাঈলী ইহুদীদের একজনও ঘটনার দিন টুইন টাওয়ারে কাজে যোগ দেয়নি। বিমান হামলার ঘটনায় যেসব আহত-নিহতের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে কোন ইহুদীর নাম নেই।

(২) ইসরাঈলী সংবাদপত্র 'ইয়াদিউক আহরানট'-য়ে এই সংক্রান্ত আরো একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রতিবেদক আহরান বার্নি লিখেছেন, টুইন টাওয়ারের ঘটনার সময় নিউইয়র্কে ইষ্টার্ন কোষ্ট জায়োনিষ্টদের এক জমকালো উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের। তিনি অনুষ্ঠানটিতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র

ভিত্তিক ইসরাঈলী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক 'ইসরাঈলী জেনারেল সিকিউরিটিস এপারেটাস' (সাভাক) এরিয়েল শ্যারনকে উক্ত উৎসবে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। ফলে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান।

(৩) ইসরাঈলের আরেকটি পত্রিকা 'হারটেজ'-য়ে বলা হয়েছে, আত্মঘাতী বিমান হামলার ঘটনার ৪ ঘন্টা পর টুইন টাওয়ার সংলগ্ন একটি ভবন থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা 'এফবিআই' ধ্বংসযজ্ঞের ছবি ভিডিও করা অবস্থায় ৫ জন ইসরাঈলী ইহুদীকে গ্রেফতার করে। এ সময় ইহুদীরা ভিডিও করার সাথে সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিল। 'এফবিআই' এসব ইহুদীর কাছ থেকে টুইন টাওয়ারে হামলা ও ধ্বংসের ভিডিও টেপ উদ্ধার করে।

(৪) 'দি বাল্টিমোর সান' (ম্যারিল্যাণ্ড) পত্রিকা এ ঘটনা মার্কিন সামরিক বাহিনীর কারসাজি হ'তে পারে বলে জানায়। যেমনঃ ১৯৬২ সালে মার্কিন সামরিক নেতারা কিউবার কমিউনিষ্ট নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সে দেশে অভিযান চালানোর অজুহাত সৃষ্টির জন্য আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তার দায়ভার কিউবার উপর চাপাবার জন্য একটি গোপন পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিল।

(৫) শিকাগোর মুসলিম নেতৃবৃন্দ জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমেই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইসরাঈলী ইহুদীবাদীদের জন্য গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহুদীবাদীরা এটা জানে যে, আজ হোক কাল হোক মুসলমানরা ইহুদীবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। তখন ইসরাঈলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের অবসান ঘটবে। সেকারণ যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রভাব খর্ব করা ও আমেরিকাকে স্থায়ী বন্ধু হিসাবে পাওয়ার জন্য মুসলমান ও আরবদের ছদ্মবেশে ইসরাঈলীরা আমেরিকার অভ্যন্তরে হামলা চালাতে দৃঢ়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

(৬) সাম্প্রতিক আরো একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য থেকে জানা গেছে যে, হামলাকারী বিমানের চার পাইলটই ছিলেন মার্কিনী। এরা হ'লেনঃ (১) জোর এগোটওস্কি। তার ১১ এস ফ্লাইটের বিমানটি 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে'র প্রথম টাওয়ারে আঘাত হানে। (২) ভিক্টর সারাসিন। তার ৭৫ এস ফ্লাইটের বিমানটি 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে'র দ্বিতীয় টাওয়ারে আঘাত হানে। (৩) চার্লস বার্ণিল গিম। তিনি ছিলেন ৭৭ তম ফ্লাইটের পাইলট। তার বিমান আঘাত হানে পেন্টাগনে। তিনি পেন্টাগনে ইতিপূর্বে কয়েক বছর চাকুরী করেছিলেন। (৪) জেসন ডাহিল। তিনি ছিলেন ৯৩ এস ফ্লাইটের পাইলট। তার বিমানটি বিধ্বস্ত হয় পেনসিলভানিয়ায়।

(৭) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বিবিসি-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব নিয়ায নায়েক বলেন, গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তারা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, মধ্য অক্টোবর নাগাদ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আফগানিস্তান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গ্রুপের বৈঠকে মার্কিন কর্মকর্তারা এ কথা বলেন। বিবিসিকে পররাষ্ট্র সচিব আরো বলেন, ওসামা বিন লাদেনকে দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া না হ'লে ওসামা ও তালেবান নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর উভয়কে হত্যা বা আটক করার জন্য আমেরিকা সামরিক অভিযান চালাবে।

(৮) আত্মঘাতী ১৯ জন হাইজ্যাকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাদেরকে সন্দেহ করে নাম প্রকাশ করেছে। তাদের প্রথম জন জেদ্দায় নিজেকে জীবিত বলে ঘোষণা করেছেন ও এর প্রতিবাদ জানিয়ে জেদ্দাস্থ মার্কিন দূতাবাসে সশরীরে হাযির হয়ে স্মারক লিপি দিয়েছেন। তালিকানুযায়ী অপর হাইজ্যাকার আবদুর রহমান সাঈদ আলেমারী সঊদী হেলিকপ্টারের জীবিত পাইলট। তালিকায় নিজ নাম দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং বার্তা সংস্থার সাথে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এর প্রতিবাদ জানান।

এসব ঘটনা পরম্পরায় এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আমেরিকা আগে থেকেই আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করে আসছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা এ পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, সমরবিদ ও আইন প্রণেতাদের নিয়ে যে জাতীয় নীতিনির্ধারনী কমিটি আছে তারা একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজ করে চলেছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালে তাদের পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ তাগিদ ছিল যেকোন উপায়ে যেকোন সুযোগে কম্যুনিজমের পতন ঘটানো। এখন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটানোর পরে এখন তারা এখন তারা ইসলামকে টার্গেট করেছে। যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের 'Clash of Civilizations' বা 'সভ্যতা সমূহের দ্বন্দ্ব' নামক বইয়ে। খ্রীষ্টান দুনিয়া ও মুসলমানদের মধ্যকার যে সংঘাতের তত্ত্ব তিনি এতে উপস্থাপন করেছেন আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা দুনিয়া আজ সে পথেই অগ্রসর হ'তে চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থনৈতিক পতনের পর বৃহৎ শক্তি বলয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একচ্ছত্র হয়ে ওঠে। এই অবস্থানটি ধরে রাখাই এখন মার্কিন প্রশাসনের বড় চিন্তা। অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের উত্থানের সমূহ সম্ভাবনা সকল মুসলিম নেতার কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হ'লেও মার্কিন ও ইউরোপীয়দের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট। মুসলিম বিশ্বের মযবূত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠার ব্যাপক সম্ভাবনার পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে বিপর্যস্ত মানবতার কাছে ইসলাম শেষ আশ্রয় হিসাবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর এই উভয় কারণেই মুসলিম উত্থান ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা একবার ঘটে গেলে গোটা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাদের হাতে চলে যাবে অনিবার্যভাবে। আর যে দু'টি কারণে সোভিয়েত তথা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে পতন ঘটেছে, সে দু'টি কারণ মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য হবে না। উল্টা মযবূত বুনিয়াদ ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চেতনার জন্যই মুসলিম শক্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। কেননা বিশ শতকের শেষে এসে মানবজাতির অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, মনুষ্য সৃষ্ট কোন মতবাদ বা বিধি-বিধান মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি বা মানুষের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। মহান আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামই কেবল মানবজাতিকে শেষ রক্ষা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদী বিশ্বে বা খ্রীষ্টীয় বিশ্বে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যার পর উৎকর্ষ বা বিস্তারের আর কোন অবকাশ নেই। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে পর্যাপ্ত খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এখনো অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহৃত রয়েছে এবং রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানব সম্পদ। এ দু'য়ের সমন্বিত ব্যবহার মুসলিম বিশ্বের যে অর্থনৈতিক উত্থান ঘটাবে, তা-ই একুশ শতকে তথা তৃতীয় সহস্রাব্দে বিশ্ব অর্থনীতিকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। পাশ্চাত্য বস্তু সভ্যতা ও মনন সভ্যতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে এবং তার ওপর মাথাচাড়া দিয়ে

উঠেছে অবক্ষয়, বিনাশ ও বিপর্যয়। এসব থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ মুক্তি চাচ্ছে। এই মুক্তির ছায়া বিস্তৃত হবে প্রাচ্য থেকে। সে ছায়া ইসলামের। আর তা বয়ে নিয়ে যাবে মুসলমানরা।

প্রকৃত সন্ত্রাসী কে?

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যায়, বর্তমান বিশ্বে অব্যাহত সন্ত্রাসের হোতা বা খলনায়ক হচ্ছে আমেরিকা। তারা নানা ছল-ছুঁতায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস জিইয়ে রেখেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আয়ারল্যাণ্ডের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি যখন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তখন তাদেরকে কিংবা সুদানে যখন খ্রীষ্টানরা, পেরুতে যখন মাওবাদীরা, শ্রীলংকায় যখন তামিল টাইগাররা, নেপালে যখন কম্যুনিস্টরা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তখন কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে না। কিংবা পূর্ব তিমুরের খৃষ্টান অধিবাসীরা যখন ইন্দোনেশিয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন তাদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয়নি; বরং জাতিসংঘ দূত গণভোটের প্রস্তাব পাস করে পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করে দেয়। ইসরাঈল যখন একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে গত ৫২ বছর ধরে ফিলিস্তীনীদের রক্ত ঝরাচ্ছে, প্রতিনিয়ত মুসলমানদের রক্তে সেখানকার মাটি রঞ্জিত করছে ও পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তখনও তাদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে না। অন্যদিকে তার হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার জন্য কেবল প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করলেই ফিলিস্তীনীরা আখ্যায়িত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে? আর ইহুদীরা পাচ্ছে খ্রীষ্টান জগতের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা।

দীর্ঘ এক যুগ ধরে ইরাক অবরুদ্ধ। আমেরিকা ঘোষিত অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে সেখানে ইতিমধ্যে ১৭ লাখ বনু আদম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তবুও আমেরিকাকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে না। সুদীর্ঘ ৫২ বছর ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের যুলুমের স্টীমরোলারের তলায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছে যে কাশ্মীরের মযলূম মুসলমান; বিধ্বস্ত হয়েছে যাদের ঘর-বাড়ী, লুণ্ঠিত হয়েছে যাদের সহায়-সম্পদ, মান-ইযযত, শহীদ হয়েছে যে জনপদের ৭০ হাযার বাসিন্দা, সেই খুনরাঙ্গা কাশ্মীরের আযাদী পাগল মুসলমান আজ সন্ত্রাসী। অথচ অত্যাচারী ভারত আজ বিশ্বসভায় ধর্মনিরপেক্ষ ও বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ হিসাবে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। তাকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে না। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে এটমবোমা নিক্ষেপ করে যারা লাখ লাখ নির্দোষ বনু আদমকে হত্যা করেছে, ভিয়েতনামে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যারা দেশটাকে বিধ্বস্ত করেছে, যারা আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে, ব্যবহার করেছে, যারা দেশে দেশে হত্যা ও ধ্বংসের খণ্ড ক্বিয়ামত সৃষ্টি করেছে- সেই আমেরিকা, সেই বৃটেন আজ সভ্যতার মোড়ল, বিশ্বশান্তির মহানায়ক, গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের রক্ষাকর্তা? আর যারা এসব অন্যায় নীরবে বরদাশত করতে রাযী নয়, যারা নিজেদের মত করে নিজেরা বাঁচতে চায়, নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে চায়, নিজেদের ধর্ম-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে চায়, তারাই আজ তাদের চোখে মানবতার দুশমন, শান্তির দুশমন ও সন্ত্রাসী।

উদ্দেশ্য কি?

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, টুইন টাওয়ার ট্রাজেডির মাধ্যমে আমেরিকার কথিত দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমেরিকার জনগণের কাছেও তাদের গর্বিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অহেতুক অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাই (১) নিজের জনগণের কাছে হারানো সম্মান এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বুশ প্রশাসন তড়িঘড়ি করে ওসামা বিন লাদেন ইস্যুকে সামনে এনেছে। এর দ্বারা সন্ত্রাস দমনের ধুয়া তুলে আপাততঃ নিজের জনগণ ও বিশ্ব জনমতকে কিছু দিনের জন্য হ'লেও ফিরিয়ে রাখা যাবে। (২) তালেবান বিরোধী জোটকে সহযোগিতা দিয়ে তাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে একটি তাবেদার সরকার কায়েম করা এবং পাকিস্তান ও চীনের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের দুর্গম পার্বত্য দেশে একটি শক্ত ও স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা।

কিন্তু এসবের দ্বারা আমেরিকা লাভবান হবে না; বরং দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমনঃ (ক) শত শত নিরীহ আফগান নাগরিক নিহত হবে, পঙ্গু হবে ও তাদের সম্পদ ধ্বংস হবে। (খ) সমস্ত মুসলিম উম্মাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। (গ) আমেরিকার অভ্যন্তরেই তাদের শান্তিপ্রিয় জনগণ বুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। (ঘ) টুইন টাওয়ারের ৪০ কোটি ডলারের ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িত হয়ে আমেরিকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অহেতুক খরচ হয়ে যাবে, যার ফলে আমেরিকার জাতীয় রাজকোষ একদিন শূন্য হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ইতিমধ্যে সেদেশের কয়েকটি এয়ারলাইন্স দেউলিয়া ঘোষণা দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

আমরা সকল প্রকার সন্ত্রাসের নিন্দা করি এবং আমরা মনে করি যে, ন্যায়নীতির খাতিরে আমেরিকার উচিৎ হবে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল হোতা এবং কারণ সমূহ খুঁজে বের করা। কেননা টুইন টাওয়ার ট্রাজেডী কোন সাময়িক উচ্ছ্বাসভিত্তিক কর্মকাণ্ড নয়; বরং সুদূরপ্রসারসী পরিকল্পনার ফল বলে সচেতন মহল মনে করেন। এটা মোটেই কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, এ ধরনের হামলা আবারও হ'তে পারে এবং ইতিমধ্যেই যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমেরিকার মধ্য থেকেই ইহুদী সন্ত্রাসীরা একাজ করে থাকতে পারে। সঠিক বিষয় আল্লাহ অবগত আছেন।

পরিশেষে বলব, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের হোতা ও মোড়লদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে। তাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইতিপূর্বে বহু শক্তিধর জাতি আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যদিকে মুসলমানদেরকে তাদের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় কবির ভাষায়-

আমি যে চির অজেয়
ঝুটা কানূনের নিগড় আমারে করিতে পারেনি জয়
কত নমরূদ, কত ফেরাউন, কত শাদ্দাদ ও কারূণ
আসিয়াছে মোর এই চলাপথে হইয়া বাঁধা দারুণ
পুড়ি নাই আমি নমরূদী হুতাশনে
বিকাইনি আমি বিপুল কারূণী ধনে
শাদ্দাদের ঐ অহংকারী মাথা বালুতে মিশেছে শেষে
ফেরাউন গেছে নীল দরিয়ায় ভেসে
নমরূদ শিরে পড়েছে পয়যার।
আমি মুসলিম
এক আল্লাহ ছাড়া করি না কারো তাসলীম।
বল সবাই উচ্চকণ্ঠে
নারায়ে তাকবীর।।

***

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ

(الكلمة الحكمة ضالة الحكيم)

*সংকলনেঃ আবদুছ ছামাদ সালাফী**

(৩য় কিস্তি)

(٤٤) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

(৪৪) প্রত্যেকেই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে।

(٤٥) قَالَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: ثَلاَثٌ مِّنْ قِلَّةِ الْعَقْلِ وَفِيْهِنَّ دَلِيْلٌ عَلَى الضُّعْفِ

(৪৫) ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া বলেন, তিনটি বিষয় জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে এবং তাতে দুর্বলতার পরিচয় নিহিত রয়েছে।

(الف) سُرْعَةُ الْجَوَابِ

(ক) (চিন্তা-ভাবনা না করেই) তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া।

(ب) وَطُوْلُ التَّمَنِّىْ

(খ) দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা পোষণ করা।

(ج) وَالْإِسْتِغْرَاقُ فِى الضِّحْكِ

(গ) সর্বদা হাসাহাসিতে মত্ত থাকা।

(٤٦) لاَيَشْكُرُ اللّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

(৪৬) ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না, যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না।

(٤٧) إِنَّ اللّهَ قَرَنَ وَعْدَهُ بِوَعِيْدِهِ

(৪৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকারকে তাঁর শাস্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন।

(٤٨) سُئِلَ حَكِيْمٌ أَىُّ الرِّجَالِ أَفْضَلُ؟

(৪৮) একজন বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হ'ল সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে?

قَالَ: (الف) اَلرَّجُلُ الَّذِىْ إِذَا حَاوَرْتَهُ وَجَدْتَهُ حَلِيْمًا

তিনি বললেনঃ (ক) ঐ ব্যক্তি, যার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হ'লে তাকে ধৈর্যশীল পাবে।

(ب) وَإِذَا غَضِبَ كَانَ حَلِيْمًا

(খ) যখন রাগান্বিত হয়, তখন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

(ج) وَإِنْ ظَفَرَ كَانَ كَرِيْمًا

(গ) কোন নে'মত পেলে দান করে।

(د) وَإِذَا اسْتُمْنِحَ مَنَحَ جَسِيْمًا

(ঘ) যখন তাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তখন তার চেয়ে বড় প্রতিদান দেয়।

(ه) وَإِذَا وَعَدَ وَفَى وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ عَظِيْمًا

(ঙ) যখন অঙ্গীকার করে, তখন তা পূর্ণ করে। যদিও সে অঙ্গীকার বড় হয়।

(و) وَإِذَا شُكِىَ إِلَيْهِ وُجِدَ رَحِيْمًا

(চ) যখন তার নিকট কোন অভিযোগ করা হয়, তখন তাকে অত্যন্ত রহমদিল পাওয়া যায়।

(٤٩) اَلْبَشَاشَةُ حَبْلُ الْمَوَدَّةِ

(৪৯) হর্ষোৎফুল্লতা বন্ধুত্বের চাবিকাঠি।

(٥٠) (الف) أَضْعَفُ النَّاسِ مَنْ ضَعُفَ عَنْ كِتْمَانِ سِرِّهِ

(৫০) (ক) সবচেয়ে দুর্বল ঐ ব্যক্তি, যে তার গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থ।

(ب) وَأَقْوَاهُمْ مَنْ قَوِىَ عَلَى غَضَبِهِ

(খ) সবচেয়ে শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে তার রাগ দমন করতে পারে।

(ج) وَأَصْبَرُهُمْ مَنْ سَتَرَ فَقْرَهُ

(গ) সবচেয়ে ধৈর্যশীল ঐ ব্যক্তি, যে তার দারিদ্রতাকে গোপন রাখে।

(د) وَأَغْنَاهُمْ مَنْ قَنَعَ بِمَا تيسر لَهُ

(ঘ) সবচেয়ে ধনী ঐ ব্যক্তি, যে যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

(٥١) سَأَلَ الْاِسْكَنْدَرُ حُكَمَاءَ بَابِلَ فَقَالَ أَيُّمَا أَبْلَغُ عِنْدَكُمْ الشَّجَاعَةُ أَمِ الْعَدْلُ؟ فَقَالُوْا: إِذَا اسْتَعْمَلْنَا الْعَدْلَ اسْتَغْنَيْنَا عَنِ الشَّجَاعَةِ

(৫১) ইস্কান্দার বাবেলের পণ্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট উত্তম কি বাহাদুরী না আদল? তারা বললেন, আদল করলে বাহাদুরীর দরকার হয় না।

(٥٢) مِنْ رِسَالَةٍ لِعَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ-

(৫২) হযরত আলী (রাঃ)-এর চিঠির একাংশ-

(الف) دَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا

(ক) অপচয় পরিত্যাগ করে (খরচে) মধ্যমপন্থী হও।

(ب) وَاذْكُرْ فِى الْيَوْمِ غَدًا

(খ) আজকেই আগামীদিনের কথা স্মরণ কর।

(ج) وَامْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُوْرَتِكَ وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ

(গ) প্রয়োজন মত সম্পদ রেখে অতিরিক্তটুকু তোমার প্রয়োজনের দিন তথা ক্বিয়ামতের জন্য রেখে দাও।

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*

(৮০) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِىْ أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صِيَامُهُمْ وَصَلاَتُهُمْ -

(৮০) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে দু'টি কাজ ঝুলন্ত থাকে; তাদের ছিয়াম ও তাদের ছালাত'।[১] হাদীছটি যঈফ। কারণ হাদীছটির সনদে মারওয়ান ইবনে সালিম নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।[২]

(٨١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْئٌ وَادْرَؤُوْا مَااسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

(৮১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন কিছু ছালাতকে নষ্ট করে না। ছালাতের সামনে দিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে তোমরা সম্ভবপর বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর। কেননা সে শয়তান'।[৩] হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছে মুজালিদ ইবনে সাঈদ নামে একজন রাবী রয়েছেন, তিনি মুখস্থ শক্তিতে দুর্বল।[৪]

(٨٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَالَهُ فِىْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِىْ الصَّلاَةِ كَانَ لِاَنْ يُّقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرًلَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِىْ خَطَا-

(৮২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুছল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, তার কিরূপ গুনাহ রয়েছে, তাহ'লে তার জন্য ১০০ শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গমন করার চাইতে উত্তম হ'ত'।[৫] হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে একজন যঈফ ও একজন মাজহূল (অপরিচিত) রাবী রয়েছে।[৬]

(٨٣) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ-

(৮৩) ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করেন, তখন তাঁর দু'হাতের পূর্বে দু'হাঁটু রাখেন *(আবূদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ। হাদীছটিতে শারীক নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। পক্ষান্তরে হাত আগে রাখার হাদীছ ছহীহ।[৭]

(٨٤) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّىْ صَلاَةً قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً ثَلاَثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ -

(৮৪) জুবায়ের ইবনে মুত'য়েম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আরম্ভ করার সময় বলতে শুনেছেন, 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ্র অনেক প্রশংসা, আল্লাহ্র অনেক প্রশংসা, আল্লাহ্র অনেক প্রশংসা। আমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি' তিনবার। আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই, শয়তানের অহংকার, জাদু ও কুমন্ত্রণা হ'তে'।[৮] হাদীছটি যঈফ।[৯]

(٨٥) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكُنُ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ تَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا إِلى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاًبِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا-

(৮৫) ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত হচ্ছে দুই দুই রাক'আত। প্রত্যেক দুই রাক'আতে তাশাহহুদ রয়েছে। আর ছালাত হবে বিনয়, নম্রতা ও ধীর-স্থিরতার সাথে। অতঃপর তুমি কেবলামুখী হয়ে তোমার রবের দিকে হাত উঠিয়ে বলবে, হে আমার রব! হে আমার রব! যে ব্যক্তি এমনটি করবে না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ। প্রকাশ থাকে যে, অত্র হাদীছের প্রথম ও শেষাংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং মধ্যের অংশ যঈফ।[১০] হাদীছটিতে আতা ইবনে আজলান নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।[১১]

---

* *সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৮৮।
২. তাহক্বীক্ব মিশকাত পৃঃ ২১৮, টীকা নং-২।
৩. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৮৫।
৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত পৃঃ ২১৪, টীকা নং-২।
৫. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৮৭।
৬. তাহক্বীক্ব মিশকাত, পৃঃ ২৪৪, টীকা নং ৪।
৭. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯১।
৮. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৮১৭।
৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত পৃঃ ২৫৯, টীকা নং ১।
১০. সুবুলুস সালাম ১/৪২৫ পৃঃ।
১১. আল-কাশীফ ২/২৩২ পৃঃ।

আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)

–আব্দুল আলীম

ভূমিকাঃ

নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে যে সকল ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন, আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হ'ল, নবুঅত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর বন্ধুত্বের অবসান ঘটে এবং তিনি সম্পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠেন। ইসলাম পূর্ব যুগে কুরাইশদের নামকরা অশ্বারোহী বীর ও শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁর বীরত্ব ও কাব্যশক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেমন আঘাত হেনেছিল বারংবার, তেমনি ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর বিশেষত হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরম দুঃসময়ে যখন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, কেবলমাত্র তিনিই জীবন পণ করে তাঁর পাশে হিমাদ্রির মত অটল ও অবিচল থেকে অতীত জীবনের শত্রুতার কাফফারা আদায় করার অব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে সত্যিকার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং নিজেকে করেছিলেন সৌভাগ্যবান। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি জাগতিক সকল প্রকার ঝামেলা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে দ্বীন ইসলামের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। আল্লাহভীতির গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন সদা-সর্বদা।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম মুগীরা।[১] কুনিয়াত আবু সুফইয়ান।[২] কারো মতে তাঁর প্রকৃত নাম ও কুনিয়াত একই (আবু সুফইয়ান) এবং মুগীরা হচ্ছে তাঁর ভাইয়ের নাম।[৩] পিতার নাম হারিছ।[৪] মাতার নাম গাযিয়াহ[৫] মতান্তরে গাযনাহ।[৬] তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু ফিহ্র গোত্রের সাথে। তাঁর (গাযিয়াহ) বংশনামা হ'ল, গাযনাহ (গাযিয়াহ) বিনতে ক্বায়েস বিন তুরায়েফ বিন আব্দুল উযযা বিন আমীরাহ বিন উমাইরাহ বিন ওয়াদী'আহ বিন হারিছ বিন ফিহ্র।[৭] হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর বংশপরিক্রমা হ'লঃ আবু সুফইয়ান বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ আল-ক্বারাশী আল-হাশিমী।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কঃ

হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) এবং মহানবী (ছাঃ) একই পরিবারে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তাঁরা দু'জন পরস্পর চাচাত ভাই ও দুধ ভাই। কেননা তাঁরা দু'জনই হালীমা সা'দিয়া (রাঃ)-এর দুধ পান করেছিলেন।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমবয়সী কুরাইশ যুবকদের মধ্যে তাঁকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভাল বাসতেন এবং উত্তম পরিজন (خير اهلى) বলে ডাকতেন। তাঁদের দু'জনের আকৃতি ও চেহারায়ও ছিল যথেষ্ট মিল।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আকৃতিতে যাদের সাদৃশ্য ছিল, তাদের মধ্যে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব, হাসান বিন আলী বিন আবু ত্বালিব, কুছাম বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, সায়েব বিন উবাইদ এবং আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১২]

ইসলাম পূর্ব যুগে আবু সুফইয়ানঃ

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির পর আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। তাঁদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের গভীর সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হিংসা-বিদ্বেষ, অবাধ্যতা ও শত্রুতায় রূপ নেয়। আবু সুফইয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাহায্য-সহযোগিতার পরিবর্তে উল্টা তাঁর বিরোধীদের কাতারে শামিল হয়ে যান। কুরাইশদের হাতে মুসলমানরা যত রকমের কষ্টভোগ করে, তাতে তাঁর বিরাট অবদান ছিল।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন, আবু সুফইয়ান তখন কুরাইশদের একজন নামজাদা অশ্বারোহী বীর এবং শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যশক্তি সদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও

---

১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ (প্রকাশের স্থান অনুল্লেখিতঃ মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিইয়াহ, প্রথম সংস্করণঃ ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৬ খৃঃ), ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুতঃ দারুদ দাইয়ান লিত-তুরাছ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৫।*

২. *তালিবুল হাশিমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুঃ আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৪ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫।*

৩. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বার, আল-ইস্তী'আব ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, তাহক্বীক্বঃ ডঃ ত্ব-হা মুহাম্মাদ যায়নী (মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিইয়াহ ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৬ খৃঃ); ১২তম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।*

৪. *ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ (জেদ্দাঃ দারুল ইসফাহানী ১১১৪ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৭।*

৫. *মুহাম্মাদ বিন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (ব্রিলঃ ১৩২২ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪; আল-ইস্তী'আব ১২/২৮৮ পৃঃ।*

৬. *ইবনুল আছীর উসদুল গাবাহ (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহ তাঃবিঃ) ৫/২১৩; বিশ্বনবীর সাহাবী ২/৫৫ পৃঃ।*

৭. *তদেব; আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৪ পৃঃ।*

৮. *উসদুল গাবাহ ৫/২১৩ পৃঃ; বিশ্বনবীর সাহাবী ২/৫৫ পৃঃ।*

৯. *ছুওয়ার ৪/৮৬-৮৭ পৃঃ।*

১০. *ডঃ মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ ফী যাওয়িল মাছাদিরিল আছলিইয়াহ (রিয়াযঃ মারকাযুল মালিক ফায়ছাল লিল বহূছ ওয়াদ-দিরাসাত আল-ইসলামিইয়াহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খৃঃ), পৃঃ ৫৬১।*

১১. *আবুল ফারজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ তাঃবিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০১; আল-ইছাবাহ ১১/১৬৯; আল-ইসতী'আব ১২/২৯১।*

১২. *আল-ইস্তী'আব ১২/৮৩-৮৪।*

১৩. *ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪; আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, পৃঃ ৫৬১; ছুওয়ার ৪/৮৮-৮৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৪/১০৫।*

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নিন্দায় নিয়োজিত রাখেন।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তিনি একটি কবিতাও রচনা করেন। যার প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতার একটি পংক্তিতে বলেন,

هجوت محمدا فأجبت عنه + وعند الله فى ذاك الجزاء

অর্থঃ 'তুমি নিন্দা করেছ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর; আমি জবাব দিয়েছি। এর প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে'।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর এ বৈরী ও নিন্দনীয় আচরণ দীর্ঘ কুড়ি (২০) বছর স্থায়ী ছিল।[১৬]

ইসলাম গ্রহণঃ

হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বড় চমৎকার। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের ঠিক পূর্বক্ষণে মক্কায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন বার্তা শুনে আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। পৃথিবী তাঁর কাছে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি মনে মনে বলতে থাকেন, 'আমি কোথায় যাব? কে হবে আমার সাথী? আমার পাশে রবে কে'?[১৭] একথা ভাবতে ভাবতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে ভীত স্বরে বলেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীরা সত্বর মক্কায় আগমন করছেন। আমি মুসলমানদের হস্তগত হ'লে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। সুতরাং মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়াই হবে আমাদের জন্য অত্যুত্তম'। স্ত্রী তখন অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে বলে উঠেন, 'এখনও কি তোমার চোখ খুলেনি! আরব ও অনারবের লোক দলে দলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করছে। আর তুমি এখনও যিদ ধরে বসে আছ! আফসোস তোমার জন্য যে, তুমি এখনও শত্রুতা মূলক আচরণ করে চলেছ। অথচ তোমারই সর্বপ্রথম তাঁর সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল'।[১৮] স্ত্রীর এসব উৎসাহ-উদ্দীপনায় আল্লাহপাক তাঁর হৃদয় জগতে ইসলাম গ্রহণের মানসিকতা প্রস্তুত করে দেন। ইসলামের প্রতি তাঁর হৃদয় কিছুটা হ'লেও আকৃষ্ট হয়।

তৎক্ষণাৎ আবু সুফইয়ান তাঁর গোলাম 'মাযকূর'কে উষ্ট্রী ও ঘোড়া প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর পুত্র জা'ফরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'আবওয়া' (الأبواء) নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবস্থান করছিলেন জানতে পেরে তারা দ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর কেউ তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারে ভেবে তিনি নিজেকে গোপন করে সওয়ারী এক স্থানে বেঁধে ভিন্ন রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগুতে থাকেন। সৌভাগ্যবশতঃ নিরাপদে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর আশা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণে খুশী হবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন। আবু সুফইয়ান (রাঃ) আবার তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি পুনরায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এরূপ কয়েকবার ঘটল। কিন্তু কিছুতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ছাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখে তাঁরাও তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।[১৯] অতঃপর আবু সুফইয়ান (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথা বলার অনুরোধ করলেন। তিনিও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি এমনটি করতে পারব না'। এরপর তিনি ওমর (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে সুপারিশের আবেদন জানালে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য কেন সুপারিশ করব? আল্লাহ্র কসম! আমি যদি একটি লাঠি ছাড়া অন্য কিছুই না পাই তথাপিও তদ্বারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাব। কিন্তু তোমায় ক্ষমা করব না'।

অবশেষে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে সুপারিশের আবেদন জানালে তাতেও কোন ফল হ'ল না।[২০] শুধু তাই নয়, হযরত ওমর (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে আনছারী ছাহাবী হযরত নু'আয়মান (রাঃ)-কে আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। নু'আয়মান কর্কশ কণ্ঠে আবু সুফইয়ান (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, 'ওহে আল্লাহ্র দুশমন! তুমিতো সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর সর্বপ্রকার নির্যাতন চালিয়েছ এবং তাঁদের শত্রুতায় আসমান-যমীন একাকার করে ফেলেছ। সময় এসে গেছে এখন তুমি সকল অপকর্মের স্বাদ আস্বাদন কর'। অনন্যোপায় হয়ে আবু সুফইয়ান তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হ'লেন। তিনি প্রথমে তাঁর প্রতি কর্ণপাত না করলেও পরবর্তীতে আবু সুফইয়ান যখন আত্মীয়তার দোহাই পেড়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে নু'আয়মান ও অন্যান্য মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষার আবেদন জানালেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর দয়া হ'ল এবং তিনি নু'আয়মান (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে নু'আয়মান! আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর্তমানে তাঁর প্রতি

১৪. *আল-মুনতাযাম ৪/২০১ পৃঃ; সীরাতে ইবনে হিশাম, অনুবাদঃ আকরাম ফারূক (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ মে ১৯৯৫), পৃঃ ২৬৬; আল-ইসতী'আব ২/২৮৮ পৃঃ।*

১৫. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ তৃতীয় প্রকাশ ১৪০৫ হিঃ/১৯৯৫ খৃঃ) ১/২৮৮ পৃঃ; আল-ইছাবাহ ১১/১৭০ পৃঃ।*

১৬. *ছুওয়ার ৪/৮৯-৯০ পৃঃ; আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছাহীহায়ন ৩/২৮৪ পৃঃ।*

১৭. *ছুওয়ার ৪/৯১ পৃঃ।*

১৮. *আল-মুনতাযাম ৪/২০১ পৃঃ; আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৪ পৃঃ।*

১৯. *বিশ্বনবীর সাহাবী ২/৫৬-৫৭পৃঃ; আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৪/৩৪-৩৫ পৃঃ।*

২০. *ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুঃ আব্দুল খালেক রহমানী (মুর্শিদাবাদঃ আল-হিলাল বুক হাউস প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৯৬), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭; ছুওয়ার ৪/৯৪ পৃঃ।*

অসন্তুষ্ট রয়েছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি তাকে ক্ষমাও তো করতে পারেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কথা শুনে নু'আয়মান থেমে গেলেন।[২১]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'জুহফাহ' (الجحفة) নামক স্থানে অবতরণ করলে আবু সুফইয়ান (রাঃ) পুত্র জা'ফরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবাসস্থলের (তাঁবু) বাইরে বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাইরে বেরিয়ে তাকে দেখেই বিরক্তির সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হওয়ার পাত্র নন। যেভাবেই হৌক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিজের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। উপায়ান্তর না পেয়ে আবু সুফইয়ান (রাঃ) স্ত্রীর নিকটে গিয়ে বললেন, 'হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার উপর রাযী হবেন, না হয় আমি এ অপ্রাপ্ত বয়স্ক জা'ফরকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। এমনি করে আমরা দু'জন ভবঘুরের মত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াব। অবশেষে একদিন ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে কোনভাবে এ খবর পৌঁছলে তাঁর হৃদয় আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর উপর নরম হয়ে গেল। আবু সুফইয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হ'লেন।[২২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে- আবু সুফইয়ান (রাঃ) ও তাঁর ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া 'আবওয়া' মতান্তরে 'নাইফুল উক্বাব'[২৩] নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ প্রার্থী হ'লে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করলেন- لايكن ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমনটি হওয়া উচিৎ নয় যে, আপনার চাচাত ভাই ও ফুফাত ভাই আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী হতভাগ্য হবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওদের আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার চাচাত ভাইতো আমাকে অপমান করেছে। আর ফুফাত ভাই মক্কায় অবস্থানকালে আমার চরম বিরোধিতা করেছে।[২৪] আবু ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এদিকে হযরত আলী বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) আবু সুফইয়ান (রাঃ)-কে শিখিয়ে দিলেন যে, 'তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে গিয়ে সেই কথা বল, যা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিল, تالله لقد اثرك الله علينا إناكنا لخاطئين 'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর সম্মানিত করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা দোষী ছিলাম' *(ইউসুফ ৯১)*। আবু সুফইয়ান (রাঃ) তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রফুল্লচিত্তে তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিলেন, لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين 'অদ্য তোমাদের উপর কোন নিন্দা নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি দয়াশীলদের চাইতেও অধিক দয়ালু' *(ইউসুফ ৯২)*। উক্ত প্রেক্ষিতে আবু সুফইয়ান (রাঃ) নিম্নোক্ত কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করে শুনালেন-

لعمرك إنى حين احمل راية + لتغلب خيل اللات خيل محمد

لكا لمدلج الحيران اظلم ليله + فهو اوانى حين اهدى فاهتدى

هدانى هاد غير نفسى ودلنى + الى الله من طردته كل مطرد

অর্থঃ 'তোমার জীবনের শপথ! লাতের অশ্বারোহী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অশ্বারোহীর উপর বিজয়ী হবে- এ উদ্দেশ্যেই আমি পতাকা উড্ডীন করেছিলাম। তখন আমার অবস্থা রাত্রিকালের সেই প্রবাসীর ন্যায় ছিল, যে অন্ধকারে দিগ্বিদিক হারিয়ে ঘুরতে থাকে। কিন্তু এখন সময় এসে গেছে যে, আমাকে পথ প্রদর্শন করা হবে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হব। আমাকে আমার আত্মার পরিবর্তে একজন পথ প্রদর্শক হেদায়াত করেছেন এবং সেই ব্যক্তি আমাকে আল্লাহ্র পথের দিশা দিয়েছেন, যাঁকে আমি প্রতি মুহূর্তেই তিরস্কারের মাধ্যমে বিতাড়িত করেছি'। এই কবিতা শ্রবণান্তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বুকে একটি থাবা মেরে বললেন, 'প্রতি মুহূর্তেই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে'। এ ঘটনার পর আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[২৫]

[চলবে]

২১. *হুওয়ার ৪/৯৫-৯৬ পৃঃ।*
২২. *উসদুল গাবাহ ৫/২১৪ পৃঃ; হুওয়ার ৪/৯৬-৯৭ পৃঃ।*
২৩. *আল-ইসতী'আব ১২/২৮৯ পৃঃ; সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৬৫।*
২৪. *ইবনুল ক্বাইয়েম, যাদুল মা'আদ (কুয়েতঃ মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিইয়াহ, চতুর্থ প্রকাশ ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০; মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম প্রথম প্রকাশ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৪৩২।*
২৫. *আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৬৩-৬৪ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৩২-৩৩; যাদুল মা'আদ ৩/৪০০ পৃঃ।*

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও লেখনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

নিয়ে- ***'অবিস্মরণীয় প্রতিভায় মাওলানা মোঃ আবুতাহের বর্ধমানী'***

সংকলনেঃ মীর মোঃ আব্দুন নাসের,

প্রকাশকঃ এ.কে.এম. জালাল উদ্দীন বিন আব্দুল মালেক
মুয়াযযিন, বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

পাইকারী ক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কমিশন রয়েছে।

পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয়

-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*

(শেষ কিস্তি)

মুকাবিলার উপায়ঃ

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের উপায় কি? কিভাবে বিশ্ব মুসলিম শনির রাহুগ্রাস তথা পুঁজিবাদী আগ্রাসন হ'তে মুক্তি পেতে পারে? বিশেষত বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী কিভাবে এই সর্বগ্রাসী সয়লাব হ'তে মুক্তি পেতে পারে, এর মুকাবিলা করার চেষ্টা করতে পারে সে বিষয়ে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হ'ল। অবশ্যই এই উপায়গুলি চূড়ান্ত বা সব সমস্যার সমাধান করে দেবে এমন নয়; বরং একটা পথ খুলে দেবে। বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ বা কর্মকৌশল গ্রহণ করাই হবে বিবেচক ও বুদ্ধিমানের কাজ।

আজ সময়ের প্রথম ও প্রধান দাবীই হচ্ছে ইসলামকে পুরোপুরি জানা, বোঝা ও তাকে তার সঠিক প্রেক্ষিতেই গ্রহণ করা। এই কাজে যদি যথোচিত গুরুত্ব ও মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহ'লে আর সব কাজই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। ইসলামকে অর্থাৎ এর শিক্ষা ও দর্শন, নীতি ও কর্মপদ্ধতি, জীবন ব্যবস্থা ও জীবিকা উপার্জন, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েই পুরোপুরি জানতে হবে। সমাজে ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি অন্যান্য মতবাদের উপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও যুক্তিযুক্ত ধারণা প্রচার ও প্রসারের জন্যে সর্বাত্মক তৎপরতা চালাতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে জোর তাগিদ দিয়েছেন- *'তোমরা ইসলামে পুরো দাখিল হয়ে যাও' (বাক্বারাহ ২০৮)*। অর্থাৎ সমাজে এমন লোকেরা থাকবে, যারা তাদের নিজেদের জীবনে ইসলাম কিছুটা গ্রহণ করবে আর কিছুটা করবে না, এটা যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় সেটা এই ঘোষণা হ'তে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকেই, বিশেষ করে যারা ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক, তাদেরকে জীবনের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত আপাদমস্তক ইসলামের রঙে রঙীন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

এজন্যে সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হ'ল মুসলমানদের নৈতিক উন্নয়ন। বিশ্ব মুসলিমের এক বৃহত্তম অংশ এখন পুঁজিবাদী ভোগ-লালসার খপ্পরে পড়ে নীতিভ্রষ্ট হয়েছে ও হ'তে চলেছে এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। একই সঙ্গে এ সত্যও স্বীকৃত যে, ইসলামী শরী'আহ তথা জীবনাদর্শের পুরোপুরি অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল নৈতিক উন্নতি অর্জন সম্ভব। এর ভিত্তি প্রস্তর বা Corner Stone হ'ল 'কালেমা ত্বাইয়েবা'। কালেমা ত্বাইয়েবা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের শিক্ষা দেয়, দাবী জানায়। এই শিক্ষাকেই, কালেমার এই দাবীকেই জীবনের সকল কাজে, সমাজ-সংসারের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের প্রয়াসই হ'ল মুমিন-মুসলিমের সমগ্র জীবনের সাধনা, লক্ষ্য ও ব্রত। তাকে হালাল অর্জনের পাশাপাশি হারাম বর্জন করতে হবে এবং একই সঙ্গে সুনীতির প্রতিষ্ঠা (আমর বিল মা'রূফ) ও দুর্নীতির উচ্ছেদের (নাহী আনিল মুনকার) জন্যে অকুতোভয় সৈনিকও হ'তে হবে। এই মুসলমানই প্রকৃত নৈতিক শক্তির অধিকারী। এমন মুসলমান একাই শতজন নীতিহীন লোকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম। নির্যাতিত নিপীড়িত মযলূম জনগণের মুক্তিদূত হিসাবে এরাই একদা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের দিকে দিকে। সারা দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার হয়েছিল মুসলমানের ব্যবহার ও কাজের দ্বারা, অন্য কিছুর দ্বারা নয় এই কথাটা ভুললে চলবে না।

নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক মানব উন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া আবশ্যক। এজন্যে যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে তা হ'ল শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও লর্ড মেকলের প্রেতাত্মা ভর করে রয়েছে। তাই কতিপয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে আজকের স্কুলগুলি বিজাতীয় ও ভিন্ন সংস্কৃতির শুধু বাহকই নয়, একই সঙ্গে ইসলাম বিরোধিতায়ও উৎসাহিত করছে। ফলে মুসলিম পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা আজ নিজ দেশেই মূলধারার বিপরীতে ভিনদেশী তথা পুঁজিবাদী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে পড়ছে তাদের অজ্ঞাতেই। উপরন্তু দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের কাছ থেকে শুধু বিমাতাসুলভ আচরণই লাভ করছে না, এগুলি বন্ধেরও সুগভীর চক্রান্ত চলেছে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলি সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রদর্শনেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাই শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ইসলামী প্রেক্ষিতে পুনর্গঠন করা একান্ত যরূরী। গোটা পাঠ্যক্রমকে ইসলামী জীবনধারার শিক্ষা ও বোধ-বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ঢেলে সাজাতেই হবে।

একই রকম জোর দিতে হবে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর। এ ব্যাপারে মক্তব ও ইসলামী এনজিওগুলির দায়িত্ব যথেষ্ট। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে স্বউদ্যোগী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেমন যরূরী তেমনি যরূরী স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ। কারণ এই রন্ধ্রপথে দেশে দেশে খ্রীষ্টান এনজিওগুলি অনুপ্রবেশ করে শিকড় গেঁড়ে বসেছে। আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি ইউনানী, আয়ুর্বেদী, হেকিমী প্রভৃতি ভেষজ চিকিৎসার এবং রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধকের শিক্ষাও দিতে হবে। পাশ্চাত্যের গুটিকয়েক কোম্পানী ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করে প্রতিবছর অবিশ্বাস্য অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে উন্নয়নশীল তথা মুসলিম বিশ্ব হ'তে। এজন্যে দায়ী আমরাই। আমরা একই সঙ্গে সেবাবিমুখ, গবেষণাবিমুখ ও পরনির্ভরশীল। এর প্রতিবিধান বা বিহিত করতে হবে আমাদেরকেই।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আজ Islamization-এর কথা বলছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, পুঁজিবাদের যেসব জায়গায় ইসলামের সাথে বড় ধরনের বিরোধ রয়েছে, সেগুলি বাদ দিয়ে ইসলামের নীতি প্রয়োগ বা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রূঢ় সত্য হ'ল এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হ'লেও গোটা অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এটা আদৌ সম্ভব না। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। বিদ্যমান অবস্থায় ইসলামে সর্বৈব নিষিদ্ধ যে সুদ তা কি উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে, না এদেশের সরকার তা করতে রাযী হবেন? যাকাতের মত ফরয আমলও তো এদেশে এখন অনেক ক্ষেত্রে নফলের অবস্থায় চলে এসেছে। আসলে Islamization নীতির আড়ালে কাজ করে যাচ্ছে তথাকথিত প্রাচ্যবিদরা যাদের গালভরা ইংরেজী নাম Orientalist। এরা সেইসব ইহুদী, খ্রীষ্টান ও দিকভ্রান্ত মুসলিম পণ্ডিত, যারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও আমল-আক্বীদা অনুসারে ইসলামকে বিচার-ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন। ইসলামকে তারা আধুনিক বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। এদের পাতা ফাঁদে পা দিলেই সর্বনাশ। বিশেষ একটা মডেলের মোটরগাড়ী বা উড়োজাহাজে যদি অন্য মডেলের পার্টস বা ইঞ্জিন ব্যবহার করি তাহ'লে ঐ মোটরগাড়ী বা উড়োজাহাজ তো চলবেই না; বরং গোটা শ্রম ও অর্থ ব্যয় হবে ভন্ডুল। তেমনি পুঁজিবাদের মধ্যে ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক কিছুই প্রবেশ করানো সম্ভব হবে না। অবশ্য গাড়ীতে ব্যবহৃত পাপোস বা সীটের কভারগুলি বদলানো যায়, আসনগুলি আরও আরামপ্রদ করা যায়। এতে গাড়ীর কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না। পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাতেও তেমনি ইসলামের দু'চারটে নফল বা মুস্তাহাবের জায়গা হয়তো করে নেওয়া যাবে। কিন্তু ফরয? কখনই না। আসলে ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে তার পুরো Spirit-য়েই। এর কোন ব্যত্যয় করা চলবে না। তাহ'লে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এর মূল কাঠামো গ্রহণ করতে না পারলে বহিরঙ্গের দু'চারটে মণিমুক্তা শেষাবধি কোন কাজে আসবে না এই বোধোদয় সবার আগে হওয়া দরকার।

মুসলমানদের মধ্যে আজ আত্মসচেতনতা ও আত্মপ্রত্যয়ের বড়ই অভাব। আত্মসচেতন না হওয়ায় তার ঘরে অন্যেরা সিঁধ কাটছে। আত্মপ্রত্যয়ী না হওয়ার কারণে তারা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চাইতে বা আদৌ দাঁড়াতে পারবে কি-না এই আশংকায় অন্যের উপর ভর করে হাঁটতে চাইছে। এই ব্যবস্থা সাময়িক হ'লেও হ'তে পারে, স্থায়ী সমাধান কিছুতেই নয়। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হ'তে হ'লে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে জানতে হবে এবং একই সাথে নিজেদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পশ্চিমা দুনিয়া চায় না মুসলমানরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হোক। সে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রেই হোক, আর আণবিক বোমা বানানোই হোক। এদের দেওয়া Prescription অনুসরণ করে বিশ্বের কোন দেশের দারিদ্র্য ঘোচেনি; বরং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে আরও বশংবদ হ'তে বাধ্য হয়েছে। এজন্যে অন্যের, বিশেষতঃ Consultant নামক পুঁজিবাদী দালালদের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত এগুতে হবে। সেজন্যে চাই গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং নিজেদের যা আছে তার শেষটুকু পর্যন্ত ব্যবহারের দৃঢ় মানসিকতা। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে' (রা'দ ১১)।

বিশ্ব অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী আগ্রাসন হ'তে মুক্ত করতে হ'লে শক্তিশালী ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গড়ে তুলতেই হবে। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের খপ্পর হ'তে বেরিয়ে আসতে হ'লে আমাদের হ'তে হবে স্বাবলম্বী এবং একই সাথে দূরদর্শী। মুসলিম বিশ্বের সম্পদের অভাব নেই, অভাব নেই জনশক্তি ও বিত্তের। অভাব শুধু এসবের পরিকল্পিত ব্যবহার এবং উম্মাহর স্বার্থে তার সংরক্ষণ। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যপরিধির আরও সম্প্রসারণ ও আর্থিক দিক দিয়ে একে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের সকল দেশে আরও বেশী সংখ্যক ইসলামী পদ্ধতির বীমাসহ ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ন্যূনতমপক্ষে থানা পর্যায়ে এসবের প্রসার আজ সময়ের দাবী। একই সঙ্গে বিত্তশালীদেরকে বিলাস-ব্যসনে খরচ না করে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক অবকাঠামো গঠনে মনোযোগী হ'তে হবে। সুদী অর্থনীতির কবল হ'তে মুক্তি না পেলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। পুঁজিবাদের শঠতাপূর্ণ শেয়ার বাজার, ফটকাবাজার, বিনাশ্রমে আয়ের লোভ আমাদের ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছে। এসবের পেছনে পরোক্ষ কিন্তু বলিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে সুদ। সুতরাং সুদ হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সম্ভব সমস্ত বৈধ পদ্ধতি ও উপায় ব্যবহার করতে সচেষ্ট হ'তে হবে। কিন্তু ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়নের আশা মরীচিকা মাত্র।

মুসলিম উম্মাহকে সমূহ সর্বনাশ হ'তে রক্ষার উপায় হ'ল পারস্পরিক সহযোগিতা ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জন। একবিংশ শতকের শুরুতেই এই যরূরী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্বন্ধে 'ওআইসি'র সদস্য দেশ সমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যরূরী। এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য যত বেশী দিন স্থায়ী হবে, মুসলিম বিশ্বের ক্ষতিও ততই গভীর ও দীর্ঘায়িত হবে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও সুসংহতভাবে শক্তিধর পুঁজিবাদী দেশগুলির শোষণ হ'তে রেহাই পাবার জন্যে মুসলিম বিশ্বে 'গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল' *(GCC)*, 'ইকোনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' *(ECO)* এবং 'উন্নয়নশীল-৮' *(D-8)* নামে যে তিনটি অর্থনৈতিক জোট রয়েছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ২১, তাদেরকেই প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। এদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ইসলামী সাধারণ বাজার গড়ে তুলতে পারলে বিশ্ববাণিজ্যে কোণঠাসা অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।

যাকাত ব্যবস্থার সার্বিক বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবী। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টনে সমাজ ও দেশের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। আমাদের দেশে বিদ্যমান অবস্থা তার সাক্ষী। আল্লাহর নির্দেশিত সম্পদ আমরা কাজে লাগাইনি বলে এনজিওরা মাঠে নেমে পড়েছে। তারা বাইরের সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজেরা বড় হচ্ছে আর দরিদ্র জনসাধারণকে করে রেখেছে জীবন্মৃত। এনজিওদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখা অর্থাৎ Subsistance। অপরদিকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে Sustainable Growth। অর্থাৎ ক্রমাগত দৃঢ় ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন। এজন্যে চাই আন্তরিক ও দরদী প্রয়াস। একমাত্র যাকাতেই তা রয়েছে।

বাংলাদেশে যাকাতের অর্থ, যার পরিমাণ কোন কোন হিসাব মতে বার্ষিক প্রায় তিন হাযার কোটি টাকা যদি সঠিকভাবে আদায় হ'ত এবং তার পরিকল্পিত ব্যবহার হ'ত, তাহ'লে এদেশের দুঃস্থ-নিঃসম্বল বনী আদম সচ্ছল জীবন যাপনের স্বাদ পেতে পারত। এজন্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চাই। যাকাত আদায় ও তার বিলি-বন্টন হ'তে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবেই। তবেই এ থেকে পুরো কল্যাণ পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তির খেয়ালখুশির উপর যাকাতকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাসূলে করীম (ছাঃ) তা দেননি। মহান খুলাফায়ে রাশেদা (রাঃ)ও না। তাহ'লে আমরা কেন ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছি? সঠিক পরিকল্পনা অনুসারে যাকাতের অর্থ ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচীতে ব্যবহার করলে বাংলাদেশে দশ বছরের মধ্যে একই সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করা খুবই সম্ভব।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা যে কয়টি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে শহুরে অভিবাসন প্রক্রিয়া তার অন্যতম। শিল্প বিপ্লবের শুরু হ'তে সেই যে গ্রাম থেকে অব্যাহতভাবে সাধারণ লোক হ'তে শুরু করে বিত্তশালীরা পর্যন্ত শহরে অভিবাসন শুরু করেছিল আজও তা সমান তালেই চলেছে; দু'শো বছর পূর্বের সেই ধারা এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। ফলে একদিকে গ্রামগুলি হচ্ছে উজাড়, অন্যদিকে শহরে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়। পুঁজিবাদের স্বার্থেই গ্রাম হ'তে শহরের শিল্প-কলকারখানায় ও অন্যান্য কায়িক শ্রমের কাজে সস্তা শ্রমিকের অব্যাহত সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এসব শ্রমিকের না ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই, না ছিল পরিবার-পরিজনকে উপযুক্তভাবে পালনের সামর্থ্য। গ্রাম হ'তে চলে আসার ফলে সেখানেও আর তাদের ফিরে যাবার পথ খোলা ছিল না। এরাই গড়ে তুলেছে বস্তি, যা শহুরে বহুবিধ সামাজিক অপকর্মের উৎস ও আবাসস্থল দুই-ই। উপরন্তু আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার ফলে গ্রামের অবশিষ্ট সম্পদও শহরে চলে আসছে। গ্রামগুলি শোষিত হচ্ছে তীব্রভাবে। এজন্যেই মুসলিম বিশ্বের দেশগুলিতে কৃষি উন্নয়ন নয়, পল্লী উন্নয়নের উপর সমধিক জোর দিতে হবে। ইসলাম আয় ও সম্পদের সুষম বন্টনের উপর যে বিশেষ জোর দেয় তার প্রেক্ষিতেই বিদ্যমান শহর-গ্রাম ভারসাম্যহীনতা ও শোষণের অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুসলিম বিশ্বের জনসমষ্টির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থেও এটা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হবেঃ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, গ্রামীণ এলাকার অপরিহার্য অবকাঠামো বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ, কৃষি তথা চাষাবাদ, পশুপালন, হাঁস-মুরগীর খামার ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন, গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ, লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কৌশল ব্যবহার, সর্বোপরি স্বউদ্যোগ কর্মসংস্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

মুসলিম বিশ্বের মহিলাদের আজ তাদের উপর পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে। 'হিজাব' নামের অর্থ পাশ্চাত্য করেছে অন্তঃপুরবাসিনী। বাইরের দুনিয়ায় কাজের অযোগ্য। অথচ রাসূলে করীম (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদা (রাঃ)-এর যুগে মহিলারা হিজাব মেনেই বাইরের সকল প্রয়োজনীয় কাজে অংশ নিয়েছেন। তারা মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন, ক্ষেত-খামারে কাজ করেছেন, ব্যবসা করেছেন, যুদ্ধে পর্যন্ত শরীক হয়েছেন। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই মহিলাদের নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এবং হিজাব রক্ষা করেই সমাজ ও দেশ গঠনে স্ব স্ব ভূমিকা রাখতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন তথা মুসলিম উম্মাহ্র উন্নয়নে মহিলাদের যথোচিত অবদান রাখার স্বার্থেই তাদের উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ অবারিত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ইরানের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। নারীর ক্ষমতায়নের নামে পাশ্চাত্য তথা পুঁজিবাদী সমাজ যা করতে চাইছে তা আসলে পরিবারকে ভেঙ্গে ফেলার সুগভীর ষড়যন্ত্র এবং নারীকে পুরোপুরি পণ্য হিসাবে পুরুষের যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী বানাবার ঘৃণ্য অপকৌশল। আজ সঊদী আরব, ইরান, সংযুক্ত আরব আমীরাত, মালয়েশিয়ার মহিলারা পুরো হিজাব মেনেই বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেও এই ধারা শুরু হয়েছে। একে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর এই অগ্রগতির যুগে পাশ্চাত্যের অনৈসলামী শক্তির কাছে মুসলিম বিশ্ব তথা ইসলামী জনগোষ্ঠী ক্রমাগত মার খেয়ে যাবে যদি না তারা এ বিষয়ে অন্ততঃ তাদের সমকক্ষতা অর্জনের চেষ্টা না করে। ইসলামী জীবনধারাবিরোধী টিভি, ফিল্ম, ভিসিআর, ভিডিও, অডিও, সিডি, পত্র-পত্রিকা ও গবেষণা সাময়িকীর চাতুর্যপূর্ণ প্রচারণায় মুসলিম যুবশক্তির এক বিশাল অংশ বিভ্রান্ত, সম্বিতহারা। নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা এখন ব্যক্তিগত ভোগের পেয়ালা পূর্ণ করতে উদগ্রীব। অনন্ত আখিরাতকে ভুলে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগের জন্যে তারা আজ সবর্স্ব ত্যাগে প্রস্তুত। স্যাটেলাইট সংস্কৃতির আগ্রাসনে আজ মুসলমানদের শুধু ঘরই ভাঙছে না, নিজেদের অজান্তেই তারা ভিন্ন সংস্কৃতির দাসানুদাস হয়ে যাচ্ছে। ইহুদী ধনকুবের ও তাদের খ্রীষ্টান দোসররা যে উদ্দেশ্যে অঢেল বিত্তের যোগানের পাশাপাশি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা সফল হ'তে চলেছে। তাই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে রুখতে হ'লে মুসলিম বিশ্বকে তার নিজস্ব ইসলামী ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতেই হবে। মুসলমানের তাহযীব-তমদ্দুন প্রচারের, তার সংগ্রাম ও স্বাধীনতার কথা বলার, তার চিন্তা ও চেতনা প্রকাশের বাহন হবে এই নেটওয়ার্ক। এজন্যে যেমন চাই ইসলামী সংস্কৃতিসেবীদের একনিষ্ঠ তৎপরতা তেমনি চাই অকৃপণ বিনিয়োগ।

মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আজ পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বেশী করে বৃদ্ধির সময় এসেছে। উম্মাহ্র যে ধারণা ইসলামে রয়েছে তারই এখন বেশী বেশী চর্চা ও অনুশীলন প্রয়োজন। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জনসংখ্যা, সম্পদ বন্টন ও ব্যবহার, শিক্ষা-তথ্যসংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত প্রয়াসের প্রয়োজন। ইহুদী-খ্রীষ্টানচক্র সদা-সর্বদা নানান ফন্দিতে, নানান আপাতঃমধুর কিন্তু কৌশলী চক্রান্তের দ্বারা এই উদ্যোগের জন্যে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্তকে বানচাল করে দিচ্ছে। এর মুকাবিলায় আল-কুরআনের ভাষাতে আমাদের সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবূতির প্রয়োজন। এজন্যে চাই

সহনশীলতা ও দূরদৃষ্টি। চাই শত্রুর কৌশল সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ এবং সবার উপরে চাই সত্যিকার মুমিনের মধ্যে যে 'উখওয়াত' থাকে তারই নিরন্তর চর্চা। মুসলিম উম্মাহ্কে তার বাহ্যিক সব ভেদাভেদ ভুলে সত্যিকার বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হ'তে হবে। তবেই না একে অপরের দুঃখে সমব্যথী হবে, নিজের সম্পদ অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে অনুপ্রাণিত হবে। মুসলিমপ্রধান দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও মতপার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে সুসম্পর্ক সৃষ্টি আজ সময়ের দাবী। নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলে বড় দুশমনকে মুকাবিলার প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সময়।

উপরন্তু গবেষণা ও উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতের উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বলে বিবেচনা করা উচিত। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, পশ্চিমা দুনিয়া গবেষণার জোরেই আজকের নেতৃত্বের আসনে আসীন হ'তে পেরেছে। তাকে ছাড়িয়ে যেতে হ'লে আমাদের শুধু গবেষণা করলেই চলবে না; বরং বিদ্যমান প্রযুক্তি ও কৌশলকে অতিক্রম করে যেতে হবে। অনেকের কাছে মনে হ'তে পারে Third World Academy of Science এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এক প্রতিষ্ঠান। এটা একটা বিরাট ভুল ধারণা। বর্তমানের তীব্র ও অসম প্রতিযোগিতার যুগে কেউ কারও কাজ করে দেয় না; বরং অন্যকে অতিক্রম করে যাওয়ারই চেষ্টা করে। সে জন্যই যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যের এতটুকুও এর দ্বারা পূরণ হয়নি। মৌলিক গবেষণা, দেশের স্বার্থে গবেষণা বিজ্ঞানীদের, প্রকৌশলীদের নিজেদেরকেই করতে হবে। ইসলামের যে যুগটি সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল হিসাবে গণ্য করা হয় সে যুগটি বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কার ও গবেষণার যুগ এই সত্যটি যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারা যাবে ততই মঙ্গল। সেই আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ হবে আরও মঙ্গলময়।

গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের সাথে সাথে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্যে ইসলামী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রেরণায়ও উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। ইসলামী প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি হবে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার পরিচায়ক। এর অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে মানুষের হালাল প্রয়োজন পূরণের স্বার্থেই বৃহৎ আকারের উৎপাদনের নিশ্চয়তা ও অব্যাহত ব্যয় হ্রাসের প্রয়াস। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হবে মুষ্টিমেয় লোকের বিলাসিতার জন্যে প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশ নয়; বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন। পুঁজিবাদী প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একদিকে তা যেমন তাদের জীবনাদর্শের অনুসারী অন্য দিকে তা মুষ্টিমেয় বিত্তাশালীর রুচি বৈচিত্র্য পূরণের জন্যেই নিবেদিত। কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষার চাইতে কত দ্রুত ও ব্যাপকহারে তাদের জীবন সংহার করা যায় সেই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে অকাতরে। কোটি কোটি বনী আদমকে বুভুক্ষু, বিবস্ত্র ও গৃহহীন রেখে মঙ্গল গ্রহে অভিযানে ব্যস্ত পুঁজিবাদের ক্রীড়নক প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদ-বিজ্ঞানীরা। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর খুরশিদ আহমাদ তাই তাঁর Economic Development in an Islamic Framework বইয়ে যথার্থই বলেছেন, 'উন্নয়ন প্রক্রিয়া তখনই স্বনির্ভর হবে যখন আমরা শুধু বৈদেশিক সাহায্য হ'তে মুক্ত হব না; বরং ভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বিকশিত প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করে প্রযুক্তির সৃজনশীলতা আত্মস্থ করতেও সমর্থ হব এবং আমাদের স্বকীয়তার চিহ্নবাহী প্রযুক্তি নির্মাণে সক্ষম হব'। পুঁজিবাদের আগ্রাসন হ'তে মুক্তি পেতে চাইলে মুসলিম প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের এই লক্ষ্যে হ'তে হবে নিবেদিত প্রাণ।

আমাদের করণীয়ঃ

এতক্ষণ যা বলা হ'ল সেগুলি সার্বিকভাবে সকলের জন্যে, মুসলিম উম্মাহ্র প্রত্যেকের জন্যে প্রযোজ্য। এছাড়াও আমাদের মত দেশের জন্যে বিশেষ কিছু করণীয় রয়েছে, যেগুলি না করলে আমরা কোনক্রমেই আগ্রাসী পুঁজিবাদের মুকাবিলা করতে সমর্থ হব না। সংক্ষেপে ঐসব বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হ'ল।

আমাদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে সকল মানসিক ও আত্মিক জড়তা ও অবসাদ কাটিয়ে ওঠা। তাহ'লেই পরনির্ভরশীলতা ও পরপদলেহী মনোভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। যে জাতি মানসিকভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল, যে জাতি মানসিক প্রতিবন্ধী তার উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। তাই সবার আগে আমাদের মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে। এজন্যে চাই নির্ভেজাল তাওহীদে আস্থা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে সত্যিকার অর্থে রব মানলে, তারই হাতে জীবন ও মরণ এই বিশ্বাস থাকলে এবং পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি অমোঘ প্রাপ্য এই আক্বীদার উপর দৃঢ় থাকলে সকল জড়তা ও পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সত্যিকার মুসলমান তো সেই দৃপ্ত কণ্ঠে যে ঘোষণা দেয় إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে নিবেদিত' *(আন'আম ১৬২)*। মরুচারী আরব বেদুঈন এই বিশ্বাসের বলেই একদা বিশ্বের অর্ধেকের বেশী এলাকা কালেমা ত্বাইয়েবার পতাকার নীচে আনতে সমর্থ হয়েছিল। হারাবার তার কিছুই নেই, এই বোধ তাকে দুর্বার করেছিল। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করার নেই- এই ঈমান তাকে বিশ্বের শাসক বানিয়েছিল। তাই সবার আগে আমাদের সেই আল্লাহ্তে বিশ্বাসী অকুতোভয় সৈনিক হ'তে হবে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যে জাতি আল্লাহ্তে বিশ্বাসে বলীয়ান নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে যার মানসিক সাহস ও দৃঢ় প্রয়াস নেই, সে বিশ্ববাসীর শুধু করুণাই কুড়ায়।

স্বাবলম্বী হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরমুখাপেক্ষিতা, পরনির্ভরশীলতা একটা জাতিকে ভিতর থেকেই ধ্বংস করে ফেলে। সে তখন হয় নির্বীর্য, লোভাতুর, অন্যের হাতের ক্রীড়নক। তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেওয়া সম্ভব। পুঁজিবাদ একদিকে আদর্শিক দৈন্যতায় গ্রাস করে, অন্যদিকে

ক্রমাগত নির্ভরশীলতার ফাঁদে আটকে চূড়ান্ত সর্বনাশ করে ছাড়ে। এ থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ অবধি ঈমান-আক্বীদা সবই হারাতে হয়। তাই প্রয়োজনে আমাদের অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে নিজেদের যা আছে তাই নিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াবার কঠিন সংকল্প নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়লদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রবণতা যেমন ত্যাগ করতে হবে তেমনি অন্যের অন্ধ অনুকরণও বন্ধ করতে হবে।

এজন্যে সাময়িক অসহিষ্ণু ও লোভে বিভ্রান্ত না হওয়াই হবে সবচেয়ে উত্তম পথ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু-পুরাতন এই আপ্তবাক্য আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই। বরঞ্চ সহজে বিনাশ্রমে দ্রুত বড়লোক হ'তে চেষ্টা করা, ফাঁকি দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রবণতাই আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। এই সর্বনাশা প্রবণতা হ'তে যত দ্রুত সম্ভব মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা অতীব প্রয়োজন। হালাল-হারামের বাছ-বিচার সমাজ হ'তে উচ্ছিন্ন প্রায়। অবৈধ উপায়ে আয় এবং সে পথেই ব্যয় পুঁজিবাদে নিষিদ্ধ নয়; বরং আদৃত। এই পথ ধরে ভোগলিপ্সার পাশাপাশি নানা দুর্নীতি, অনাচার, শ্রেণী ও বৈষম্য সমাজে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির সীমা নেই। চূড়ান্ত ভোগবাদী জীবন আমাদেরকে ইঁদুর দৌড়ে নামিয়েছে। ফলশ্রুতিতে *কানা'আত* (অল্পে তুষ্টতা) আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছে। আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ-পংকিলতা অবাধে প্রবেশ করেছে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে সকলকে, বিশেষ করে সমাজের সকল নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীকে।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিগত শতাব্দী ধরে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে সে বিষয়ে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে ইসলামী দুনিয়ায় ক্রমশঃ জেগে ওঠা তরুণ-তরুণীদের, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুকৌশলে যে সূক্ষ্ম ইসলামবিরোধী অপপ্রচার ও হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এর বিরুদ্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আজ মুরতাদ সালমান রুশদী বা কুখ্যাত তসলীমা নাসরীনের চেয়ে ইসলামী দুনিয়ার অনেক বড় শত্রু স্যামুয়েল পি হান্টিংটন। ইসলামের বিরুদ্ধে তার কৌশলী অপপ্রচার ও ভীতি সঞ্চারের পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্বকে সর্বশক্তি দিয়ে ইসলাম তথা ইসলামী জনগোষ্ঠীর মুকাবিলা করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন হান্টিংটন। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হ'লে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটী অর্গানাইজেশনের (NATO) সেক্রেটারী জেনারেলও বলেছিলেন 'পাশ্চাত্য তথা বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে এখন সবচেয়ে বড় হুমকী 'মৌলবাদী' ইসলাম। একে রুখতে হবে'। মাইকেল ক্যামডেসাস, টনি ব্লেয়ার, বিল ক্লিনটন, হেলমুট কোহল, জ্যাক শিরাক প্রমুখরা বিশ্বস্ততার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তাই শুধু ফতোয়াবাজি বা মৌলবাদ খুঁজে বেড়াবার এদেশী এজেন্টদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকলেই দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না; বরং বার্নস্টাইন-ড্র্যাপার-হান্টিংটনদের দোসরদেরও মুকাবিলা করতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও আত্মিক সকল দিক থেকেই। এদেশের প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ইসলামবিরোধী ভূমিকা আজ আর সচেতন মহলের অজানা নেই। আমাদেরই মধ্যে লুকিয়ে থাকা বর্ণচোরা সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীর পাশাপাশি ভারতসহ গোটা বিশ্বের ইসলামবিরোধীরা অর্থ, কৌশল ও প্রযুক্তি দিয়ে এদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করে তোলার অক্লান্ত প্রয়াস চালানো আমাদের অতি অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে অকাতরে সম্পদ ও সময়ের কুরবানীর জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। তা না হ'লে শুধু Lip service দিয়ে কোন লাভ নেই।

সবশেষে কিন্তু সবচেয়ে যরূরী যে বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই নিবন্ধের সমাপ্তি টানতে চাই তা হ'ল আজ ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে। এ দেশের কোটি কোটি তাওহীদী জনতা ইসলামের সবুজ পতাকার নীচে সমবেত হ'তে ইচ্ছুক। ইসলামের জন্যে তাদের জান কুরবান, কিন্তু তাদের দ্বিধান্বিত ও বিভক্ত করে রেখেছে ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য। একইভাবে এদেশের ইসলামপন্থী দলগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী জীবনাদর্শে বাস্তবায়ন হ'লেও একত্রিত হ'তে পারছে না, জোটবদ্ধ হয়ে কার্যকর কোন মোর্চা গড়ে তুলতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজেন্টরা কৌশলে তাদের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রেখেছে। এই অবস্থার মুকাবিলায় প্রত্যয়দৃঢ় বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত যুবশক্তিকেই এগিয়ে আসতে হবে দৃঢ় মনোবল আর অসীম ধৈর্য নিয়ে। ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জনগোষ্ঠী পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে, ইতিহাসে এর নযীর অসংখ্য। আল্লাহ নিজেই আল-কুরআনে হুকুম দিয়েছেন, *'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (আলে ইমরান ১০৩)*। এই নির্দেশ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। বিদ্যমান গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে তার পরিণতি যেমন করুণ হবে তেমনি স্রোতের বিপরীতে চলতে হ'লে চাই সাহস, কৌশল ও শক্তি। সমবেত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। এদেশের যুবশক্তিকে বিশেষ করে ইসলামপ্রিয় যুব-জনতাকে এই বোধ-বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হবে। তাহ'লে পুঁজিবাদের কুৎসিত লোভ-লালসা ও মানবতার অপমানকারী শোষণ-নিপীড়ন হ'তে রেহাই পাওয়া যাবে।

বর্তমান শতাব্দী হবে ইসলামের। বর্তমান বিশ্বের ইসলামবিরোধী বহু বুদ্ধিজীবীই এ ব্যাপারে একমত। তাই তারা উঠে পড়ে লেগেছে একে প্রতিহত করতে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে এই উদ্দেশ্যে হাতিয়ার ও ঢাল উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এর বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের নিশ্চয়তা দিতে পারে। পুঁজিবাদের যাঁতাকল হ'তে নিষ্পেষিত মানবতাকে মুক্তি দিতে পারে। সে জন্যেই আমাদের যেমন শত্রুর কৌশল জানতে হবে, বুঝতে হবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপকে মনিটর করতে হবে, তেমনি নিজেদেরকেও একই সঙ্গে তার উত্তম ও যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থাপন করার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্যও সঞ্চয় করতে হবে। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ছবর দুই-ই করতে হবে। ইসলামের প্রতিশ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তা, কল্যাণ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে এর বিকল্প নেই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সেনাবাহিনী ও মাদরাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার দাবী (?)

*-ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী**

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশ। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সেনাবাহিনী আছে। এমন কোন দেশ নেই যেখানে সেনাবাহিনী নেই। স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকে থাকার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণেই সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। সেনাবাহিনী না থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন জাতি হিসাবে টিকে থাকা হুমকির সম্মুখীন হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি বিশেষ মহল সম্প্রতি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। একই সাথে তারা মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী পর্যায় থেকে ধর্মশিক্ষাকেও তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে সিপিডি-'প্রথম আলো'র উদ্যোগে গঠিত 'জাতীয় নীতি ফোরামে'র শিক্ষানীতি সংক্রান্ত এক আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে প্রতিরক্ষা বাজেটের ঐ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সাথে তারা এদেশ থেকে মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী স্কুল পর্যায় থেকেও ধর্মশিক্ষা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেন। কয়েকটি এনজিও'র প্রতিনিধি ও বাম ধারার শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা আলোচনা কালে বলেন, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিরক্ষা খাতের এই বিপুল অংকের বাজেট শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করলে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ব্যাপক জাতীয় উন্নতি সাধিত হবে। অপরদিকে মাদরাসা শিক্ষা জাতির কোন কল্যাণ করার পরিবর্তে তালেবান বাহিনী গড়ে তুলছে উল্লেখ করে তারা বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকেও ধর্মশিক্ষা পুরোপুরি তুলে দিতে হবে। কারণ এই ধর্মশিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ধর্মশিক্ষার জন্য পরিবার ও চার্চই যথেষ্ট বলে তারা মন্তব্য করেন এবং সেনাবাহিনীর পরিবর্তে গণবাহিনী গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেন, সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে দেশের নাগরিকদের মাধ্যমে পিপলস আর্মি অর্থাৎ গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতিরক্ষা খাতের ঐ টাকা শিক্ষা খাতে খরচ করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মাদরাসায় এখন ভালো নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। সেখানে কেবল তালেবান তৈরী হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলেও আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষা রাখা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্মশিক্ষা দেবে পরিবার ও চার্চ, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। মহিলা পরিষদ নেত্রী হেনা দাস বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকে ধর্মশিক্ষা তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শৈশবে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ফলে আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফযলে হাসান আবেদ বলেন, মাদরাসা শিক্ষায় আলোকিত মানুষ বা দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না। সুতরাং মাদরাসাকে জাতীয় বাজেট থেকে অর্থ দেওয়ার আগে মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার এবং এর কারিকুলাম পরিবর্তন করতে হবে' (ইনকিলাব, ২৩.৮.২০০১ইং)।

সুপ্রিয় পাঠক! এ দেশে একটি বিশেষ মহল রয়েছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি চালু করে ইসলামকে উৎখাত করতে চায়। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এই মহলটি মাঝে মধ্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে থাকে। তারা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের জানা উচিত যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশে একজন মুসলমান জীবিত থাকতেও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোন ষড়যন্ত্র বাস্তব রূপ লাভ করবে না। এদেশের মাটি থেকে ইসলামকে উৎখাত করা যাবে না। বরং নিজেদেরকেই ধ্বংস হতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী অতীতে যারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তুরস্কের কথাই ধরা যাক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করেও সেখানে ইসলামকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি বরং ইসলামী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

সেনাবাহিনী নিয়ে হঠাৎ তাদের মাথা ব্যথা কেন? কারণটা কি? নাকি সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার দাবীর পিছনে ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে? সেনাবাহিনীর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহ'লে 'গণবাহিনী' বা 'পিপলস আর্মি' গঠনের সুফারিশ কেন? তারা কোন্ কাজে লাগবে? একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অযৌক্তিক ও হাস্যকর। অতএব এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্য উক্ত মহলটির জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বমহলের দাবীর প্রেক্ষিতে জাতির সবচেয়ে আস্থাশীল সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশবাসীর বিশ্বাস নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হ'লে জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান করতে পারবে এবং নির্বাচনও নিরপেক্ষ হবে। সেনাবাহিনীই একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারে। আর এই মুহূর্তে চিহ্নিত এই মহলটি বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তুলে দেওয়ার দাবী করে বসল!

সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার তাদের এই দাবী গভীর ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ বলে প্রতীয়মান হয়। এই দাবীর ফলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে

* বি.এ. অনার্স, এম.এ, ডি.এইচ.এম.এস, মির্জাপুর পূর্বপাড়া, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬।

সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বলে তারা কি বুঝাতে চান? বাংলাদেশের তিনদিকে স্থলবেষ্টিত ভারত। দেশ ও সামরিক শক্তি হিসাবে ভারত অনেক বড়। তাদের সাথে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই কি সেনাবাহিনী তুলে দিতে বলেন? রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বলতে কি তারা বুঝাতে চান যে, বাংলাদেশের রাজনীতি ভারত নির্দেশিত পথে চলবে? নাকি বাংলাদেশের অস্তিত্বটা ভারতের দয়ার উপর নির্ভর করে টিকে থাকবে? তারা কি মনে করেন যে, বাংলাদেশ এক সময় ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়ে যাবে? নইলে স্বাধীন দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার দাবীর পিছনে রহস্যটা কি? ভারত দিনের পর দিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেই চলেছে। তাদের সামরিক শক্তি হ্রাস বা সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার দাবী করা হচ্ছে না কেন? বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর 'রক্ষীবাহিনী' গঠন করা হয়েছিল। তারা যে 'গণবাহিনী'র সুফারিশ করেছে সেটা কি রক্ষীবাহিনীর স্থান দখল করবে না? তাদের সুফারিশকৃত 'গণবাহিনী' বা 'পিপলস আর্মি' যদি আর্মিই হয়, তবে সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার দাবী অযৌক্তিক নয় কি?

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই সীমান্ত সমস্যায় ভুগছে। সর্বত্র সীমান্ত গোলযোগ লেগেই আছে। সুযোগ পেলেই একে অন্যের ভূখণ্ড দখল করছে। ছোট দেশগুলি বড়দের দ্বারা আক্রান্ত ও শোষিত হচ্ছে নানাভাবে। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থাকে জোরদার করা হচ্ছে বা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা হচ্ছে নিজেদের স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড রক্ষার্থে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী কুড়িগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীকে সাফল্যের সাথে ঠেকিয়ে দিয়েছে। যদি আজ প্রতিরক্ষা বাহিনী না থাকত, তাহ'লে অবস্থাটা কি দাঁড়াত? সঙ্গত কারণেই দাবী উঠেছে বাংলাদেশের বিডিআর এবং সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার। অথচ একটি বিশেষ মহল সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার দাবী করছে। বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। এমন কোন দেশ আছে কি যে দেশে প্রতিরক্ষা বাহিনী তুলে দেওয়া হয়েছে বা তুলে দেওয়ার দাবী করা হয়েছে? বরং আরো শক্তিশালী করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তাদের আরেকটি দাবী হ'ল এদেশ থেকে মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী স্কুল পর্যায় থেকে ধর্ম শিক্ষা তুলে দিতে হবে। তাদের যুক্তি হ'ল মাদরাসায় কোন ভাল মানুষ গড়ে উঠছে না। সেখানে কেবল তালেবান বাহিনী তৈরী হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষায় জাতির কোন কল্যাণ হচ্ছে না। জানিনা তারা বাংলাদেশে তালেবান বাহিনীর অস্তিত্ব কোথায় দেখতে পান। বিগত সরকারের আমলে যত হত্যাকাণ্ড এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার দায়দায়িত্ব মৌলবাদীদের উপর চাপানো হয়েছে। কওমী মাদরাসা গুলিকে মিনি ক্যান্টনমেন্ট বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এসব মাদরাসায় অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে এবং ট্রেনিং দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। তালেবান বাহিনী, লাদেন বাহিনী ও হরকাতুল জেহাদ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ ও এসব বাহিনীর সদস্য বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। হক্কানী আলেম ও মাদরাসার ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী ও নির্যাতন করা হয়েছে। তারা কি কোন মাদরাসায় অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছেন? হক্কানী কোন আলেমকে এবং মাদরাসার কোন ছাত্রকে তালেবান বাহিনী, লাদেন বাহিনী ও হরকাতুল জেহাদ বাহিনীর সদস্য হিসাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন? না কোন হত্যাকাণ্ড বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে? তবে কেন তালেবান গড়ে উঠছে বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে? একটি মুসলিম দেশ থেকে মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা তুলে দেওয়ার দাবীর অর্থটা কি? নাকি তারা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান? কারণ সুকৌশলে এদেশ থেকে মাদরাসা শিক্ষা তুলে দিলে মুসলমান থাকবে না, আর মুসলমান না থাকলে ইসলাম থাকবে না। ইসলাম না থাকলে বাংলাদেশের মুসলিম দেশ শুধু নয় বরং স্বাধীন হিসাবে টিকে থাকবে না। তাদের জানা উচিৎ প্রতিটি দেশেই ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শুধু মুসলিম দেশেই নয় অমুসলিম দেশেও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতের মত দেশেও পৃথিবী বিখ্যাত 'দেওবন্দ' মাদরাসা রয়েছে।

তারা আরো বলেন যে, প্রাইমারী স্কুলে ধর্মশিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়। তাদের এই দাবী হাস্যকর। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে শিশুদের কোন ধারণাই থাকার কথা নয়। শিশুরা তো দূরের কথা এদেশের মুসলমানদের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবই নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সুনাম আছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দাবী হ'ল তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দখল করে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ দিকে বাংলাদেশের উগ্র হিন্দুরা বাংলাদেশের মধ্যে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের হুমকি দিয়েছে। আজকে যারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী পর্যায় থেকে ধর্ম শিক্ষা তুলে দেওয়ার দাবী করেছে তাদের এই দাবী এদেশে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার গভীর ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ কি-না ভেবে দেখার বিষয়।

এই বিশেষ মহলটির জেনে রাখা উচিৎ বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করা হোক না কেন তা সফল হবে না এবং পরিনাম শুভ হবে না। আমরা বলতে চাই, এ দেশের কোটি কোটি তৌহীদী জনতা সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত। স্বাধীন দেশ হিসাবে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সেনাবাহিনী আছে এবং থাকবে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে এদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং থাকবে। বরং আরও বাড়াতে হবে। কাজেই এদেশ থেকে সেনাবাহিনী ও মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী স্কুল পর্যায় থেকে ধর্ম শিক্ষা তুলে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ দাবী নিতান্তই হাস্যকর ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এই সব চিহ্নিত মহল থেকে সকলকে সাবধান থাকার আহবান জানাই।

[আদর্শ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন ভাইগণ এই কলামে লেখা পাঠাতে পারেন। -সম্পাদক]

নবীনদের পাতা

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী

*-মুযাফ্ফর বিন মহসিন**

(৩য় কিস্তি)

(চ) অনুরূপভাবে হাদীছে এসেছেঃ عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَمَنْ اَطَاعَ أَمِيْرِيْ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ – হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল'।[৪১]

(ছ) তবে আনুগত্য ততক্ষণ করতে হবে যতক্ষণ আমীর সৎ কাজের নির্দেশ দিবেন। যেমন অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَطَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ متفق عليه– وفى رواية لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আনুগত্য কেবল সৎ কাজেই, অশ্লীল-অসৎ কর্মে কোন আনুগত্য নেই'।[৪২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[৪৩] অন্য আরেক বর্ণনায় রয়েছে, 'আমীরের মাথা যদি কিসমিসের ন্যায়ও হয় তবুও তার আনুগত্য করতে হবে'।[৪৪]

৭. বৃথা তর্ক, ঝগড়া, মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলাঃ

(ক) একজন মুমিনের করণীয় হ'ল, সুন্দর কথা বলা, অন্যথা চুপ থাকা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ হ'লঃ عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ – হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৪৫]

(খ) ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন- وَاَطِيْعُوْا اللّهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ– 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আর নিজেরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। কারণ তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(আনফাল ৪৬)*।

(গ) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ – হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে একজন খাঁটি মুনাফিক্ব, আর যার মধ্যে তন্মধ্যে একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিক্বী অবশিষ্ট থাকবে, যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করবে। সেগুলি হ'ল, (১) আমানতের খিয়ানত করে (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (৩) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি দেয়'।[৪৬]

(ঘ) রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ তা শ্রবণ করা ও দেখা নাজায়েয। কেননা শরীয়তে উভয়টিই নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ 'মুমিনগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর ইহাই তাদের জন্য সর্বোত্তম' *(নূর ৩০)*।

(ঙ) আল্লাহ তা'আলা যেমন মুমিনদের চক্ষু বা দৃষ্টিকে সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি রাসূল (ছাঃ)ও চোখ ও কানের পাপ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যেমন-

---

৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী ৪/৪৪৪ পৃঃ, হা/৭১৩৭; মুসলিম ৩/১৪৬৬ পৃঃ, হা/১৮৩৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৭১; মিশকাত হা/৩৬৬১ 'ইমারত' অধ্যায়।

৪২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী ফাৎহুল বারীসহ ১৩/১৫২ পৃঃ, হা/৭১৪৪; মুসলিম ৩/১৪৬৯ পৃঃ, হা/১৮৪০; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৮১, মিশকাত হা/৩৬৬৫।

৪৩. শারহুস সুন্নাহ, সিলসিলা ছাহীহা ১/২৯৭-৯৮ পৃঃ, হা/১৭৯, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৬৯৬ 'ইমারত' অধ্যায়।

৪৪. ছহীহ বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ ১৩/১৫২ পৃঃ, হা/৭১৪২; ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩৭; মিশকাত হা/৩৬৬২-৬৩।

৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৬০১৭ 'আদব' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭-৪৮; মিশকাত হা/৪২৪৩ 'রিয়াক্বত' অনুচ্ছেদ।

৪৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৩৪; মুসলিম ১/৭৮ পৃঃ, হা/৫৮, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৪৩ ও ১৫৮৪ পৃঃ ৪৫৫, মিশকাত হা/৫৫ 'কাবীরা গোনাহ ও মুনাফিকের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ على إِبْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَالِكَ لاَمُحَالَةَ، اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاه اَلْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا اَلْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা সে অবশ্যই করবে। দু'চোখের ব্যভিচার হ'ল দেখা, দু'কানের ব্যভিচার হ'ল শ্রবণ করা, জিহ্বার ব্যভিচার হ'ল কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হ'ল ধরা, পায়ের ব্যভিচার হ'ল চলা এবং মন যা চায় ও আকাংখা করে গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে'।[৪৭]

(চ) অনুরূপভাবে অশ্লীল গান-বাজনা, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি শ্রবণ সম্পর্কে সাবধান বাণী ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْنِ عُمَرَفِىْ طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيْقِ إِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ ثُمَّ قَالَ لِىْ بَعْدَ أَنْ بَعُدَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ؟ قُلْتُ لاَ، فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ فَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا -

হযরত নাফে (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদা ইবনে উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে রাস্তায় ছিলাম। এমন সময় তিনি বাঁশির সুর শুনতে পাওয়া মাত্রই স্বীয় হাতের দু'আঙ্গুল দু'কানের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং রাস্তা থেকে অন্যদিকে সরে গেলেন। বহুদূর অতিক্রম করার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে নাফে'! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম, না। তখন তিনি কান হ'তে আঙ্গুলদ্বয় সরালেন। অতঃপর বললেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংগে অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ বাঁশির সুর শুনতে পেলে আমি যেরূপ করলাম তিনিও সেরূপ করেছিলেন। রাবী নাফে' বলেন, 'আমি তখন ছোট ছিলাম'।[৪৮]

(ছ) অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী গান-কবিতার ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌمِّنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا- হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন ব্যক্তির পেটকে কদর্য পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ করা, যে পুঁজ শরীর নষ্ট করে দেয়, তা (চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল) কবিতা-গান দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম'।[৪৯]

উল্লেখ্য, অপর এক হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কবিতা-গান সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লে তিনি বলেন, 'কবিতা-গান কথা মাত্র। উহার ভালগুলি ভাল এবং খারাপগুলি খারাপ'।[৫০] সুতরাং ইসলামের সুমহান মর্যাদাকে সুসমন্বিত করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের মত এখনও ইসলামী জাগরণী, গান ও কবিতা শরীয়তে বৈধ, যার একাধিক দলীল বিদ্যমান।[৫১]

(জ) সৎ ও সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(তওবা ১১৯)*।

(ঝ) অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন-

عَنْ أَبِىْ مُوْسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً -

হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ভাল লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সঙ্গের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁক দানকারীর ন্যায়। কস্তুরী বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে ক্রয় করবে অথবা তার কাছে থাকলে তার সুঘ্রাণ তো তুমি অবশ্যই পাবে। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পুড়িয়ে দিবে অথবা তাঁর নিকট থেকে দুর্গন্ধ অবশ্যই পাবে'।[৫২]

[চলবে]

---

৪৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী, ফাৎহুল বারীসহ ১১/৬১৪ পৃঃ হা/৬৬১২; ছহীহ মুসলিম হা/২৬৫৭, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৫২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬২২; মিশকাত হা/৮৬ 'তাকদীরের প্রতি ঈমান' অনুচ্ছেদ।

৪৮. আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব, মিশকাত ৩/১৩৫৫ পৃঃ, হা/৪৮১১ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা আবৃতি' অনুচ্ছেদ।

৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৬১৫৪-৫৫ 'আদব' অধ্যায়; মুসলিম হা/২২৫৭-৫৮; ছহীহ তিরমিযী হা/৩০২১-২২ মিশকাত হা/৪৭৯৪।

৫০. দারাকুতনী, সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত ৩/১৩৫৫ পৃঃ, হা/৪৮০৭ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা আবৃতি' অনুচ্ছেদ।

৫১. ছহীহ বুখারী হা/৬১৪৬; ছহীহ মুসলিম হা/২২৫৫; ছহীহ আবুদাঊদ ৩/২৩১ পৃঃ, হা/৫০১৩ সনদ ছহীহ, তাহক্বীক মিশকাত হা/৪৭৮৭, ৮৯।

৫২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ আবুদাঊদ ৩/১৮৬-৭ পৃঃ, হা/৪৮২৯; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২১৪; মিশকাত ৩/১৩৯৫ হা/৫০১০ 'আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর সাথে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।

হাদীছের গল্প

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জেযা

*-মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস শাহ।**

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম, আর (কখনও) পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদা আমি তাঁদের (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবাদের) রাস্তায় বসেছিলাম। আবুবকর (রাঃ) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি এ উদ্দেশ্যেই তা করলাম, যেন তিনি আমাকে কিছু খেতে দেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। এরপর ওমর (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকেও সেই একই উদ্দেশ্যে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন, কিছুই করলেন না।

অতঃপর আবুল কাসেম (ছাঃ) (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন। তিনি আমার চেহারা দেখে মনের কথা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লা-হ (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি উপস্থিত)। তিনি বললেন, এসো! অতঃপর তিনি চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমি অনুমতি চাইলাম। অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম।

তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? লোকেরা উত্তর দিল, অমুক (পুরুষ) অথবা অমুক (স্ত্রীলোক) আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছে। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, 'লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লা-হ'! তিনি বললেন, যাও 'আছহাবে ছুফ্ফা'র লোকদেরকে ডেকে আন। (রাবী বলেন) 'আছহাবে ছুফ্ফা' ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না। আর না ছিল কোন আত্মীয়-স্বজন, যাদের উপর ভরসা করা যায়। যখন কোন ছাদাক্বার মাল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসত, তিনি তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। নিজে সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি কোন হাদিয়া (উপঢৌকন) আসত, তিনি সেখান থেকেও এক অংশ তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে এক অংশ গ্রহণ করতেন।

(আবু হুরায়রা বলেন) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে গড়লাম। (মনে মনে) বললাম, এতটুকু দুধ দ্বারা 'আছহাবে ছুফ্ফা'র কি হবে? (তারা সংখ্যায় ৮০ জনেরও উর্ধ্বে ছিল)। একমাত্র আমার জন্যই এ দুধ যথেষ্ট ছিল। আমি তা পান করলে আমার শরীরে শক্তি ফিরে পেতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদেশ করলে আমি তাদেরকে এ দুধ দিয়ে দিব, তখন আমার জন্য কিছুই থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ মান্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

সুতরাং আমি 'আছহাবে ছুফ্ফাকে' ডেকে আনলাম। তারা (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হ'ল। তারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন। এটি তাদেরকে দাও। আমি (দুধের) পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক ব্যক্তির হাতে দিলাম, সে পান করে পরিতৃপ্ত হ'ল এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিল। আমি অন্য একজনকে দিলাম, সেও তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালা ফেরত দিল। তৃতীয় জনকে দিলে, সেও তাই করল। এমনকি আমি (সবশেষে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। সবাই পরিতৃপ্ত হ'ল। তিনি পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, 'লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ'! তিনি বললেন, এখন আমি আর তুমি বাকী। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তিনি বললেন, বসে পড় এবং পান কর। আমি বসে পড়লাম এবং পান করলাম। তিনি (পুনরায়) বললেন, পান কর। আমি পান করলাম। তিনি বলতেই থাকলেন, এমনকি আমি বলতে বাধ্য হ'লাম যে, আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, আমাকে দাও। আমি তাঁকে দিলে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন। *-ছহীহ বুখারী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী) ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৬০০২, পৃঃ ৩৪-৩৬, 'কিতাবুর রিক্বাক্ব'।*

** প্রভাষক, নরসিংহপুর ফাযিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী।*

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(পিউটারের পিছনে)
৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

গুপ্তধন

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

জনৈক ব্যক্তি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে মারা যান। ছেলেরা সবাই বিবাহিত। মেয়ের বিয়ে আগেই হয়েছে। তারা সবাই সন্তান-সন্ততির মা-বাবা হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে গ্রামের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ছেলেরা পৃথক হয়ে যায়। ছোট ছেলের মায়ের প্রতি একটু বেশি ভালবাসা বুঝে মা ছোট ছেলের সাথে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

মায়ের সোনার চুড়ি পরার খুব সখ ছিল। স্বামী তার সে সখ পূরণ করতে পারেননি। ছোট ছেলে মাকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেয়। মা এতে খুব খুশী হন। ছোট ছেলে মাকে আদর-যত্নে রাখে। এভাবে কিছুদিন যাবার পর ছোট ছেলের বউ শাশুড়ীকে বলে, 'মা তোমার বিষয়-সম্পত্তি তোমার ছোট ছেলেকে লিখে দাও, আমরা তোমাকে বরাবর এভাবে দেখব। ছেলে ও বউ-এর ব্যবহারে মা প্রীত হয়ে তার যাবতীয় বিষয়-আশয় ছোট ছেলেকে লিখে দেন। তার ধারণা যে, তিনি বেশি দিন বেঁচেও থাকবেন না।

মানুষের চরিত্র বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। যাকে অতি সৎ লোক মনে করা হচ্ছে, সে-ই একদিন এমন এক অপকর্ম করে বসে, যার ফলে তার দীর্ঘদিনের সুনাম নিমেষে শেষ হয়ে যায়।

মা প্রতি রাতে চুড়িগুলি খুলে রেখে ঘুমান। সকালে আবার পরেন। একদিন তিনি চুড়ি পরতে ভুলে যান। যখন মনে পড়ে, তখন আর চুড়িগুলি পান না। খোঁজাখুজি করে মা চুড়িগুলি না পেয়ে কান্না শুরু করে দেন। মা বলেন, 'বউ ছাড়া এ ঘরে তো আমি আর কাউকে কখনও আসতে দেখিনি'। শাশুড়ীর কথায় বউ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বলে, আমিই কি তাহ'লে চুড়িগুলি চুরি করেছি। আমার কথায় স্বামী তোমাকে চুড়ি বানিয়ে দিয়েছে। আর এখন আমি চোর হ'লাম। মা বললেন, আমি তোমাকে চোর বলিনি। তুমি ছাড়া আমি তো আর কাউকে এ ঘরে আসতে দেখিনি। তুমি চুড়ি নাওনি তবে চুড়িগুলি গেল কোথায়? ছেলে মা-বউ এর কথা কাটাকাটি থামাতে ব্যর্থ হ'ল। কথা কাটাকাটি চরমে উঠলে মা বলেন, তোমরা আমার বিষয়-আশয় নিবার মতলবে আদর-যত্ন করেছ এবং চুড়িগুলিও গড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা না সরালে চুড়িগুলি কি উড়ে গেল? আমার বিষয়-আশয় আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি এ বাড়ীতে আর একদণ্ড থাকব না। মা বাড়ী হ'তে বের হয়ে গেলে বউ বলে, তোমার পরামর্শে চুড়িগুলি সরিয়ে আমি ভাল কাজ করিনি। ছেলে বলে, আস্তে বল, লোকে শুনতে পাবে।

মা বাড়ী থেকে বের হয়ে বড় ছেলের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন। বড় ছেলেকে অতি অনুনয়ের সুরে বলেন, 'বাবা! তুই আমার বড় ছেলে। তুই আমাকে একটু আশ্রয় দে বাবা। আমি ঘরের এক কোণে পড়ে থাকব। তোরা যা খাবার দিবি, তাই খাব। কোন আবদার ও অভিযোগ করব না'।ছেলে ও বউ একই সাথে বলে উঠল, 'তুমি বিষয়-আশয় ছোট ছেলেকে দিয়ে এখন আমাদের ঘাড়ে চাপতে চাও। সে হবে না। আমরা তোমাকে রাখতে পারব না।

ছেলে ও বউ এর কাটা জবাব পেয়ে মা কাঁদতে কাঁদতে মেজ ছেলের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন। সেখানেও একই পরিস্থিতি। অগত্যা মা তার শেষ ভরসার স্থল মেয়ের বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্য যান। সেখানেও তার ভাগ্যে একই বিড়ম্বনা। মেয়ে-জামাই ছোট ছেলেকে বিষয়-আশয় লিখে দেওয়ার খবর জেনেছে। তাই তারা বলে উঠে 'বিষয়-আশয় একজনকে দিয়ে আমাদের এখানে আস কেন? আমরা তোমাকে রাখতে পারব না'।

মা কেঁদেকেটে পথে এসে দাঁড়ান। ভিক্ষা করে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে কিছুদিন কেটেও যায়। একদিন এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তিনি একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। এমন সময় এক পরিচিত কণ্ঠের চাচী ডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে জেগে মা সামনে আব্দুল্লাহ্‌কে দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্বামীর বর্তমানে আব্দুল্লাহ তার বাড়ীর দীর্ঘদিনের কাজের ছেলে। সন্তানের স্নেহে মা তাকে নিজ সন্তানদের সাথে মানুষ করেছে। আব্দুল্লাহ বড় হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজ উপলক্ষ্যে সে বাইরে ছিল। তাই তার চাচীর বর্তমান হাল-চাল জানা ছিল না। আব্দুল্লাহ চাচীকে সান্তনা দিয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং আদর যত্নে রাখে। এভাবে কিছুদিন কেটে গেলে একদিন আব্দুল্লাহ শক্ত করে বাঁধা একটি পুঁটলি এনে চাচীকে দিয়ে বলে, এই পুঁটলির মধ্যে কিছু গুপ্তধন রয়েছে। আপনি পুঁটলিটা কখনও খুলবেন না। মরার আগে এর সম্পদ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিবেন'। আব্দুল্লাহ বুঝেছিল যে, গুপ্তধনের লোভে ছেলেরা মাকে ফিরিয়ে নিতে আসবে। তাই পুঁটলির ব্যাপারে সতর্ক করে দিল এবং তার কথামত অটল থাকতে বলল।

মায়ের হাতে গুপ্তধন আছে জেনে ছেলে-মেয়ে সবাই স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করল। পরামর্শে এই স্থির হ'ল যে, যে আগে মাকে আনবে, সেই গুপ্তধন পাবে। তাই সবাই সবার আগে মাকে আনতে গেল। ফলে একই দিনে এমনকি একই সময়েই সবাই মাকে আনতে হাযির হ'ল। সবাই জোর দাবী করল সে-ই মাকে নিয়ে যাবে। সবার দাবী দেখে মা বলল, 'আমি কারো বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে থাকব না। পালাক্রমে সকলের বাড়ীতে থাকব। আর মরার আগে আব্দুল্লাহ্‌র দেওয়া ধন সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিব।

মায়ের কথায় সবাই রাযী হয়ে মাকে নিয়ে এল। মা এখন খুবই আদর-যত্নে রইল। কিন্তু মৃত্যু কাউকেও অবকাশ দেয় না। মায়ের ভাগ্যে এই সুখ বেশিদিন সইল না। একদিন মা মৃত্যুবরণ করলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেরা যখন পুঁটলিটা খুলে সম্পদ ভাগ করে নিতে যাবে, ঠিক সে সময় আব্দুল্লাহ এসে হাযির। সে বলল, ঐ পুঁটলির মধ্যে কোনই ধন নেই। তোমরা সম্পদের লোভী বুঝে আমি এই বুদ্ধি খাঁটিয়েছি। তোমরা মায়ের প্রতি মোটেই দায়িত্ব পালন করনি। তোমাদের এ পাপের ক্ষমা হবে কি-না কে জানে?'

ছেলেরা বুঝল, তারা সত্যিই মায়ের প্রতি গর্হিত আচরণ করেছে। তারা এও বুঝল যে, সম্পদের লোভে তারা তো মাকে ভালভাবেই দেখেছে। এই দেখাটা আগেই দেখা তাদের জন্য একান্ত উচিত ছিল। মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য তারা অনুতপ্ত হ'ল এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থী হ'ল।

* সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, যেলাঃ নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনী রোগ

-ডাঃ হারূনুর রশীদ*

উচ্চ রক্তচাপ কিডনীর কারণে হ'লে রোগী নেফ্রাইটিসে বা পাইলোনেফ্রাইটিসে ভুগে থাকতে পারেন। অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী শুধুমাত্র উচ্চ রক্তচাপ নিয়েই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে রোগী উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতার কারণে ডাক্তারের কাছে এসে থাকেন। যার মধ্যে রয়েছে, উচ্চ রক্তচাপ জনিত স্ট্রোক, হার্টঅ্যাটাক, কিডনী ফেইলিওর ও এনকেফ্যালোপ্যাথি। ব্রেইন স্ট্রোক হ'লে রোগীর একদিকের হাত বা পা অবশ হয়ে যেতে পারে, কথা বলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। হার্টঅ্যাটাক হ'লে বুকে তীব্র ব্যথা হয়। এই ব্যথা বাম দিকের হাতে, ঘাড়ে অথবা পেটের উপরিভাগে দেখা দিতে পারে। সাথে সাথে রোগী ঘেমে যেতে পারেন ও প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে পারেন। ত্বরিত গতিতে চিকিৎসা করতে না পারলে উপরোক্ত দুই ধরনের রোগী মৃত্যুবরণ করতে পারেন। কিডনী ফেইলিওর হ'লে কিডনী ফেইলিওরের সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। আর এনকেফ্যালোপ্যাথি হ'লে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বমি বমি ভাব এবং এমনকি শরীরের এক পাশ অবশ অবশ ভাব হ'তে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগী শুধুমাত্র চোখে ঝাপসা দেখা ও দৃষ্টিশক্তির ক্রমান্বয়ে অবনতি নিয়েও ডাক্তারের কাছে আসতে পারেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগের কোন উপসর্গ দেখা যায় না। শুধুমাত্র মাঝেমধ্যে মাথা ব্যথা, বুক ধড়ফড়, ঘুমে ব্যাঘাত, এই উপসর্গগুলো হয়ে থাকে, যা সচরাচর কোন গুরুত্ব বহন করে না।

চিকিৎসা ও প্রতিকারঃ

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা নির্ভর করে রক্তচাপের কারণ, রক্তচাপের পরিস্থিতি এবং আনুষঙ্গিক জটিলতার উপর। রোগী হাসাপাতালে আসার পরে প্রথমেই বলে দেয়া ঠিক না যে, তার উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। অবশ্য যদি তিনি রক্তচাপের ওষুধ খেতে থাকেন তবে তা আলাদা ব্যাপার। বয়স চল্লিশের নীচে হ'লে সাধারণত সুস্থ শরীরে একজনের রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি. মি.-এর নীচে থাকে। দু'তিন বার পরীক্ষা করার পর যদি প্রতিবারই রক্তচাপ ১৫০/১০০-এর উপরে থাকে তখনই তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে ধরে নেওয়া উচিত।

উচ্চ রক্তচাপকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। (১) সামান্য বেশী (২) মাঝামাঝি (৩) অতিরিক্ত বেশী। 'বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা'র সংজ্ঞা হিসাবে ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার ৯৫-১১০ মি. মি. হ'লে সামান্য বেশী, ১১১-১২০ মি. মি. হ'লে মাঝামাঝি এবং ১২০ মি. মি.-এর উপরে হ'লে তাকে অতিরিক্ত রক্তচাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। যারা অতিরিক্ত বেশী রক্তচাপে ভুগে থাকেন তারা যে কোন সময় শারীরিক দুর্ঘনায় আক্রান্ত হ'তে পারেন, যার মাঝে রয়েছে হার্টঅ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোক, চোখে ঝাপসা দেখা, অন্ধত্ব ও কিডনী ফেইলিওর। ডায়াস্টল ১৩০ মি. মি. -এর উপরে গেলে তাকে তখন মেডিকেল ইমার্জেন্সি বলে গণ্য করা হয়।

যাদের রক্তচাপ সামান্য বেশী তাদের সকালে একটা প্রস্রাববর্ধক বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। এর পরেও যদি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না আসে তবে এর সাথে একটা যে কোন ধরনের বিটাব্লকার দেওয়া হয়ে থাকে। যাদের রক্তচাপ মাঝামাঝি পর্যায়ে, তাদের প্রস্রাববর্ধক এবং বিটাব্লকারের সাথে সাথে ভেসোডাইলেটর অথবা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দেওয়া যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাববর্ধক এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অথবা এসিই ইনহিবিটর দিয়েও মাঝামাঝি পর্যায়ের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়। রক্তচাপ অতিরিক্ত বেশী হ'লে প্রস্রাববর্ধক, বিটাব্লকার, ভেসোডাইলেটর এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার সবই প্রয়োজন হ'তে পারে। এক সাথে উচ্চ রক্তচাপের কত ধরনের ওষুধ খাচ্ছেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নামিয়ে আনা। সুতরাং বেশী মাত্রায় ও বিবিধ ধরনের রক্তচাপের ওষুধ দেখে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। অবশ্য শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন ধরনের ওষুধ দিয়েই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। রক্তচাপ যখন মেডিকেল ইমার্জেন্সি পর্যায়ে এসে পড়ে তখন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার জাতীয় ওষুধ জিহ্বার নীচে দিয়ে অতিরিক্ত চাপকে সাময়িকভাবে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে কিছুটা নামিয়ে আনা সম্ভব। এই ধরনের ওষুধ প্রায় প্রতি ঘন্টায় দেওয়া যেতে পারে। এই সাথে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল হিসাবে চার থেকে ছয় ঘন্টা পর পর সেবন করে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, অতিরিক্ত রক্তচাপ যেন হঠাৎ করে অতিরিক্ত নীচে নেমে না যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, হার্ট ফেইলিওর থাকলে বিটাব্লকার দেওয়া যাবে না। কিডনি ফেইলিওর থাকলে এসিই, ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না এবং স্ট্রোক হ'লে রক্তচাপকে ধীরে ধীরে নামাতে হবে।

এছাড়াও রোগী যদি ভেসোডাইলেটর জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকে তবে রক্তচাপ শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে তিন অবস্থানে দেখতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি উচ্চ রক্তচাপ রোগীর রক্তচাপ শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে এই তিন পর্যায়ে দেখাই ভাল। যে সমস্ত রোগী চলাফেরা করে তাদের রক্তচাপ বসে এবং দাঁড়িয়ে দেখাই শ্রেয়। রক্তচাপ একবার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে গেলে এবং রক্তচাপ দ্বারা অন্য কোন জটিলতা না থাকলে অথবা কোন জটিল রোগের কারণে রক্তচাপ না হ'লে রোগীকে তিন মাস, ছয় মাস এমনকি বছরে একবার দেখলেও চলে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যাওয়ার পর ঘন ঘন রক্তচাপ পরীক্ষা করা একটা বদঅভ্যাস। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে গেলে আপনি যে ওষুধ সেবন করছেন সেই ওষুধ জীবনভর খেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। ওষুধের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলে সেটা আলাদা কথা। ঘন ঘন ওষুধ কখনই বদলাবেন না। যদি না তা শরীরে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ওষুধ কমাবারও চেষ্টা করবেন না। ওষুধ বন্ধ করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। মনে রাখবেন, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলে একজন সুস্থ মানুষ যেভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম আপনিও একইভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন। স্বাভাবিক কাজকর্ম, দুশ্চিন্তামুক্ত পরিবেশ, খাবারের নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান না করা, সকালে-বিকালে কিছুটা হাঁটা আপনাকে আরও বেশী কাজ করার ও সুস্থ থাকার তাগদ এনে দেবে।

॥ সংকলিত ॥

* চেয়ারম্যান, কিডনী রোগ বিভাগ, পিজি হাসপাতাল, ঢাকা।

কবিতা

শান্তির অন্বেষায়

-যাকির হোসাইন আযাদী
বি,এ, অনার্স, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।

আমি বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে তাকিয়ে আছি
খোলা জানালা দিয়ে
মনের অন্তরীক্ষে শান্তির শ্বেত পায়রারা
উড়ে উড়ে শেষ অবধি পাখা ঝাপটায়
শান্তির অন্বেষায় অপলক চেয়ে থাকা
আর রজনী ভোর জেগে থাকা
এখন আমার দুর্বিষহ নয়
আমার হৃদয়াকাশে এখন
চিল-শকুনিরা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়
আনন্দে-মহানন্দে
আর বিষাক্ত নিঃশ্বাস ধূমায়িত করে দেয়
শান্তির শ্বেত বিহঙ্গের মৃত দেহ
উর্ণনাভির জালের মত
আমার হৃদয়ের বেলাভূমি ছেয়ে গেছে
নানা আগাছা আর পরগাছায়
তবুও দৃঢ় বিশ্বাস
গহীন রাত নিঃশেষ হয়ে যেমনি
দিবাকরের আগমন ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়
নিশাচরের কলকাকলীতে
ঠিক তদ্রুপ-
অসত্যের ধূম্রজাল ভেদ করে
সত্যের শাল-শাবিল মুক্ত আকাশে
উদয় হবেই-
এবং জলদস্যুদের আক্রমণ ছিন্ন করে
শান্তির তরণী কূলে ভিড়বেই
সেদিন পৃথিবীর সমস্ত মাখলূক
নিশ্চিন্ত মনে দিন গুজরান করবে
সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে
পৃথিবীময় গাইবে সত্যের জয়গান
আর লাঞ্ছিত হবেনা কোন ইনসান।

***

সত্যের যামানায়

-মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান সরকার
মিয়াপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

পৃথিবীর যত আঘাত আছে দাও যদি আজ মনে,
একটুও বারি আসবে না আর ক্ষিপ্ত চোখের কোণে।
প্রচণ্ড সব জ্বালাময় ব্যথা, লাঞ্ছনায় আছে ধরা,
লক্ষ শূলে চড়িয়েও মোদের যতই কর মরা।
সাগরের যত দুঃখ আছে জ্বালো যদি সব বুকে
পারবে না কেউ ভীত করতে সারাদিন ফুঁকে ফুঁকে।
অসীমের মাঝে রেখে আস যদি, তোমাদের তেজ ও বলে
একটুও আচড় লাগবে না জেনো কোন এক বিমলে
আকাশের মাঝে বজ্রপাতে রাখো যদি সব মুণ্ডু
আপন ক্ষোভে ধূলিসাৎ হবে জমানো মেঘের পিণ্ডু।
সূর্য-শক্তি নিক্ষেপিত কর যদি সব অঙ্গে
নিঃসন্দেহে হার মানবে যুদ্ধে মোদের সঙ্গে।
তোমাদের গড়া হাতিয়ার যত ছাড়ো এ দেহ মাঝে
চূর্ণ হবে, অপচয় হবে, অণু-পরমাণু ভেঙ্গে ধ্বসে।
কুঞ্জন আনো তোমাদের যত নিকুঞ্জ বন থেকে
আলোকিত মোরা জয়ধ্বনি দেব এককে হেঁকে হেঁকে।
সবকিছু মাঝে অপূর্ব 'যিনি' মিশে আছি 'যাঁর' মনে
মহান 'তিনি' দাতা, 'সৃষ্টিকর্তা' সকলেই জানে।
মালিক যিনি আছেন সাথে, ভয় কী তাদের করে?
ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করব ঈমানেরই জোরে।
বেরিয়ে এসো সাহসী সাথীরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ডাকে,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু-র আদর্শকে ছড়াবো ঝাঁকে ঝাঁকে।
জিহাদ করব আল্লাহ্‌র যমীনে হব শহীদ স্মরণায়
সত্য বলেছেন মৃত সে তো নয় সত্যের যামানায়।

***

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম স্মরণে

-সৈয়দ মুহাম্মাদ শাহ্-ই-নূর
৯৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

মেঘমুক্ত শরতে উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের হ'ল পতন,
যিনি ছিলেন দিগন্তে আপন মহীমায় ভাস্বর,
শৌর্যে-বীর্যে, বাগ্মীতায় সমান বিচরণ।
কর্মে যিনি সদা উদগ্রীব, ধৈর্যে স্থির,
জ্ঞান দানে পারদর্শী, বন্ধুবাৎসল্যে ঈর্ষাময়,
বিবেক চাবুকের কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে
দায়িত্বের গুরুভারে ন্যুব্জ, চষে বেড়িয়েছেন দেশজুড়ে সময়-অসময়।
বাতিলের সাথে জিহাদে লড়াকু ছিলেন সম্মুখ সমরে,
মাযহাবী জোঁকের মুখে চুণ লেপে তবে ফিরতেন কাতারে।
আবার হক্বের সাথে বিচরণ, যেন অনেক ফুলের সাথে
ফুলদানীতে, আপন সৌরভ বিলায়ে,
ওগো দয়াময় মানবীয় দোষাবলী ক্ষমা করে দিও তারে প্রতিদান,
লও তুমি তারে সালফে-ছালেহীনের কাতারে॥

***

সে

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

২. নছর ৪. নানা

৫. যায়নাব ৭. ফোন

৮. আরশ ১০. রুধীর

১১. শিরক।

উপর-নীচঃ

১.জানাযা ৩. রহমান

৫. কানাডা ৮. আমেনা

৯. ফারূক।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১। পবিত্র কুরআনে কোন্ সৌভাগ্যবান ছাহাবীর নাম উল্লেখ আছে এবং কোন্ সূরার কোন্ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?

২। 'আল্লাহ হায়াত ও মউতকে সৃষ্টি করেছেন, কে দুনিয়াতে উত্তম আমল করে, তা পরীক্ষা করার জন্য' কুরআন মজীদের কোন্ সূরার কোন্ আয়াত?

৩। মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারী শয়তানী কাজ। কুরআনের কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?

৪। সোনামণি সংগঠনের ১নং গুণাবলীর আলোকে জামা'আতে ছালাত সম্পর্কিত ২টি আয়াতের নাম বল?

৫ 'আল্লাহ্র নিকট মনোনীত ধর্ম 'ইসলাম' কুরআন মজীদের কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াত?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ হাশেম আলী
কুড়ালিয়া, সিরাজগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)

১। কোন্ ফলের ফুল সাদা?

২। কোন্ কোন্ উদ্ভিদের ফল হয় না?

৩। বীজবহুল ৫টি ফলের নাম বল?

৪। কোন্ কোন্ সবজিতে আমীষ আছে?

৫। প্রচুর ভিটামিন সমৃদ্ধ ৩১টি ফলের নামের ছড়াটি জান কি?

❐সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

শব্দ অনুসন্ধান

	১	২		৩		
৪		৫	৬			৭
৮	৯				১০	
	১১			১২		
১৩			১৪		১৫	১৬
		১৭		১৮		
	১৯			২০		

পাশাপাশিঃ

১. একটি দেশ
৩. সম্মত বা ইচ্ছুক ৫. বর্জিত
৮. একটি জাহান্নামের নাম ১০. একটি আরবী হরফ
১১. সময় বা যুগ ১২. অগ্রভাগ
১৩. মনোযোগ ১৫. লিখবার কালি
১৭. আরবী মাসের নাম ১৯. কাব্যকার ২০. সম্পদ।

উপর-নীচঃ

২. পুরুষ ৩. রজনী ৪. দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি যেলা
৬. ঠাণ্ডা ৭. সপ্তাহের একটি দিন
৯. ইসলামের একটি বুনিয়াদ ১০. ঘোড়ার বলগা
১৩. শিরা ১৪. কর্ম ১৬. এক প্রকার ধাতু বিশেষ
১৭. সূর্য ১৮. হত্যা করা।

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ হাসানুযযামান
গ্রামঃ রাজপুর, পোঃ সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৪৭) চাঁদপুর দাখিল মাদরাসা শাখা, রূপসা, খুলনাঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সুপার)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মামূনুর রশীদ (সহ-সুপার)
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আখতারুযযামান (সিঃ শিঃ)
সহ-পরিচালক ঃ মাওলানা আল-আমীন মোল্লা (শিক্ষক)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী (শিক্ষক)।
কর্মপরিষদঃ (বালক)
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন (৮ম শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ আল-আমীন (৭ম শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ কয়েস মাহমূদ (৮ম শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ মুহিববুল্লাহ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ মহীউদ্দীন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)।
কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ তাশরীফা খানম (৮ম শ্রেণী)

২. সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ খায়রুন্নাহার (৮ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আছিয়া খানম (৭ম শ্রেণী)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ঝর্ণা খানম (৭ম শ্রেণী)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ মরিয়ম খানম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)।

(২৪৮) পলাশী বাবুল আমান আস-সালাফিইয়াহ মাদরাসা (বালক) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মমতাযুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ ছালাহুদ্দীন খান
পরিচালক ঃ এ,কে,এম, রেযাউর রহমান খান
সহ-পরিচালক ঃ রায়হান আলী
সহ-পরিচালক ঃ রূহুল আমীন।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মতী'উর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ কবীর হোসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ রিপন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আরীফুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ তুষার।

(২৪৯) শ্রীপুর (রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুর্গাপুর শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী মণ্ডল (প্রধান শিক্ষক)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইউনুস আলী
পরিচালক ঃ হাসানুয্যামান
সহ-পরিচালক ঃ শো'আইবুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ আরীফুল ইসলাম।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস (৫ম শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ফায়ছাল আহমাদ (৫ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ সিরাজুল ইসলাম (৪র্থ শ্রেণী)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ নাছিরুদ্দীন (৫ম শ্রেণী)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ সুজন আলী (৪র্থ শ্রেণী)।

প্রশিক্ষণ ও সমাবেশঃ

বাগমারা, রাজশাহীঃ

(১) গত ৩১ আগষ্ট শুক্রবার সকাল ৮টায় মজোপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদ, বাগমারা, রাজশাহীতে হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-এর সহকারী শিক্ষক জনাব সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে 'সোনামণি' বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও আব্দুল হামীদ দেওয়ান। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করেন উক্ত মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুস সালাম।

(২) গত ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দীঘলকান্দি জামে মসজিদ, বাগমারা, রাজশাহীতে সোনামণি তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি জুম'আ পর্যন্ত সোনামণিদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ ও সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা রাখেন। অতঃপর জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন সূরা নেসা- ৫৯ ও নূর- ৬১ নং আয়াতের আলোকে। ছালাত শেষে প্রায় ৫০ জন মুছল্লীর উপস্থিতিতে তিনি ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম।

মোহনপুর, রাজশাহীঃ

(১) গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ৯টা ৩০মিঃ হ'তে ১২টা পর্যন্ত স্থানীয় খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি মুহাম্মাদ রায়হান আলীর কুরআন তেলাওয়াত ও আছিয়া খাতুনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ আরযেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন নওদাপাড়া মারকায শাখার সহ-পরিচালক দেলোয়ার হোসাইন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন শসসের আলী ও জান মুহাম্মাদ।

(২) গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৯ টা হ'তে ১১টা ৪৫ মিঃ পর্যন্ত স্থানীয় পিয়ারপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৩৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি সুরাইয়া খাতুন-এর কুরআন তেলাওয়াত, মাহবুবুর রহমানের জাগরণী ও মোহনপুর উপযেলা পরিচালক, মুহাম্মাদ মুস্তফা-এর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত। তিনি সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা ২০০১-এর সিলেবাসভুক্ত ১০টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্তকরণ ও মুসলিম ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস (আক্বীদাহ)-এর উপর ৫৪টি প্রশ্নোত্তর-এর ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা আযহার আলী এবং অত্র শাখা পরিচালক আব্দুল আযীয 'সোনামণি' সংগঠনের ওপর আলোচনা রাখেন।

উপরবিল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

গত ২০ সেপ্টেম্বর উপরবিল্লী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত স্থানীয় সোনামণিদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে 'যুবসংঘে'র স্থানীয় কর্মী এবং মুরব্বীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু-কিশোর সংগঠনের সাথে সোনামণি সংগঠনের পার্থক্য আলোচনা করেন। রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম সাধারণ জ্ঞান এবং গঠনতন্ত্রের উপর প্রশিক্ষণ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘে'র শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের সাধারণ জ্ঞানের উপর এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

তারিখ পরিবর্তন

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০ ২৮ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ১৮ ও ১ শুক্রবার করা হয়েছে। মাসিক ০১ সংখ্যায় প্রকাশিত সময় ও বি

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ফেনীতে ভারত থেকে আনা 'এডাবে'র বইয়ে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য

ফেনীতে ভারত থেকে আনা 'এডাবে'র ৩ লাখ গোপন পুস্তিকা ও পোষ্টার উদ্ধার হয়েছে, যেগুলিতে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে চরম উস্কানিমূলক বক্তব্য রয়েছে। এর সাথে জয়নাল হাজারীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বিডিআর সূত্রে প্রকাশ, গত ৩০শে আগষ্ট ফেনীর পাদুয়া সীমান্ত দিয়ে একটি ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করে দ্রুতগতিতে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা দেয়। ফেনীস্থ ২ রাইফেল ব্যাটালিয়নের টহলরত বিডিআরের সন্দেহ হ'লে তারা ট্রাকটি থামাতে বলে। কিন্তু ট্রাক ড্রাইভার দ্রুত ট্রাক নিয়ে (নং ঢাকা ট-২৯৮৮) পালিয়ে যেতে চাইলে বিডিআর ট্রাকটি ধাওয়া করে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিজকুঞ্জরায় সমিতির বাজারের কাছে ২ রাউণ্ড গুলী করে ট্রাকটি থামায়। এ সময় ট্রাক ড্রাইভার ও কয়েকজন আরোহী পালিয়ে যায়। বিডিআর তল্লাশি চালিয়ে ট্রাক থেকে ৩২ গাঁইট ভারতীয় অবৈধ শাড়ী, ১ লাখ গোপন পুস্তিকা ও ২ লাখ পোষ্টার উদ্ধার করে। এনজিওদের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'এডাবে'র নামে প্রকাশিত উক্ত পোষ্টার ও পুস্তিকায় লেখা রয়েছে *'এডাব কর্তৃক ১/৩, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও আনন্দ প্রিন্টিং, ১৬৬, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। প্রকাশ কাল এপ্রিল ২০০১। পুরো সেট মূল্য ৩০ টাকা'*। পোষ্টার এবং পুস্তিকাগুলিতে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের চরম উস্কানীমূলক ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য, শ্লোগান ও ব্যঙ্গাত্মক চিত্র রয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে ইসলাম বিদ্বেষী নারীবাদী নেত্রী খুশী কবীর পরিচালিত এবং বিদেশী অর্থ ও মদদপুষ্ট উক্ত সংগঠনের এই অবৈধ তৎপরতার সাথে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের এ গোপন তৎপরতা এদেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে এবং ইসলামী ও জাতীয় শক্তির বিপক্ষে কাজ করছে।

হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ

হাইকোর্ট কর্তৃক যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি' (বিআরটিএ) মোটরযান বিধির ১১৪ ধারা মতে সকল মোটরযান মালিক ও চালককে হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, হাইড্রোলিক হর্ণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এ হর্ণের শব্দ রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতিসাধন করে এবং শিশু ও বৃদ্ধের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে। এছাড়া এ ধরনের হর্ণের ব্যবহার বাস-ট্রাক চালকদের বেপরোয়া ও দ্রুতগতিতে মোটর গাড়ী চালাতে উৎসাহিত করে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার আশংকাও বৃদ্ধি পায়।

রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অকল্পনীয় ধ্বংসলীলার সম্ভাবনা

বাংলাদেশ সহ আশপাশের বিরাট অঞ্চলে বড় আকারের ভূমিকম্প বিপর্যয় আসন্ন বলে সংশ্লিষ্ট ভূ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ প্রবল আশংকা ব্যক্ত করেছেন। বিশেষজ্ঞগণ বিজ্ঞানসম্মত মনিটরিং পর্যবেক্ষণ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, এই অঞ্চলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘন ঘন মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন প্রবণতা ক্রমে বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি বাড়ছে ভূকম্পন এলাকার আওতা। যা অদূর ভবিষ্যতে তীব্রতর ভূমিকম্পের পদধ্বনি দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ এবং সন্নিহিত অঞ্চলের অবস্থান যেখানে ভূমিকম্প সক্রিয় বলয়ের মধ্যে, সেই ভৌগলিক অংশের ভূ-অভ্যন্তরস্থ সঞ্চারণ আবর্তন-বিবর্তন স্ফুরণের অব্যাহত প্রক্রিয়ায় ভূমিকম্প অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ইন্দো-হিমালয়ান-বার্মা টেকটোনিক প্লেট এবং এর আওতাধীন সব ক'টি ফল্ট (চ্যুতি)-এর আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা থেকে মুখোমুখি সংঘর্ষ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এছাড়া কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রজার বিলহ্যাম-এর নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ দলের একটি সুস্পষ্ট পূর্বাভাস গত ২৪ আগস্ট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান অঞ্চল নিয়ে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মারাত্মক ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। সম্ভাব্য রিখটার স্কেলে ৮.১ থেকে ৮.৩ ম্যাগনিটিউড মাত্রার এহেন শক্তিশালী ভূমিকম্পে বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জান-মাল, সম্পদ, অবকাঠামো ও স্থাপনার বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও সুনির্দিষ্ট ভাবে কমপক্ষে ৫ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে।

তবে রাজউক ও সিডিএ'র নিয়মবিধি, জাতীয় বিল্ডিং কোড ১৯৯৩-এর ভূমিকম্প নিরোধক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হ'লে এবং ভবন নির্মাণ সহ সবক্ষেত্রে ভূমিকম্প প্রতিরোধ ও ভূমিকম্প সহনক্ষম অবকাঠামো নিশ্চিত করা হ'লে সম্ভাব্য বিপর্যয়, ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব।

ভারতীয় বিএসএফ-এর হাতে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে নয় হাযার বাংলাদেশী নিহত

ভারতীয় প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদদে 'বিএসএফ' সদস্যদের হাতে যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নিহত, অপহৃত অথবা ধর্ষিতা হয়েছেন এ সংক্রান্ত একটি গোপন রিপোর্ট গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সেদেশের স্পর্শকাতর কয়েকটি ডেস্কে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে বিতরণ করেছে। স্মারক নম্বর বিডি/সিআর-২৩৫/আরএস/০২ মাধ্যমে 'র'-এর গবেষণা সেল ভারতীয় 'বিএসএফ' সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ভারতীয় বিএসএফ সেনাদের হাতে ৯,৩০০' বাংলাদেশী নিহত, ৩,০০০-এর বেশী অপহৃত এবং ৮৫২ জন মহিলা ও শিশু-ধর্ষিতা হয়েছেন। এ সময় ভারতীয় বিএসএফ বাংলাদেশ থেকে গবাদি পশুসহ যেসব সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে তার আনুমানিক মোট মূল্য একশ' কোটি টাকার বেশী। এ রিপোর্টে আরো জানা যায়, গত ৩০ বছরে তারা প্রায় ৪০ হাযার কাঁচা ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বিএসএফ যে ধরনের নারকীয় তাণ্ডব অব্যাহত রেখেছে, এর প্রতিকার চাইলে বাংলাদেশের উচিৎ হবে

এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিযোগ করা। ভারত একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। তাই এর কোন ধরনের আগ্রাসী তৎপরতাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম আর নেই

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর পৌনে ১টার সময় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সেক্রেটারী জেনারেল,'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড' -এর পরিচালনা কমিটির সভাপতি, প্রখ্যাত বাগ্মী মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম দিনাজপুর যেলার বিরল উপযেলার নাড়াবাড়ী গ্রামে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। পরদিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর বড় ছেলে মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল। ছালাতে জানাযায় দেড় হাযারের মত মুছল্লী শরীক হন। তিনি দুই স্ত্রী, তিন ছেলে, চার মেয়ে ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর আগে তিনি দীর্ঘ প্রায় নয় মাস ধরে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

তাঁর ছালাতে জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস.এম. হাবীবুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, তাওহীদ ট্রাষ্টের অফিস স্টাফ সহ দিনাজপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকার বংশাল-নাযিরা বাজার এলাকা হ'তে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১২ জন নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি অসুস্থতার আগ পর্যন্ত প্রায় এক যুগ ধরে ঢাকার নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি -সম্পাদক]

জীবন ও কর্ম

*-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল**

জন্ম ও বংশঃ নাম মুহাম্মাদ মুসলিম। পিতাঃ মুহাম্মাদ সুলায়মান আলী। জন্ম ১৯শে মাঘ ১৩৫১ বঙ্গাব্দ (১৯৪৫ইং)। মাতা সবেদা বেগম। তাঁর পূর্ব পুরুষ আবদুল করীম মোল্লা পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। মোল্লা ছাহেবের দুই পুত্র তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর যেলার বিরল থানাধীন আকরগ্রামে প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে বসতবাড়ী স্থাপন করেন। যাঁরা এখনো আকরগ্রামে বসবাস করছেন। তাঁর বংশ তালিকা আমরা নিম্নরূপ পেয়েছিঃ মুহাম্মাদ মুসলিম বিন সুলায়মান বিন বাহার মুহাম্মাদ বিন আলিয়া শাহ্ বিন নূর মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম মোল্লা। তাঁর পিতামহ আলহাজ্জ বাহার মুহাম্মাদ ছিলেন বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ও পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান। মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ছিলেন পনেরো ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয়।

শিক্ষা জীবনঃ নিজ গ্রামের মাদরাসাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। আকরগ্রাম মাদরাসাতে রাজশাহীর প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারীর নিকটে হাদীছ ও তাফসীর সহ ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। পরে মাওলানা আযহারী নিজ বাড়ী রাজশাহীর চারঘাট থানাধীন বাদুড়িয়া গ্রামে প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও সেখানে গমন করে ছহীহায়েনের দরস গ্রহণ সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি দিনাজপুরের নান্দেড়াই (চিরিরবন্দর) হ'তে দাখিল এবং জয়পুরহাটের বানিয়াপাড়া আলিয়া মাদরাসা হ'তে ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ ইং সনে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭০ ইং সনে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ আলিয়া মাদরাসা হ'তে কামিল পাশ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ ইং সনে রাজশাহী সিটি কলেজ হ'তে উচ্চ মাধ্যমিক অতঃপর ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ ইং সনে কৃতিত্বের সাথে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে অনার্সসহ মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ ইং সনে আধুনিক ফার্সী ও আধুনিক আরবী ভাষার উপর সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, মাওলানা মুসলিম নিজ এলাকাতে প্রথম কামিল পাশ ও আকরগ্রামে (নাড়াবাড়ী) সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ছিলেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততিঃ ১৯৬৬ ইং সনে তিনি আকরগ্রামের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা যহীরুদ্দীন নূরীর কন্যা মুসাম্মাৎ দেলওয়ারা খাতুনকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে বর্তমানে তাঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত রয়েছে। বড় ছেলে মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল (২৯) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য। বর্তমানে বিরল থানাধীন ভারাডাঙ্গী দারুস-সুন্নাহ্ দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট ও দিনাজপুর শহরস্থ লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব। দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মাদ আব্দুল বাতেন (২৪) ২০০০ ইং সনে ঢাকার শেখ বোরহানুদ্দীন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ হ'তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলায় বি,এ, (অনার্স) ও ২০০১ ইং সনে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হ'তে প্রথম শ্রেণীতে কামিল পাশ করে। তৃতীয় পুত্র মুহাম্মাদ আব্দুল আখের (২১) নিজ গ্রামে ব্যবসারত। মাওলানা মুসলিমের দ্বিতীয় পক্ষে দু'টি কন্যা সন্তান রয়েছে। মরহুমের আটজন নাতী-নাতনী রয়েছে।

কর্মজীবনঃ মাওলানা মুসলিম ফাযিল পাশ করার পর স্বগ্রাম নাড়াবাড়ী হাটে একটি দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ও সুপার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাছাড়া দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে চেহেলগাযীতেও তিনি চাকুরী করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ইং সনে তিনি রাজশাহীতে গমন করেন এবং মহানগরীর হেতেমখাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও খত্বীবের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপরে তিনি পাবনা বাঁশবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হিসাবে সম্ভবতঃ ১৯৮০ ইং সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ ইং সনে তিনি ঢাকায় গমন করেন এবং বেরাইদের একটি জামে মসজিদের খত্বীব নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৮৭ ইং সন হ'তে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকা মহানগরীর নাযিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব

* মরহুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে ২০০১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর খুৎবাই ছিল খত্বীব হিসাবে তাঁর শেষ খুৎবা।

সাংগঠনিক জীবনঃ মাওলানা মুসলিম ছাত্র জীবন হ'তেই ইসলামী সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর রুকন এবং পরে রাজশাহী যেলা আই,ডি,এল, -এর প্রচার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর রাজশাহী যেলা সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এবং কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সুধী ও ঢাকা যেলার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৯৪ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পর তিনি উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য সহ বিগত তিন সেশনে যথাক্রমে তাবলীগ সম্পাদক, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বশীল ছিলেন। এছাড়া 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'তাওহীদ ট্রাষ্ট' (রেজিঃ)-এর সেক্রেটারী জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে 'আল-কাওছার বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ' প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি আমৃত্যু উক্ত সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

লেখনীঃ সবসময় সাংগঠনিক কর্মে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করতে পারেননি। তারপরেও সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক আত-তাহরীক, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক দাওয়াত-ই-মুহাম্মাদী সহ কিছু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে তাঁর বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাপ্তাহিক দাওয়াত-ই-মুহাম্মদীর নির্বাহী সম্পাদক রূপে ১৯৯১-৯২-য়ে দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে প্রায় সম্পাদকীয়গুলি তিনিই লিখতেন। শেষ জীবনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ যুগে যুগে' শিরোনামে আহলেহাদীছ মনীষীদের উপর তিনি একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আলোকে অত্যন্ত অসুস্থ থাকার পরও গত ১৩ই মার্চ মঙ্গলবার মোতাবেক ২৯শে ফাল্গুন ১৪০৭ বঙ্গাব্দে 'নাড়াবাড়ী সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইসলামী জালসাতে প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। সেখানে মূলতঃ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর ভারত বর্ষের ছাত্রদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অন্তিম মুহূর্তঃ গত ১লা আশ্বিন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ রোজ রবিবার মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০১ ফজরের পূর্বেই তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ধীরে ধীরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্তেজ হ'তে শুরু করে। এক পর্যায়ে অতি স্বাভাবিকভাবে ১২ঃ৪৫ মিনিটে যোহরের আযানের প্রাক্কালে তিনি প্রিয় প্রভু মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান *(ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)*।

১৯৯৫ ইং সনে তিনি সস্ত্রীক পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন এবং ১৯৯৯ইং সনে তাওহীদ ট্রাষ্টের প্রতিনিধি হিসাবে কুয়েত সফর করেন।

দাফনঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার মোতাবেক ২রা আশ্বিন সকাল দশটায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাড়াবাড়ী ইয়াতীমখানার পশ্চিম পার্শ্বে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীলের ইমামতিতে ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর নিজ বাড়ীর চত্বরে তাঁকে চির শয্যায় শায়িত করা হয়।

মারকাযে পুলিশ-বিডিআরের নিষ্ফল অভিযান

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকাল ৩টা ১৫মিনিটে বিডিআর ও পুলিশের এক বিশাল বহর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ায় অতর্কিতভাবে তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করে। দুপুরের খাবার পর যখন মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ বিশ্রামে ছিলেন, ঠিক তখনি ২টি বড় পুলিশ ভ্যান ১টি বড় বিডিআর ভ্যান, ২টি ট্রাক, বিডিআরের ২টি কার, ১টি এম্বুলেন্স ভর্তি পুলিশ, বিডিআর ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের ফোর্স এসে নওদাপাড়া মাদরাসাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর তারা ঘুমন্ত ছাত্রদের কক্ষ সমূহে প্রবেশ করে বাক্স-ট্রাংক খুলে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। এতে ছাত্ররা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ১ ঘন্টা ২৫ মিনিট ব্যাপী আবাসিক কক্ষ সমূহ, ক্লাশ রুম কিচেন, মাসিক 'আত-আহরীক' অফিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অফিস, অফিসিয়াল টেবিলের ড্রয়ার সমূহ, আলমারী, মসজিদ সহ মাদরাসার আনাচে-কানাচে নিষ্ফল তল্লাশী অভিযান চালায়। অবশেষে হতাশ মনে বিকাল ৪টা ৪০মিনিটে তারা ফিরে যায়। একজন কর্ণেলের নেতৃত্বে ১১৭ জন বিডিআর ও তদোধিক পুলিশ তল্লাশী অভিযানে অংশ নেন।

অতর্কিত এই যৌথ অভিযানে ক্ষুব্ধ বিস্ময় প্রকাশ করে **মারকায পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, কর্তৃপক্ষের পূর্ব অবগতি ছাড়াই এরূপ অভিযান অনাকাংখিত না হ'লেও নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বদিনে এধরনের অভিযান আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। কেননা সকলেই জানেন যে, কোনরূপ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই। যারা আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতি চান না, সেই সব মহল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে প্রশাসন একাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলে অনুমিত হয়। তবে এই আকস্মিক সাঁড়াশি অভিযানে আপত্তিকর কিছুই উদ্ধার করতে না পারায় তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান এবং সাথে সাথে যেলা প্রশাসনকে এ ধরনের অহেতুক হয়রানীমূলক আচরণ পরিহার করে সত্যিকারের সন্ত্রাসী ও সমাজ বিরোধীদের প্রতি মনোনিবেশ করার আবেদন জানান।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়

গত ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও চারদলীয় ঐক্য জোট নিরঙ্কুশ ভাবে বিজয়ী হয়েছে। ৩০০টি আসনের মধ্যে কক্সবাজার-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর আকস্মিক মৃত্যুতে ঐ আসনে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। নতুন তফসিল অনুযায়ী উক্ত আসনে আগামী ১লা নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাকী ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণকালে গোলযোগের কারণে ১৬টি আসনের মোট ৯০টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। স্থগিত কেন্দ্রগুলিতে ৮ই অক্টোবর পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে মুন্সীগঞ্জ-৪ আসনে ৭টি স্থগিত কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের উপর আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দীন আহমাদের আবেদনে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেওয়ায় ঐ আসনের ফলাফল নিষ্পত্তিহীন রয়েছে। বাকী ২৯৮টি আসনের সরকারী ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	দলের নাম	প্রাপ্ত আসন
১	চারদলীয় জোট (ক) বিএনপি - ১৯০ (খ) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ - ১৭ (গ) জাতীয় পার্টি (নাফি) - ৪ (ঘ) ইসলামী ঐক্য জোট - ২	২১৩
২	আওয়ামীলীগ	৬৩
৩	ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট (জাপা-এ)	১৪
৪	জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১
৫	কৃষক, শ্রমিক, জনতা লীগ	১
৬	স্বতন্ত্র	৬
	সর্বমোট	২৯৮

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংসদে ক্ষমতাসীন দলের দুই-তৃতীয়াংশ আসন ছিল। তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। উল্লেখ্য, সংবিধান সংশোধনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন।

এবারের নির্বাচনে সাবেক আওয়ামীলীগ সরকারের ১০ জন মন্ত্রী, ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী, ২ জন উপমন্ত্রী, চীপ হুইপ সহ ৪জন হুইপ ও ডেপুটি স্পীকার সহ ৫২ জন সংসদ সদস্য পরাজিত হয়েছেন। পরাজিত মন্ত্রীদের তালিকায় রয়েছেন শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমাদ (তিনটি আসনেই পরাজিত), খাদ্য মন্ত্রী আমীর হোসেন আমু, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, গৃহায়ণ ও গনপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জনশক্তি ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রী আব্দুল মান্নান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফীকুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জেনারেল (অবঃ) নূরুদ্দীন খান, আইন মন্ত্রী আব্দুল মতীন খসরু ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। এছাড়া ডাক, তার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নাসিম ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী যিল্লুর রহমান ২টি করে আসনে নির্বাচন করে ১টিতে বিজয়ী হয়েছেন।

পরাজিত প্রতিমন্ত্রীদের তালিকায় রয়েছেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ, যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাযযল হোসেন চৌধুরী মায়া, ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফ, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মহিউদ্দীন খাঁন আলমগীর, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার, পাট প্রতিমন্ত্রী এ কে ফয়যুল হক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, ডাক ও টেলিফোন প্রতিমন্ত্রী আবদুর রউফ চৌধুরী এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী এইচ এন আশিকুর রহমান।

এদিকে নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর আওয়ামীলীগ নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় সকল আসনে নির্বাচন দাবী করেছে। তারা এ নির্বাচনকে ষড়যন্ত্র ও নীল নকশার মাধ্যমে 'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগ এনেছেন। শেখ হাসিনা বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অফিস থেকে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে তাঁর দলকে সুকৌশলে নির্বাচনে হারানো হয়েছে।

এদিকে গত ৩ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতীফুর রহমান তাঁর কার্যালয়ে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদকদের সাথে এক বৈঠকে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এছাড়া দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদল নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে মর্মে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। 'জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়' 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' এবং 'এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফেয়ার ইলেকশন' কর্মকর্তারা এই নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার জন্য সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। গত ২ অক্টোবর 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ মিশন' হোটেল সোনারগাঁয়ে, 'জাতীসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়' (ইউএইএস) হোটেল শেরাটনে, 'এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফেয়ার ইলেকশন' প্রেসক্লাবে পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা 'ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এণ্ড এম্পাওয়ারমেন্ট' 'অধিকার' 'জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ' 'আশা খাঁন ফাউণ্ডেশন' 'ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার' ও 'বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা' নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান আলেম নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (জামায়াত), মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (জামায়াত), মাওলানা আব্দুস সোবহান (জামায়াত), মুফতী ফযলুল হক আমিনী (ইসঃ ঐক্যজোট), মুফতী আব্দুস সাত্তার (জামায়াত), মাওলানা আব্দুল আযীয (জামায়াত) প্রমুখ অন্যতম।

উল্লেখ্য যে, এবারের নির্বাচনে বিপুল পরিমাণে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা হয়েছিল। সন্ত্রাস প্রতিরোধে এবারেই প্রথম নির্বাচনের দিন মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ও সকল প্রকার মটরযান বন্ধ রাখা হয়।

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক **অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম** এক বিবৃতিতে বলেন যে, ইহুদী-খৃষ্টান অক্ষশক্তি বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের উপরে যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সৃষ্ট অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলের মাধ্যমে নিজ দেশে পরবাসী নিরীহ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপরে তারা দৈনিক হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-তিমুর প্রদেশকে খৃষ্টান বানিয়ে তারা ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। এখন তাদের হিংস্র থাবা দক্ষিণ এশিয়ার দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। সে লক্ষ্যে তারা উসামা বিন লাদেনকে ইস্যু করে আফগানিস্তানে হামলা চালাতে শুরু করেছে। সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে তারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে সামরিক ঘাঁটি গড়তে চাচ্ছে।

আমরা মার্কিনীদের এই নগ্ন আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করছি এবং হামলার জবাবে প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

বিদেশ

ইসরাঈলীরা আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ফিলিস্তীনীরা সন্ত্রাসী

-জর্জ ডব্লিউ বুশ

গত ২৪ আগষ্ট টেক্সাসের ক্রাউফোর্ডে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সহিংসতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, শান্তি সংলাপ শুরু করার জন্য উভয় পক্ষকে অবশ্যই সহিংসতার পথ পরিহার করতে হবে। তিনি তার ভাষায় ফিলিস্তীনীদের সন্ত্রাসী হিসাবে অভিহিত করে বলেন, এই 'সন্ত্রাসীদের' আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং হুমকি বন্ধ করার জন্য ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, ইসরাঈলীরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কোন সন্ত্রাসী হুমকির মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নয়। গত ২৫ আগষ্ট জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত 'বর্ণবাদ' শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, সম্মেলনের আয়োজকরা যদি আমাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ট মিত্রকে (ইসরাঈল) বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য এই ফোরামকে ব্যবহার করেন, তাহ'লে আমরা তাতে যোগ দেব না।

আগামী বছরের মার্চের মধ্যেই বাবরী মসজিদ-রামমন্দির বিরোধের নিষ্পত্তি

ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা এবং সেখানে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে আগামী বছরের মার্চের মধ্যে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একথা জানান।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে হাযার হাযার উগ্র হিন্দু অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে হিন্দু মন্দির নির্মাণের যে দাবী করে আসছে তার সর্বশেষ সময়সীমা ১২ মার্চ নির্ধারণ করেছে কট্টর হিন্দু সংগঠন 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ'।

উগ্র হিন্দু নেতৃবৃন্দ দাবী করেন যে, ষোড়শ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট বাবর হিন্দুদের একটি মন্দির ধ্বংস করে সেখানে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করেন। তাদের ধারণা ঐ স্থানেই হিন্দু দেবতা জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য,'বিশ্বহিন্দু পরিষদ' বাজপেয়ীর 'বিজেপি' দলের একটি অঙ্গ সংগঠন। বাজপেয়ী সরকার বলছে, তারা সুপ্রীম কোর্টের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। ঐ রায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কোন কিছু নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

পার্লামেন্টে প্রবেশ করে ১৪ জনকে হত্যা

গত ২৮ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাতনামা এক বন্দুকধারী সুইজারল্যাণ্ডের জাগ শহরস্থ আঞ্চলিক পার্লামেন্টে প্রবেশ করে গুলী চালিয়ে ১৪ জন স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এতে সমসংখ্যক ব্যক্তি আহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুরিখ শহরের এক অজ্ঞাত ব্যক্তি অ্যাসল্ট রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে ঝড়ের গতিতে পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি গুলী চালালে এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পার্লামেন্ট ভবনে হামলার রহস্য উদঘাটিত হয়নি।

কৌতুক করার খেসারত

সাংহাইয়ের একটি অভ্যন্তরীণ বিমানে কৌতুক করে সন্ত্রাসী পরিচয় দেওয়ায় এক ব্যবসায়ী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। সেদেশের 'লিবারেশন' নামক দৈনিক পত্রিকায় বলা হয়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর পুদং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাত্রীরা চিনের পূর্বাঞ্চলীয় বিমান সংস্থার একটি বিমানে ওঠার সময় একজন নির্বাহী কর্মকর্তা বিমানে কোন সন্ত্রাসী আছে কি-না ষ্টুয়ার্ডের কাছে জানতে চাইলে একজন যাত্রী কৌতুক করে নিজেকে সন্ত্রাসী দাবী করে। এতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত যাত্রী ৩৭ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ও ব্যবসায়ী। গ্রেফতার হওয়ার পর সে জানায়, সে নিছক কৌতুক করেছে।

আমেরিকার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন ও সর্বত্র কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেন, কেবলমাত্র সন্দেহের বশে প্রমাণবিহীনভাবে ওসামা বিন লাদেনকে ইস্যু করে আফগানিস্তানের মত একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের উপরে নগ্ন হামলা চালানো ও ভুখা-নাঙ্গা আফগান জনগণকে হত্যা করা চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নোংরা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি বলেন, আমরা এই আগ্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করছি ও অবিলম্বে হামলা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকার সাথে সকলপ্রকার কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই সাথে আমি সংগঠনের সকল স্তরের দায়িত্বশীল ও দেশের মসজিদ সমূহের সম্মানিত ইমামগণের প্রতি ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইহুদী-নাছারা ও তাদের মিত্র শক্তির ধ্বংস কামনা করে দৈনিক কুনূতে নাযেলাহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র গায়েবী মদদ প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন ২০০১

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন ২০০১ আগামী ১৮ ও ১৯ই অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সম্মেলন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ উদ্বোধন একই সময়ে হবে।

নিবেদক

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী

আহবায়ক

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০০১

মুসলিম জাহান

ইন্দোনেশিয়ায় শরী'আ আইন চালুর দাবীতে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ

ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের সামনে গত ২৭ আগষ্ট সোমবার সে দেশের একটি ইসলামপন্থী দলের শত শত সদস্য ইসলামী শরী'আ আইন চালুর দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 'ফ্রন্ট ফর দ্য ডিফেণ্ডার্স অব ইসলাম'-এর ৬০০ সদস্য তাদের সদর দফতর থেকে বের হয়ে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভকারীরা সাদা পোষাক পরিহিত ছিলেন। এ সময়ে তারা পোষ্টার ও ব্যানার বহন করছিলেন। এসব পোষ্টার ও ব্যানারে লেখা ছিল, 'মুসলমানদের জন্য শরী'আ আইন চালুর লক্ষ্যে সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'। একটি ব্যানারে লেখা ছিল, 'পার্লামেন্টের কোন্ কোন্ সদস্য শরী'আ সমর্থন করে তাদেরকে চাচ্ছি।' আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশনে যাতে শরী'আ আইনের বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয় সেজন্য আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়।

আফগান বিরোধী জোটের কমাণ্ডার মাস'উদ নিহত

'পানসিরের সিংহ' বলে পরিচিত আফগানিস্তানের বিরোধী জোটের কমাণ্ডার আহমাদ শাহ মাস'উদ (৪৮) গত ৯ই সেপ্টেম্বর এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় আহত হওয়ার পর গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার মারা গেছেন।

মাস'উদ ছিলেন তালেবানদের প্রধান সামরিক বাধা। তিনি এক কিংবদন্তী সামরিক নেতা ছিলেন। ৮০'র দশকে সোভিয়েত আগ্রাসন বিরোধী লড়াইয়ে তিনি বীর হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। আহমাদ শাহ মাস'উদ গত বছর তালেবানদের অগ্রাভিযান ঠেকিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বিরোধী জোটের ঘাঁটি পুনরায় গড়ে তোলেন।

নাইজেরিয়ায় মুসলিম-খ্রীষ্টান দাঙ্গায় কয়েকশত লোকের প্রাণহানি

নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহর জোসে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা অব্যাহত রয়েছে। এতে সরকারী মতে ৭০ ও বেসরকারী হিসাবে কয়েকশত লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া বহু ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে। সাংবাদিকরা জানান, সেখানে অনেক লাশ রাস্তায় পড়ে আছে এবং বিভিন্ন ভবনে আগুন জ্বলছে। সাবেক সামরিক শাসক ইয়াকুবু গাওয়ন দাঙ্গা রোধের জন্য বিবাদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছেন।

উল্লেখ্য যে, গত বছর থেকে নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ইসলামী শরী'আ আইন বলবৎ করা হয়। এরপর থেকে ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গায় ২ হাযার লোক প্রাণ হারায়।

আরব আমিরাত ৪০ হাযার আফগান শরণার্থীকে খাদ্য ও আশ্রয় দিবে

সংযুক্ত আরব আমিরাত আফগানিস্তানের ৪০ হাযার মুসলিম শরণার্থীকে খাদ্য ও আশ্রয় দিবে। আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হামদান বিন সাঈদ আল-নাহায়ান 'রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র এক সভায় একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, শরণার্থীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনাও তাদের রয়েছে।

এদিকে সঊদী আরবের বাদশা ফাহাদ ইতিমধ্যে আফগান শরণার্থীদের জন্য ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র সহ ১ কোটি ডলারের যরূরী সামগ্রী সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন।

আফগানিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজয় বরণ করতে হবে

-লশকর-ই-ত্বাইয়েবা

'লশকর-ই-ত্বাইয়েবা'র আমীর অধ্যাপক হাফেয সাঈদ মার্কিন প্রতিশোধমূলক হামলার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানকে সমর্থন দানের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজয় বরণের সম্মুখীন হ'তে হবে। তিনি বলেন, যে কোন ধরনের ধ্বংস পরিহার করে বুশ প্রশাসনকে সুস্থ মস্তিষ্কে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করার আহ্বান জানান।

আফগানিস্তান আক্রান্ত হ'লে ইন্দোনেশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হবে

-ওলামা পরিষদ

জাকার্তায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মার্কিন দূতাবাসের বাইরে সহস্রাধিক মুসলমান এক সমাবেশে মিলিত হন। সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপর সামরিক হামলা চালালে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা জিহাদ শুরু করবে বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মার্কিন কুটনীতিকরা ইন্দোনেশিয়া ত্যাগের প্রস্তুতি নিয়েছে। ইসলামী দলগুলি এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, আফগানিস্তান আক্রান্ত হ'লে তারা ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন নাগরিক ও স্থাপনা সমূহের উপর হামলা চালাবে। এই হুমকির পর মার্কিন সরকার অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন মার্কিন কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় ইন্দোনেশিয়া ত্যাগের কথা জানিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার শীর্ষস্থানীয় ইসলামী সংগঠন 'ওলামা পরিষদ' বলেছে, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপ করলে তারা জিহাদের ডাক দেবে।

শুভেচ্ছা

অন্ধকারাচ্ছন্ন এই সমাজ পরিবর্তে
যুগের সাড়া জা
মাসিক 'আত-
করতে
ফালিল্লা
রইল ত

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক নিরাময়ে ব্রেইন রিপিয়ার কিট

এখন থেকে কারো মাথার ভিতরে মস্তিষ্কে ক্ষত সৃষ্টি হ'লে বা যে কোন ধরনের প্রদাহ হ'লে রোগীর মাথায় লোকাল এ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করে এবং খুলিতে ছোট্ট একটি ছিদ্র করে সে পথে এক সিরিঞ্জ ভর্তি নতুন কোষ ঢুকিয়ে দিয়েই মস্তিষ্কে যে কোন ধরনের অকার্যকারিতা দূর করা সম্ভব হবে। ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক সারিয়ে তুলতে বিজ্ঞানীরা ব্যাপক উৎপাদনক্ষম কোষ প্রয়োগ করে 'ব্রেইন রিপিয়ার কিট' নামক একটা নয়া পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন বলে এই অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে স্ট্রোকজনিত মস্তিষ্কের ক্ষত আলঝিমার কিংবা পার্কিন্সনের মত রোগও কার্যকরভাবে নিরাময় করা সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে সত্যিই এটা একটা নতুন সংযোজন ও বিস্ময়ের ব্যাপার।

দিনে ২টি আপেল উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়

এখন এটা শুধু কথার কথা নয় যে, দিনে একটি আপেল মানুষকে রোগ ব্যাধি থেকে দূরে রাখতে পারে। আর সারাদিনে ২টি আপেল চর্বি হ্রাস করে ধমনীকে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের উপযোগী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে জাপানের গবেষকরা জানান। তারা বলেন, দিনে দু'টি আপেল উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। টোকিও'র প্রায় ৫০ কিলোমিটার পূর্বে সুকবায় 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্রুট ট্রি সায়েন্সে'র একজন গবেষক কেইসি তানাকা বলেন, মোটামুটিভাবে দৈনিক ৪শ' গ্রাম আপেল খেলে রক্তের চর্বি কমে যায়। তানাকার গবেষণায় ৩০ থেকে ৫৭ বছর বয়সের ১৪ জনকে দিনে দেড় থেকে দু'টি আপেল খাওয়ানো হয়। তিন সপ্তাহ ধরে এই গবেষণা চালানো হয়। গবেষক দলের সদস্য তাকায়ুকি আমানো বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের রক্তে গড়ে শতকরা ২১ ভাগ চর্বি হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণ চর্বি জন্মানোর অবস্থাকে 'হাইপারলিপেমিয়া' বলে। এতে ধমনী শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং নানা ধরনের মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া ধমনী শক্ত হয়ে যাবার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে যায়। আপেল খেলে এই ঝুঁকি কমে যায়। আমানো বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে আপেল খেলে রক্তে গড়ে শতকরা ৩৪ ভাগ ভিটামিন 'সি' বৃদ্ধি পায়।

দেহ কোষকে রক্তকোষে রূপান্তর মার্কিন বিজ্ঞানীদের সাফল্য

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা ভ্রূণের আদি দেহকোষকে রক্তকোষে পরিণত করার গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেন। তারা জানান, গবেষণা শেষ হ'লে এ থেকে তারা রক্তকণিকা তৈরীতে সক্ষম হবেন। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব গবেষক কোষগুলোকে অস্থিমজ্জায় নিয়ে তাতে কোষের বৃদ্ধি হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করেন। তারা একথাও জানান যে, মানবদেহে রক্তকণিকা দেওয়া যাবে। তবে এপর্যায়ে পৌঁছতে আরো অনেক সময় লাগবে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিজ্ঞানীরা এ ধরনের কোষ থেকে হৃৎপিণ্ড এবং কিডনীর টিস্যু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এ ধরনের গবেষণার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলো সোচ্চার।

যে চিরুনিতে মাথা আঁচড়ালে চুল গজাবে

'লেক্সিনটন ইন্টারন্যাশনাল' সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে 'লেসার কম্ব' নামক চিরুনী। এই চিরুনী দিয়ে নীচু মাত্রার ঠাণ্ডা লেসার রশ্মি বের হয়। চুল আঁচড়াতে লাগলে চুলের গোড়ায় রশ্মি পড়ে এবং রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রুত নতুন চুল গজাতে থাকে এবং চুল ঘন হয়। তাই এই চিরুনিকে শতাব্দীর চমক 'হেয়ার টনিক' বলা যেতে পারে। 'আমেরিকান ফুড এ্যাণ্ড ড্রাগস এডমিনিস্ট্রেশন' (এফডিএ)-এর অনুমতিক্রমে এই চিরুনিকে প্রসাধন সামগ্রী হিসাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চুল শক্ত, ঘন ও উজ্জ্বল করতে চিরুনিটির অবদান অসামান্য। তবে 'হেয়ার গ্রোথ প্রডাক্ট' হিসাবে এফডিএ অনুমোদন পেতে সময় লাগবে।

হৃদরোগের নতুন ডিম

ভারতের বাঙ্গালোরে সম্প্রতি উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ডিম 'ডায়েটএগ' বাজারজাতকরণ শুরু হয়েছে। এই ডিম খাওয়ার মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ত্বকের কুঞ্চন রোধ করা সম্ভব হবে বলে দাবী করা হচ্ছে। ভারতের সর্বত্র এবং পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় এ ডিম বাজারজাত করা হবে। স্থানীয় কোম্পানী 'কুল কমেবিটবলস লিঃ' পণ্যটি বাজারজাত করার জন্য ১০ কোটি রূপি বিনিয়োগ করে। 'কুল কমেবিটবলসে'র কর্মকর্তা সৈয়দ ফাথাউল্লাহ নাভিদ বলেন, বাঙ্গালোর শহরের জন্য প্রতিদিন ৩০ লাখ ডিম প্রয়োজন হয়। তবে তারা প্রথমে কেবল ৩০ হাযার থেকে ১ লাখ ডিম সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

কফি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়

কফি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। কফির মধ্যে ক্যাফেইন রয়েছে। আর এই ক্যাফেইনই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির কাজ করে। ক্যাফেইন মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রাখার কাজে নিয়োজিত স্নায়ু কোষগুলোর সুষম বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্রে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ায়, যা সুদীর্ঘ অতীতের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

হক্ব-এর পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

আমি ১৯৮৯ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির'-য়ে যোগ দেই। কর্মী থেকে সাথী প্রার্থী পর্যন্ত উন্নীত হই। এরপর আর তেমন অগ্রসর হ'তে পারিনি। তবে একনিষ্ঠ ভাবে মনে প্রাণে ভালবেসে কাজ করেছি। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে চাকুরীর প্রত্যাশায় সঊদী আরবে আসি এবং অদ্যাবধি চাকুরী করে চলেছি। ফালিল্লাহিল হামদ। এখানে এসেও আমি 'জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর সাথে একীভূত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। কিন্তু গত বৎসরের ছফর মাসে আমার সাথে মনীর নামের এক নতুন ভাইয়ের পরিচয় ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার রুমমেট হয়ে যান। তিনি ছিলেন আহলেহাদীছ। ইতিপূর্বে আমি আহলেহাদীছ সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম। সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সাথে আমার বিতর্ক হ'ত। মাঝে মধ্যে এ বিতর্ক চরম পর্যায়েও পৌঁছে যেত। আমি যেন স্বস্তি হারিয়ে ফেললাম। আমার অনুসন্ধিৎসু মন জাগ্রত হয়ে উঠল। জানার স্পৃহা আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরল। বাধ্য হয়ে অতি সংগোপনে অধ্যয়ন শুরু করলাম। বিশেষ করে মনীর ভাই যখন রুম থেকে চলে যেতেন, তখন আমি তার নিকট থাকা আহলেহাদীছ সংগঠনের বই-পুস্তক পাঠ করতাম। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' এই গ্রন্থটি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম হক্ব অনুযায়ী আমল করার। আর এ সিদ্ধান্তই আমার জীবনকে কন্টকাকীর্ণ করে তুলল। নানা প্রতিকূলতা আমাকে আলিঙ্গন করল। সর্বাগ্রেই 'জামাতে ইসলাম'-এর ভাইগণ আমাকে মনীর ভাইয়ের সঙ্গ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। আমি তাদেরকে 'জামাতে ইসলাম'-এর কর্মী থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার এবং কোথাও আমার পরিচয় না বলার পরামর্শ দেই। সেই থেকে এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী যেন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। আমাকে নিয়ে সমালোচনা, অপপ্রচার ও তিরস্কার করা হয়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হয়। শুধু 'জামাতে ইসলাম'ই নয়, 'তাবলীগ জামাত'ও একই পদক্ষেপ নেয়। যাই হোক আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে সদর্পে টিকে আছি। হক্ব প্রাপ্তিতে ঈমানী শক্তি যেন দ্বিগুণ অনুভব করছি। সম্প্রতি উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার-এর শিক্ষক সিলেট যেলার অধিবাসী শায়খ আঃ রশীদ ভাই-এর সাথে পরিচয় ঘটলে আরো প্রেরণা পাই। আরো উৎসাহের সাথে হক্ব প্রচারে ব্রতী হই।

পরিশেষে এই প্রতিকূলতাপূর্ণ জীবনে কখনো যেন হক্ব থেকে ছিটকে না পড়ি এই প্রার্থনা বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ পাকের বারগাহে।

-ফাইযুল্লাহ
পোঃ বক্স নং ৯৮
আল-থুরিয়া- ৪১৩২৫
ইয়ানু আল-সিনাইয়া
সঊদী আরব।

সময়োপযুগী পদক্ষেপ আত-তাহরীক

১৯৯৩ -এর কথা! প্রথম সঊদী আরব এসে একটি শব্দের সাথে পরিচয় ঘটল। শব্দটি অতি পরিচিত হ'লেও আমার কাছে নতুন মনে হ'ল। কৌতুহল মনে শব্দটির পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হ'লাম। লক্ষ্য করলাম যেখানেই বেআইনী ভাবে গাড়ী দাঁড়িয়ে জ্যাম সৃষ্টি করছে, সেখানেই ট্রাফিক পুলিশ মাইক্রোফোন হ্যান্ডসেট থেকে ভেসে আসছে 'তাহাররাক' শব্দটি। সাথে সাথে গাড়ীগুলি সরে রাস্তা ক্লিয়ার করে দিচ্ছে। অনুমেয় যে, শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করছে।

'আত-তাহরীক' পত্রিকা হাতে আসতেই এর অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'লাম। **'আত-তাহরীক'**-এর আদেশ সূচক শব্দ হচ্ছে 'তাহাররাক'। অর্থ আন্দোলিত হও। জড় পদার্থের ন্যায় স্থির বসে থেকো না। নড়ে ওঠো। বাস্তবিকই শব্দটির তাৎপর্য রয়েছে। যদি জাতি এই শব্দটির তাৎপর্য উপলব্দি করে এবং উঠে দাঁড়ায় সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তবে নিশ্চয়ই জান্নাতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্র যমীনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে থাকবে। থাকবে না কোন প্রতিবন্ধকতা।

যুগ সন্ধিক্ষণে **'আত-তাহরীক'** একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কারের কুহেলিকায় **'আত-তাহরীক'**-এর ষাঁড়াসি অভিযান প্রশংসার দাবী রাখে। আমি **আত-তাহরীক** কর্তৃপক্ষের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি। আর সাথে সাথে হক্ব পিপাসুদের **'আত-তাহরীক'**-এর হরকতে আন্দোলিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

-মুহাম্মাদ গোলাম রহমান
পোষ্ট বক্স নং ৪৯৫৪
তায়েফ, সঊদী আরব।

নোভা হাসপাতাল

* সকল প্রকার অপারেশন ও ডেলিভারী
* এক্সরে, ই.সি.জি, আলট্রাসনোগ্রাফী ও প্যাথলজী।
* বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা।
* আউটডোর সার্ভিস।

লক্ষীপুর, গ্রেটার রোড,
(জি.পি.ও এর উত্তরে)
রাজশাহী।

ফোন ঃ ০৭২১-৭৬০০১০।
মোবাইলঃ ০১৭-১৭৮৩৫৯।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১২ই আগষ্ট ২০০১ঃ অদ্য রবিবার কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার ধর্মদহ এলাকার উদ্যোগে গরুড়া দাঁড়েরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। যেলা সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রফেসর আব্দুল আযীয খাঁন। সভায় কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর যেলা কর্মপরিষদ সহ কর্মী ও সুধীদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পরকালীন মুক্তির স্বার্থে বাতিলের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও প্রফেসর আব্দুল আযীয খাঁন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পক্ষ থেকে গত ১৪ জুন নাটোরে বাস এক্সিডেন্টে নিহত আরবী বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র গরুড়া নিবাসী জনাব ইউনুস আলীর একমাত্র পুত্র আব্দুল মতীন (২০)-এর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য এ সফরে আসেন।

জয়পুরহাট ২৪শে আগষ্ট ২০০১ শুক্রবারঃ জয়পুরহাট যেলার কালাই উপযেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলা কর্তৃক আয়োজিত বিশাল সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে নিবেদিতপ্রাণ একদল নেতা ও কর্মীর মাধ্যমে সর্বাত্মক সমাজবিপ্লব সাধন ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এদেশের প্রচলিত রাজনীতি শুধু অনৈসলামী নয়, বরং ইসলাম বিরোধী। এ দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী। তিনি বলেন, তথাকথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে যেমন দেশের রাজনীতিকে দলীয়করণ ও সন্ত্রাসনির্ভর করা হয়েছে, মাযহাব ও তরীকার নামে তেমনি ইসলামকে দলীয়করণ করা হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এমনকি ছালাত আদায়েরও স্বাধীনতা এদেশের বহু মসজিদে নেই। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলামের দেওয়া ইমারত ও শূরা ভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে, প্রচলিত দলতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে নয়।

যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা হাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশ পণ্ড করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির অপচেষ্টার ফলে এত অধিক সংখ্যক কর্মী, সুধী ও মহিলাদের সমাগম হয়েছিল যে, সুধী সমাবেশের নির্ধারিত স্থান কালাই জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের বিশাল ছাদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্বের দু'টি মার্কেটের ছাদ সহ রাস্তায় ও দোকানপাটে শ্রোতাদের ঢল নামে। ফলে সুধী সমাবেশটি বিরাট জনসমাবেশে পরিণত হয়।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, গাজীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা কফীলুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব ফারূক আহমাদ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

পাবনা॥ ২৫শে আগষ্ট ২০০১ শনিবারঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আগমন সংবাদে পাবনা সার্কিট হাউজ সংলগ্ন চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে যোহর পর্যন্ত এক স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, গাজীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আগমনের খবর প্রচারিত হওয়ায় পাবনা শহরের নামধারী একটি ইসলামী সংগঠনের কিছু সংখ্যক লোক মিছিল করে সকাল ১০ টায় চাঁদমারী

মসজিদে এসে সমাবেশ বন্ধ করার অপচেষ্টা চালায় এবং আমীরে জামা'আতকে উক্ত সমাবেশে না আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করে ও হুমকি দেয়। এমতাবস্থায় যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ ধৈর্য, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নিজেরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান চালিয়ে যান ও যোহর ছালাতান্তে শেষ করেন।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রোগ্রামে পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে বাদ যোহর সমাবেশ স্থলের অনতিদূরে মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুর রউফ-এর বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। তাঁর আগমনের কথা জানতে পেরে কর্মীগণ দলে দলে সেখানে উপস্থিত হন ও উক্ত বাসভবনে ব্যাপক গণ জামায়েত -এর সৃষ্টি হয়। ফলে বাসা সংলগ্ন সড়কে অনুষ্ঠিত বিরাট গণসমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ভাষণ প্রদান করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, শুধু রাফ'উল ইয়াদায়েন করাই 'আহলেহাদীছ'-এর একমাত্র পরিচয় নয়। বরং ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই এ আন্দোলনের মূল আহ্বান। এ পর্যায়ে তিনি দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে পরিচালিত উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলনে পাবনার আহলেহাদীছদের অংশগ্রহণ ও তাদের সোনালী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন। **তাঁর ভাষণের পর ২৩ জন ভাই 'আহলেহাদীছ' হন ও আমীরে জামা'আতের নিকটে শারঈ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।**

সিরাজগঞ্জঃ ৩১শে আগষ্ট ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কাযীপুর বড়ইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথই হ'ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম -এর পথ। এ পথ অনুসরণেই দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব। তিনি সকলকে প্রচলিত তরীকা, ফির্কা ও মতবাদ-এর অন্ধ অনুসরণ পরিহার করে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমে সার্বিক জীবন পরিচালনা করার উদাত্ত আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, তিনি অত্র জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ গোলযার হোসাইন প্রমুখ।

কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

কুষ্টিয়া ১ ও ২ সেপ্টেম্বর শনি ও রবিবারঃ দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ-এর অংশ হিসাবে গত ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর শনি ও রবিবার কুষ্টিয়া পূর্ব, পশ্চিম ও রাজবাড়ী যেলার সমন্বয়ে কুষ্টিয়া শহরের রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে এক যৌথ কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাধারণ পরিষদ সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা)। ১ম দিন বাদ আছর থেকে পরদিন দুপুরের আগ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকে।

১লা সেপ্টেম্বর শনিবার বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর জন্য একদল সচেতন ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে চাই। এজন্য মুরব্বী, যুবক, সোনামণি ও মহিলাদের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে চতুর্মুখী কাজ করে যেতে হচ্ছে। ওয়ায-নছীহত, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের বক্তৃতায় সাময়িক কিছু উত্তাপ সৃষ্টি হয় বটে। কিন্তু তা দিয়ে সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের জন্য চাই একদল নেতা-কর্মীর নিরন্তর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। যত অল্প সংখ্যক হৌক না কেন নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরাই কেবল পারেন সমাজ পরিবর্তন করতে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদের সে পথেই এগিয়ে আসতে হবে। সে পথেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। দুনিয়াবী লাভ ও লোভ পরিহার করে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পোড়াদহ থেকে আগত ২৫ জন নতুন আহলেহাদীছের নিকট থেকে শারঈ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনেন ও বিরোধী পক্ষের নির্যাতনে ধৈর্যধারনের উপদেশ দেন।

উল্লেখ্য যে, পোড়াদহ ষ্টেশনের আশপাশের পাঁচটি গ্রামের অনেক মুরব্বী ও তরুণ শিক্ষিত ভাই-বোন 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় 'তাবলীগ জামা'আত' ও অন্যান্য গায়ের-সালাফী আলেম ও সমাজ নেতারা একজোট হয়ে তাদের উপরে চরম সামাজিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পক্ষ হ'তে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপককে সাথে নিয়ে সেখানে সফর করে পরিবেশ শান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও সে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপকগণের মধ্যে ডঃ লোকমান হোসায়েন ও ডঃ মুযযাম্মিল আলী এবং যেলা সেক্রেটারী জনাব বাহারুল ইসলাম মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকটে সেখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

স্থানীয় নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের মুখে তাদের উপরে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের বর্ণনা শুনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, যে দেশে দৈনিক হাযার হাযার লোক খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, হাযার হাযার যুবক সন্ত্রাসী হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে এইসব নামধারী আলেম ও সমাজ নেতাদের কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ কিছু লোক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করছে, দ্বীনের অন্যান্য কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করছে, তাদের উপরেই যত যুলুম? তিনি বলেন, ধৈর্যের সাথে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় হক-এর উপরে টিকে থাকতে পারলেই বাতিল পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের জনাব ফযলুল হক যিনি নিজে একজন নতুন 'আহলেহাদীছ' এবং 'জামা'আতে ইসলামী' থেকে আগত, যিনি ইতিপূর্বে সঊদী আরবের খাবযী শহরে কর্মরত ছিলেন এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বে দেশে ফিরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাজশাহী এসেছিলেন, তিনি ঘটনা শুনে দারুণভাবে মর্মাহত হয়ে বলেন, 'বিদেশে থেকে আমরা কখনোই বুঝতে পারিনি বাংলাদেশে আহলেহাদীছ-এর দাওয়াত পরিচালনা করা কত কঠিন। এখানকার আলেম ও সমাজনেতাদের সংকীর্ণতা দেখে আমি সত্যিই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ'।

দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক দায়িত্বশীল ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

২৩ ও ২৪শে আগষ্ট ২০০১ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

জয়পুরহাটঃ যেলা সভাপতি মাওলানা হাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল ও কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব ফারূক আহমাদ প্রমুখ।

৩০ ও ৩১ শে আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

(ক) সিরাজগঞ্জঃ কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুযায়ী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত কাযীপুর গান্দাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

(খ) ঝিনাইদহঃ যেলা সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে নারায়ণপুর-বাটিকাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ পরিষদ সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা)।

(গ) চট্টগ্রামঃ গত ৩১ শে আগষ্ট শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে উত্তর পতেঙ্গা, টি,এস,পি কলোনী ডি-১/১০ নম্বর বাসায় যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম-এর সভাপতিত্বে বিকাল ৫ টা থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ঝাউতলা (পাহাড়তলী) আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা শামসুল আলম প্রমুখ।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ

জয়পুরহাটঃ গত ২৩ ও ২৪শে আগষ্ট 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালাই কমপ্লেক্স মাদরাসায় দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফারূক আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন যুবসংঘের যেলা সভাপতি মোস্তফা আলী, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সেলিম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আব্দুন নূর। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, আবুল কালাম, আব্দুন নূর প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।

দিনাজপুর-পূর্বঃ গত ২৭ ও ২৮শে আগষ্ট ২০০১ তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরামপুর সিনিয়র মাদরাসা ও রাণীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৃথক পৃথক দু'টি কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার আহ্বায়ক ডাঃ এনামুল হক, যুবসংঘের দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ

আবদুল ওয়ারিছ প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন পরীক্ষায় যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তারা হ'লেনঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী, মুহাম্মাদ রামাযান আলী ও মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

সিরাজগঞ্জঃ গত ৩০ ও ৩১শে আগষ্ট ২০০১ তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গান্দাইল নয়াপড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ মনীরুযযামান (মহিলমূড়া), মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম খান (তেতুলিয়া) ও মুহাম্মাদ শাহ আলম (উক শাহবাজপুর)।

রাবিতে 'বিদায়ীদের জন্য দো'আ ও নবাগতদের সংবর্ধনা'

গত ৪ সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' মিলনায়তন কাজলা, রাজশাহীতে 'বিদায়ীদের জন্য দো'আ ও নবাগতদের সংবর্ধনা ২০০১' অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস, এম, আযীযুল্লাহ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন ও স্থানীয় শিক্ষক (অবঃ) জনাব ইসরাফীল হোসাইন। বিদায়ীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিদায়ী ছাত্র মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আরবী বিভাগের নবাগত ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন ও মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আরবী বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ শহীদুযযামান।

আফগানিস্তানে সম্ভাব্য মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তানে সম্ভাব্য হামলার প্রতিবাদে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হ'তে শুরু করে রাজশাহী মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং জিরো পয়েন্টে ও লক্ষীপুর মোড়ে দু'টি বিরাট পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উভয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সম্প্রতি পেন্টাগন ও টুইন টাওয়ারে বোমা হামলার প্রতিশোধ হিসাবে কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ করে আফগানিস্তানের উপরে এ সম্ভাব্য হামলা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, ইসলাম বিরোধীদের একথা জানা উচিৎ যে, যুগে যুগে মুসলমানদেরকে যারাই ধ্বংস করতে এসেছে তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মার্কিনীরা যদি আফগানিস্তানে হামলা করে তবে সেখানেই মার্কিনীদের কবর রচিত হবে ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে মার্কিনীদের সাহায্যে যে ভ্রাতৃঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের নেত্রী যার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, তা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য তাঁরা জোর দাবী জানান এবং বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বত্র মার্কিনী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান।

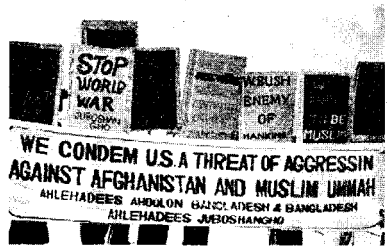

মিছিলের অগ্রভাগের ব্যানারের ছবি।

পথসভায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র রাজশাহী যেলা সভাপতি ডাঃ আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান প্রমুখ।

মিছিলে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সর্বস্তরের কর্মী ছাড়াও সাধারণ মুসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সহস্রাধিক কর্মীর গগন বিদারী শ্লোগানে রাজশাহী শহর মুখরিত হয়ে ওঠে। রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত জনতা হাত নেড়ে মিছিলটিকে স্বাগত জানায়। মিছিলের শ্লোগান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ রুশ-ভারত-মার্কিন, ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন; আফগানিস্তানে সম্ভাব্য মার্কিন হামলা বন্ধ কর বন্ধ কর; শ্যারণ-বুশ সাবধান, আমরা সবাই মুসলমান; আফগানে কিছু হলে, জ্বলবে আগুন বিশ্বজুড়ে; এবার হবে আফগান মার্কিনীদের গোরস্থান; নাস্তিকদের সময় শেষ মুজাহিদদের বাংলাদেশ'। W. BUSH! WE HATE YOU.

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া যায়। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খায়, সে যেন তার গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয় (ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৮২৬, 'আত'য়েমা' অনুচ্ছেদ)। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খায়, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে ভিন্ন থাকে অর্থাৎ বাড়ীতে থাকে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে কিছু সব্জি পেশ করা হ'ল, যাতে গন্ধ ছিল। তিনি বললেন, তোমরা ছাহাবীদেরকে এ সব্জি প্রদান কর। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, ছাহাবীরা উহা খাওয়া অপসন্দ করছেন, ফলে তিনি বললেন, তোমরা খাও (এতে কোন অসুবিধা নেই)। কেননা আমি যার সাথে চুপে চুপে কথা বলি, তোমরা তার সাথে বল না (ছহীহ আবুদাউদ, হা/৩৮২২ অনুচ্ছেদ ঐ)। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া যাবে। তবে উহা খেয়ে মসজিদে যাওয়া যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ বিবাহের কিছুদিন পর স্ত্রী পাগল হয়ে যাওয়ায় বাবা-মা মেয়ের বিনা অনুমতিতে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেয়। ১৫ মাস পর স্ত্রী সুস্থ হ'লে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায়। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার শারঈ বিধান কি?

- আলী আহমাদ ভূঁইয়া
বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত তালাক সিদ্ধ হয়নি। কেননা তিন ব্যক্তির তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মধ্যে একজন পাগল *(ইরওয়া হা/২০৪৩)*। তাছাড়া উক্ত তালাক মেয়ের অভিভাবকরা গ্রহণ করেছে, মেয়ে নয়। এতে মেয়ের কোন সম্মতি ছিলনা। সুতরাং স্বামী বিনা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয় *(সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩১৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ অন্যের কাছে ব্যবসার জন্য দেয়া টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না।

-এইচ, বি, ছফিয়ুন নেসা
সহকারী শিক্ষিকা,
মাগুরা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা।

উত্তরঃ অন্যের কাছে ব্যবসার জন্য দেওয়া টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে (আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২; ইরওয়া হা/৮১৫)। শেয়ারে ব্যবসা থাকলে লভ্যাংশ সহ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ কেউ এক লক্ষ টাকা শেয়ারে ব্যবসা করতে দিলে তা যদি এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর লভ্যাংশ সহ এক লাখ ১০ হাযার টাকা হয়, তবে এক লাখ ১০ হাযারের হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, টাকা বা অন্য বস্তু কোথাও জমা রাখলে মালিকানা নষ্ট হয় না (আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪০৬; মিশকাত হা/২৮৮৭, হাদীছ ছহীহ)।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করলেন' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ মোহর ধীরে ধীরে পরিশোধ করা যায় কি? মোহর পরিশোধ না করে স্ত্রী সহবাস করলে নাকি ক্বিয়ামতের ময়দানে ঐ ব্যক্তি যেনাকারের কাতারে শামিল হবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মোহর এক সাথে আদায় করা যরূরী নয়; বরং ধীরে ধীরে আদায় করা জায়েয। মোহর বাকী রেখে স্ত্রী সহবাস করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। মোহর আদায় না করে স্ত্রী সহবাস করলে যেনাকারের কাতারে শামিল হ'তে হবে কথাটি মিথ্যা। তবে মোহর আদায় করা যরূরী।

উল্লেখ্য যে, বিবাহে মোহর কম হওয়া উত্তম ও বরকতময় *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২১১)*।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ পুত্রের উপার্জিত সম্পদ পিতা বিনা অনুমতিতে খরচ করতে পারে কি?

- আব্দুল খালেক
জোতখামার, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সন্তানের উপার্জিত মাল হ'লেও শরীয়তে সেগুলি

পিতার সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। বিধায় পিতা পুত্রের উপার্জিত সম্পদ তার বিনা অনুমতিতে খরচ করতে পারে। একদা এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার মাল ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদ খরচ করতে চান। রাসূললুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানেরাই তোমাদের উত্তম অর্জন। সুতরাং তোমাদের সন্তানদের উপার্জন হ'তে খাও' *(আবুদাঊদ, হা/৩৫৩০, ইবনু মাজাহ হা/২২৯২, আহমাদ ২/২১৪ পৃঃ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৩/৩২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ মুসাফির অবস্থায় ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে মুক্বীম ইমামের সাথে দু'রাক'আত পাওয়া গেলে বাকী দু'রাক'আত আদায় করতে হবে কি?

- আবুল কালাম
কৃষি অফিস, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মুসাফির বা মুক্বীম যেকোন অবস্থায় মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে তাকে ৪ রাক'আত ছালাতই আদায় করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মুসাফির একাকী ছালাত আদায় করলে দু'রাক'আত আর ইমামের পিছনে আদায় করলে ৪ রাক'আত পড়বে কি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই সুন্নাত *(আহমাদ ,ইরওয়া হা/৫৭১)*। আবু মেযলাজ বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম মুছল্লীর সাথে দু'রাক'আত ছালাত পেলে ঐ দু'রাক'আতই কি তার জন্য যথেষ্ট হবে, না তাদের সমান ৪ রাক'আত পড়তে হবে? (এ কথায়) তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, মুসাফির তাদের সমান ছালাত আদায় করবে *(ইরওয়া ৩/২২ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ জনৈক যুবকের এক মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পরে উভয়ের অভিভাবকের সম্মতিতে তাদের বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের ৩ মাসের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করলে মূল ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছেঃ সদ্যজাত এই ছেলেটি কি জারজ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে এবং সে কি পিতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে?

- নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বর্ণনা অনুযায়ী ছেলেটি জারজ সন্তান। কেননা বিবাহের পূর্বে ব্যভিচারের ফলে তার জন্ম হয়েছে। সে পিতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। তবে পিতার নিকটেই থাকবে। আমর ইবনে শু'আইব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন নারী অথবা দাসীর সাথে (যে পূর্বে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহৃত হ'ত) যেনা করেছে (আর তাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে) সে সন্তান হবে যেনার সন্তান। সে যেনাকারীর 'ওয়ারিছ' (উত্তরাধিকার) হবে না এবং 'মাওরূছ'ও (অন্য কাউকেও উত্তরাধিকার বানাতে পারবে না) হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৫৪)*।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ মালিকানাবিহীন একখণ্ড জমি আমি প্রায় ৩০ বৎসর যাবত চাষাবাদ করে উহার উৎপাদিত ফসল ভোগ করেছি। এখন জমিটি সরকারী মালিকানায় চলে গেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, ইতিপূর্বের সকল ফসল বা এর মূল্য কি সরকারকে ফেরৎ দিতে হবে?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রাম ও পোঃ এলাহাবাদ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মালিকানাবিহীন জমিতে যিনি ফসল উৎপন্ন করবেন, তিনিই তা ভোগ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন জমি চাষাবাদ করেছে, যা কারো মালিকানায় নয়, সে-ই উহার হকদার'। উরওয়া ইবনে যুবায়র তাবেঈ বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)ও তাঁর খেলাফত কালে এই হুকুম দিয়েছিলেন' (বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১ 'অনাবাদী ভূমি আবাদ করা, সেচের পালা ও সরকারী ভূমি দান করা' অধ্যায়)। সুতরাং সরকারকে ৩০ বছরের ফসল বা এর মূল্য ফেরৎ দিতে হবে না।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ আমার একটি কুকুর আছে। সেটি বিক্রি করতে চাই। কুকুর বিক্রির মূল্য ভোগ করা যাবে কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- ডন ডব্লিউ
১নং গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ কুকুর বিক্রির মূল্য হারাম। হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুকুর বিক্রির মূল্য ঘৃণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময় ও শিঙ্গা দেওয়া কার্যের অর্জনও জঘন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৩, ৬৪, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোজগার' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' নভেম্বর ২০০০ সংখ্যায় জনৈকা মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ জায়েয নয় বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ কি জায়েয হবে?

- মুহাম্মাদ ইজাবুল হক্ব
বিদ্যালয় পরিদর্শক (অবঃ)
রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ জায়েয না হওয়ার কারণ হ'ল তারা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। যাদের বিবাহ কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে *(নিসা ২৩)*। কিন্তু মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ জায়েয। একে ربيبة (রাবীবাহ) বলা হয়। কুরআন মাজীদে যাদের সাথে বিবাহ হারাম এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ আমার চার ছেলে ও স্ত্রী রয়েছে। তাদেরকে আমি ছালাত আদায় করতে বলি এবং টিভির খারাপ অনুষ্ঠান দেখতে নিষেধ করি। কিন্তু তারা আমার কথা শোনে না। তাদেরকে বাড়ী-ঘর তৈরি করে পৃথকভাবে থাকতে বললে তাতে তারা সম্মত হয়নি। অবশেষে আমি আলাদা বাড়ী তৈরি করে সেখানে বসবাস করি এবং নিজে রান্নাবান্না করে খাই। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী জনৈক ব্যক্তিকে স্বামী সাজিয়ে আমার ১৬ বিঘা জমি জাল করে নিলে আমি আমার স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক কাযীর মাধ্যমে প্রদান করি। কিন্তু আমার স্ত্রী তালাকনামা গ্রহণ করেনি। আমি মামলা করে জমি ফিরে পেয়েছি। এখন আমার স্ত্রী আমার নিকট আসতে চায়। শরীয়তে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন বিধান আছে কি?

- আব্দুর রাযযাক
গ্রামঃ নয়টি পাড়া
পোঃ চোরঘোর
থানাঃ তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নেককার নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ৩২)*। উল্লেখিত ঘটনা যদি সত্য হয় তাহ'লে শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কেননা স্ত্রী সীমালংঘনকারিণী ও স্বামীর অবাধ্যচারিণী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। স্ত্রীর তালাকনামা গ্রহণ করা বা না করা তালাক পতিত হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেহেতু তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু তাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি সে (স্বামী) তাকে (স্ত্রী) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। মোদ্দাকথাঃ কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি কখনও সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্বের স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরৎ আসতে পারে। এ ব্যতীত প্রচলিত হিল্লা প্রথার মাধ্যমে ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে না *(বিস্তারিত দেখুনঃ তালাক ও তাহলীল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ', কাজলা, রাজশাহী প্রকাশিত)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যাঙ খাওয়া বৈধ কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

- মীযানুর রহমান
জালাইগাড়ী, কালাই
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ব্যাঙ খাওয়া বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছুরাদ পাখি, ব্যাঙ, পিপিলিকা ও হুদহুদ পাখি মারতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৩)*। আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ডাক্তার ওষুধ হিসাবে ব্যাঙের ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৪৫)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ তওবা করলে ব্যভিচারের মত জঘন্য অপরাধ মার্জনা হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মোরশেদ
জালাইগাড়ী, কালাই
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ একমাত্র শিরক ব্যতীত যেকোন অপরাধের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে বান্দা ঐ পাপ পুনর্বার না করার প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করলে তা মার্জনা হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যখন তার পাপ স্বীকার করতঃ তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা বৈধ কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্তর।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যায়। অন্যথা দাবী করে কিছু গ্রহণ শরীয়ত সম্মত নয়। ওমর ফারূক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাকে কিছু উপঢৌকন দিতে চাইলে আমি বললাম, আমার চেয়ে অধিক দরিদ্রকে প্রদান করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি এটা তোমার নিজের অর্থ হিসাবে গ্রহণ কর। অতঃপর তা দান করে দাও। না চেয়ে বা আগ্রহ প্রকাশ না করে কোন অর্থ আসলে তা গ্রহণ কর। আর যে অর্থ এভাবে আসে না তার পিছু ধারণ করনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৪৫)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ কোন মুসলিম দেশে কোন বিধর্মী সম্প্রদায় তাদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলে সে দেশের সরকার ও জনগণের করণীয় কি হবে?

- নাজমুল হুদা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুসলিম দেশে বিধর্মীরা তাদের ধর্ম প্রচার করতে আসলে তাদেরকে তিনটি পদ্ধতিতে বাধা প্রদান করতে হবে। (১) শক্তি প্রয়োগ করে, (২) সম্ভব না হ'লে মুখের মাধ্যমে ও (৩) তাও সম্ভব না হ'লে বিধর্মীদের কর্মতৎপরতাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণার মাধ্যমে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সে দেশের সরকার ও জনগণ যদি কোন রকম

বাধা প্রদান না করে, তাহ'লে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ নাপিত কিংবা কসাই-এর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পঞ্চগড়।

উত্তরঃ যেকোন পেশাজীবী মুসলমানের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। বিবাহে কেবলমাত্র দ্বীন লক্ষণীয় বিষয়, কোন পেশা নয়। আল্লাহ বলেন, 'তিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন' *(ফুরকান ৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আবু বায়াযা! তোমরা আবু হিন্দের সাথে তোমাদের মেয়ের বিবাহ দাও এবং তোমরাও তার মেয়েকে বিবাহ কর' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১০২)*। উল্লেখ্য যে, আবু হিন্দ একজন শিঙ্গাদার ব্যক্তি ছিলেন' *(বুলূগুল মারাম হা/১০০১)*। প্রকাশ থাকে যে, তাঁতী ও শিঙ্গাদাররা বৈবাহিক ক্ষেত্রে সামর্থ্য রাখেনা বলে যে হাদীছটি রয়েছে তা বাতিল *(সুবুলুস সালাম ৩/১৩৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ স্বামীর সদুপদেশ না মানলে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেখানে-সেখানে চলে গেলে তার বিধান কি হবে?

- মুহাম্মাদ সাকী
সঊদী আরব।

উত্তরঃ অবাধ্য স্ত্রীকে আনুগত্যশীলা করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য পালনীয় তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) সদুপদেশ প্রদান করা (২) এতে পরিবর্তন না হ'লে বিছানা পৃথক করে দেওয়া ও (৩) এতেও পরিবর্তন না হ'লে প্রহার করা। যদি এ পদ্ধতিতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য ভিন্ন পথ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই (নিসা ৩৪)। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ ব্যাপারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ঠিক নয়। তবে চূড়ান্ত চেষ্টার পর স্ত্রীর আর বাধ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকলে তালাকের পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত' (নিসা ৩৫)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অবস্থায় রাস্তায় কোন মুসলমান ভাই সালাম দিলে তার সালাম নেওয়া যাবে কি?

- রফীকুল ইসলাম মুসাফির
চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হারাম। বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অবস্থায় সালাম প্রদান করা চরম বেয়াদবী। তবুও যদি কেউ এগুলি খাওয়া অবস্থায় সালাম দেয়, তাহ'লে তার উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রাস্তার উপর বসা হ'তে বিরত থাক। ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের তো রাস্তার উপরে বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা আমরা রাস্তায় বসে সকল প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তোমরা বসতে বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার হক্ব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, চক্ষু অবনমিত করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করা' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০ 'সালাম' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ কুরবানীর পশু যবেহ করার কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি?

-আব্দুর রহীম
নাড়ুয়া মালা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ঈদের মাঠে কুরবানীর পশু যবেহ করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদের মাঠে তাঁর কুরবানী যবেহ করতেন। ইবনে ওমরও অনুরূপ করতেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৮১১)*। তবে স্ব স্ব বাড়ীতে কুরবানীর পশু যবেহ করাও শরীয়ত সম্মত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭০)*।

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ হাত উঁচু করে সালাম দেওয়া যায় কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
কৃষি অফিস, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ হাত উঠিয়ে ইশারা করে সালাম দেওয়া জায়েয নয়। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তাদের (ইহুদীদের) সালাম হচ্ছে মাথায় হাত ও ইশারার মাধ্যমে' *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ; তোহফা ৭/৩৯২ পৃঃ)*। এভাবে সালাম দেওয়া ইহুদীদের কাজ।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম খুৎবায় বলেছেন, যিনাকারী যদি বিবাহিত হয়, তাহ'লে তাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হবে। তেমনি গিবতকারী যদি বিবাহিত হয়, তাহ'লে তাকেও যিনাকারীর মত শাস্তি প্রয়োগ করে মেরে ফেলতে হবে। ইমাম ছাহেবের এ কথা কি সঠিক?

- আব্দুর রহমান
জয়ন্তবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। যিনাকারিণী মহিলাকে কোমর পর্যন্ত নয়; বরং বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২)*। আর গীবতকারীর বিধান সম্পর্কে সম্ভবতঃ তিনি নিম্নোক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ফৎওয়া দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেনার চেয়েও

গীবতের পাপ কঠোর' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭৪-৭৬)*। হাদীছের তাৎপর্য তিনি বুঝেননি। এ হাদীছের তাৎপর্য হ'ল ব্যভিচার এমন একটি অপরাধ যার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান নির্ধারিত আছে, যা শাস্তির দ্বারা অথবা তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। পক্ষান্তরে গীবত যেনার চেয়েও কঠোর হওয়ার কারণ হচ্ছে গীবতের সম্পর্ক সরাসরি বান্দার সাথে। যার গীবত করা হ'ল সে যতক্ষণ পর্যন্ত উহা ক্ষমা না করবে ততক্ষণ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গীবত ব্যভিচারের চেয়েও ভয়ানক।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ ইলেকট্রোনিক্স সামগ্রী তথা টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, ভিসিডি, ভিসিপি, রেডিও, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির দোকান করতে আমি আগ্রহী। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা করা কি জায়েয?

- মুন্তাছির রহমান
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
ও
এস,এম, মনীরুযযামান
উত্তর কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যেহেতু উক্ত বস্তুগুলি স্বয়ং হারাম নয় তাই এগুলির ব্যবসা ও মেরামত করা হালাল। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। এক্ষণে ক্রেতাগণ যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করেন তবে পাপ তাদের উপরেই বর্তাবে, বিক্রেতার উপর নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ আমাদের এলাকায় এক যুবক তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর বড় বোনের বিবাহিতা মেয়েকে বিবাহ করেছে। মেয়ের পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। মেয়েও খোলা করেনি। এই বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?

- জি,এম, জসীমুদ্দীন খান
সভাপতি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দাউদকান্দি এলাকা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নকারীর বিবরণ অনুযায়ী উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। কারণ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদই হয়নি। যেহেতু তারা এখনও স্বামী-স্ত্রী রয়েছে, সেকারণ পরবর্তী স্বামীর সাথে সে যতদিন থাকবে ততদিন তারা ব্যভিচার করবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ সম্প্রতি বিমান ছিনতাই করে আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করা হয়েছে। এক্ষণে ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল হয় তবে কি তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

- আব্দুর রহমান
হাটদামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার-পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তারাই শহীদ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মারে ও মরে' *(তওবা ১১১)*। 'আর যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দেব' *(নিসা ৭৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

সুতরাং ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং মুসলিম বিদ্বেষী যালিম রাষ্ট্র আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন, তবে অবশ্যই তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ ফজরের সুন্নাত ছালাত বাড়ীতে পড়ে মসজিদে গিয়ে ২ রাক'আত দাখেলী ছালাত আদায় করা যাবে কি-না?

- নযরুল ইসলাম (জালাল)
এ,বি, ব্যাংক লিঃ, নওগাঁ।

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যেকোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ (দাখেলী ছালাত) আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)। সুতরাং যেকোন সুন্নাত বাড়ীতে আদায় করলেও মসজিদে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেব বলেছেন, ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে ছালাত আদায় করতে যাওয়া ঠিক নয়; বরং খেয়ে যাওয়া উচিত। এর সত্যতা জানতে চাই।

- আবদুল্লাহ আল-মামুন
বায়া, এয়ারপোর্ট রোর্ড, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরে না খেয়ে (ঈদগাহে) বের হতেন না। আর ঈদুল আযহাতে ছালাত আদায় না করে খেতেন না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ তাহক্বীক্ব মিশকাত ২/৪৫২ পৃঃ টীকা নং ২)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ এক ওয়াক্ত ছালাত কাযা করলে নাকি ৮০ হুক্বা জাহান্নামে জ্বলতে হবে- কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- দিদার
খানপুর, পাঁচপাড়া
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত উক্তিটির প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। 'মোকছেদুল মোমেনিন' গ্রন্থে এ মিথ্যা কথাটি উল্লেখিত আছে বলে আমাদের জনসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা বহুল প্রচলিত।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ ছালাতে জানাযায় ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে না চুপে চুপে পড়তে হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- আকবর আলী
কোন্দা, বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত নিম্নস্বরে ও উচ্চৈঃস্বরে পড়া যায় *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৫৪)*। আবু ইবরাহীম আনছারী তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন, তার পিতা নবী করীম (ছাঃ) থেকে জানাযার ছালাতে দো'আ পড়তে শুনেছেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৮৫)*। ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা আমাদেরকে শুনিয়ে পড়লেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৮৬)*। আওফ ইবনে মালিক রাসূল (ছাঃ) থেকে এক ব্যক্তির জানাযার দো'আ পড়া শুনে আকাংখা করেছিলেন যে, আমি যদি এ ব্যক্তি হ'তাম *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৮২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে কথা বলা যায় কি? কেউ কথা বললে তার ছালাত হবে কি? যদি না হয়, তাহ'লে তার করণীয় কি?

- যিয়াউর রহমান
কোদালকাটী, আলাতুলী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীদেরকে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমামের খুৎবা চলাকালীন সময়ে তুমি যদি তোমার কোন সাথীকে বল যে, চুপ থাকুন, তাহ'লে তুমি একটি বাজে কাজ করলে' *(বুখারী হা/৯৩৪)*। এ সময় কথা বললে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে নেকী কম হবে *(ছহীহ আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৯৬)*। ছালাত না হওয়ার প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(মিশকাত হা/১৩৯৭; টীকা নং ৩)*।

জুম'আর দিন খুৎবার সময়ে মুছল্লী বিশেষ প্রয়োজনে ইমামের সাথে কথা বলতে পারে। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা পেশ অবস্থায় তাঁর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছিলেন *(বুখারী হা/৯৩৩)*। অনুরূপ ইমাম ছাহেবও প্রয়োজনে মুক্তাদীর সাথে কথা বলতে পারেন। রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি মসজিদে এসে বসে পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ছালাত (সুন্নাত) আদায় করেছ? লোকটি আরয করল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, দাঁড়াও; দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর *(বুখারী হা/৯৩০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১)ঃ এক বঙ্গানুবাদ মিশকাত-য়ে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার (মোট ৯৯ বার) এবং শত পূর্ণ করার জন্য শেষে একটি দো'আ লেখা আছে। বলা হয়েছে, এই দো'আ পড়লে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহও মাফ হবে। কথাটি কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আযীযুর রহমান
বায়সা (নূরপুর)
কেশবপুর, যশোর

উত্তরঃ উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক। এ সম্পর্কিত হাদীছটি হচ্ছেঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে এ হচ্ছে ৯৯ বার আর শত পূর্ণ করার জন্য বলবেঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَئْىٍ قَدِيْرٌ

তাহ'লে তার পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭)*। প্রকাশ থাকে যে, অন্য বর্ণনায় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলার কথা রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২)ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে ফেরৎ নেয়। পরে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে আবার ফেরৎ নেয়। পরে তৃতীয় তালাক দেওয়ার জন্য জনৈক আলেমের পরামর্শ গ্রহণ করে। আলেম তার স্ত্রীকে খোলা করে নেওয়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন, এমতাবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে আবার ঐ স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারে। ফলে স্ত্রী খোলা তালাক গ্রহণ করে। এখন উক্ত আলেমের পরামর্শ অনুযায়ী স্বামী কি ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাওলানা শামসুদ্দীন
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্বামী ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে। কেননা স্বামী দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী ৩য় তালাক খোলা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর খোলা মূলতঃ কোন তালাক নয়; বরং কোন কিছুর বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নেওয়া। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস-এর স্ত্রী খোলা তালাক গ্রহণ করলে রাসূল (ছাঃ) তার জন্য এক হায়েয ইদ্দত নির্ধারণ করেন। সেকারণ ছাহাবী ও তাবেঈগণ বলেন, ইহা স্পষ্ট যে, খোলা কোন তালাক নয় (মুহাল্লা ৯/৫১৬ পৃঃ; ইতহাফুল কেরাম শারহ বুলুগুল মারাম পৃঃ ৩১২; আউনুল মা'বূদ ৩/২২১; 'খোলা' অধ্যায়; তোহফা ৪/৩০৬ পৃঃ; ফাতহুল বারী ৯/৪৯৫ পৃঃ)।

একদা এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়। অতঃপর তার স্ত্রী খোলা তালাক গ্রহণ করে। স্বামী আবার ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে কি-না সে সম্বন্ধে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, বিবাহ করতে পারে (মুহল্লা ৯/৫১৫)।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩)ঃ বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
পোঃ বক্স নং ২৯১৮৭
আবুধাবী

উত্তরঃ বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সওয়ারি বন্ধক রাখলে তার পিছনে খরচ করার কারণে তাতে আরোহণ করা যায়। অনুরূপভাবে গাভী বন্ধক রাখলে তার পিছনে খরচ করার কারণে তার দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় সম্মিলিতভাবে 'আল্লাহু আকবর' বলা শরীয়ত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন

- হাবীবুর রহমান
কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ না থাকায় তা বিদ'আত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, তা প্রত্যাখ্যাত' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫)ঃ 'খায়রুল কুরূনি ক্বারনী' (خير القرون قرني) বলতে কি বুঝানো হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মোস্তফা
রামপাল বিদ্যালয়
মুন্সীগঞ্জ-১৫০১।

উত্তরঃ 'খায়রুল কুরূনি ক্বারনী' বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ তথা ছাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। এ মর্মে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,' আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ অর্থাৎ ছাহাবীগণ। তারপর যারা তাঁদের পরে রয়েছেন (তাবেঈগণ), তারপর যারা তাদের পরে রয়েছেন (তাবে তাবঈগণ)। অতঃপর এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা নাহক্কের সাক্ষ্য দিবে, আমানতের খেয়ানত করবে, মানত মেনে তা পূর্ণ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১০)*।

প্রকাশ থাকে যে, উত্তম যুগের সময়সীমা হচ্ছে ২২০ হিজরী পর্যন্ত *(আউনুল মা'বূদ ১২/২৬৭ পৃঃ)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন :৭৭ ৫৮ ০৫।